আস- সুলাই ইসলামী দা'ওআ সেন্টার পোঃ বক্স নং ১৪১৯, রিয়াদ ১১৪৩১
ফোনঃ ২৪১০৬১৫,২৪১৪৪৮৮ ফ্যাক্সঃ Ext. ২৩২ সাউদী আরব

বাংলা তাফসীর

মিসবাহুল কুরআন

{সুরাহ আল-ফা-তিহাসহ 'আম্মা পারা}

লেখক
মুহাম্মাদ হারূণ হুসাইন

বাংলা তাফসীর

মীসবাহুল কুরআন

তাফসীর সংযোজনঃ

মুহাম্মাদ হারূণ হুসাইন

প্রকাশকঃ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ
কাতোরা, গাজীপুর।

তাফসীর সংযোজকের ঠিকানাঃ

মুহাম্মাদ হারূন হুসাইন
পিতাঃ মাওলানা আহমদ হুসাইন
গ্রামঃ গোয়ালজুর , ডাকঘরঃ সীমাবাজার
কানাইঘাট, সিলেট।

বর্তমান ঠিকানাঃ

তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাউণ্ডেশন
পোঃ বক্স নং ৪১৫৫ , তায়েফ, সউদী আরব।
ই-মেইলঃ M- harun@hotmail.com

প্রকাশ কালঃ

২০০৬ ঈসায়ী ।

سُورَةُ الْفَاتِحَة

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

প্রথমঃ সূরা আল-ফাতিহা
মক্কায় অবতীর্ণ
রুকূ : ১ আয়াত: ৭

পরম করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ'র নামে

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক ২. যিনি করুণাময় (দয়াময়) কৃপানিধান ৩. যিনি বিচার দিবসের অধিপতি (মালিক) ৪. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আমরা একমাত্র আপনারই সাহায্য চাই ৫. আপনি আমাদেরকে সোজা (সরল) পথে পরিচালিত করুন ৬. তাঁদের পথে, যাদের উপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন ৭. তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

(হে আল্লাহ্! আপনি ইহা কবুল করুন)।

তাফসীর সূরাতুল ফাতিহা

কুরআনীক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ ঃ

اللّٰـه "আল্লাহ" এটি মহান আল্লাহর জাতি নাম। তিনি ছাড়া অন্য কারো শানে তা প্রযোজ্য নয়। মহিমান্বিত ' الله' শব্দটি স্বয়ংভূত না 'ইলাহ' শব্দটি থেকে উৎকলিত এ নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে বিশুদ্ধ মতে এটি 'الـه' শব্দ থেকেই গৃহীত। আর 'ইলাহ' অর্থ মা'লূহ বা মা'বুদ। অর্থাৎ ঐ সত্তা–যার ইবাদত করা হয়।

الـرَّحْمَنِ 'আর-রাহমান': এটি মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্যতম। যা রাহমত বা দয়া গুণ হতে চয়নকৃত। অর্থ- অধিক দয়াময়। আর এ গুণটি মহান আল্লাহর জন্য খাস; অন্য কারো জন্য প্রজোয্য নয়।

الـرَّحِيمِ 'আর রাহীম': এটিও রাহমত হতে উৎকলিত। যার অর্থ- দয়াবান। তবে এ সিফাতটি সৃষ্টির শানেও ব্যবহৃত হতে পারে।

اَلْحَمْدُ। 'আল-হামদু': যবান দ্বারা কৃত প্রশংসা। এখানে 'ال' সংযুক্ত হয়ে সকল প্রকার প্রসংশাকে শামিল করেছে। তাই অর্থ দাঁড়ায়- সকল প্রশংসা।

رَبٌّ 'রাব্বুন'ঃ এটি মহান আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের অন্যতম। অর্থ- প্রতিপালক। এককভাবে শব্দটি আসলে মহান আল্লাহকেই বুঝাবে। আর প্রতিপালন অর্থে সম্বন্ধ পদ যুক্ত হয়ে অন্য কাউকেও বুঝাতে পারে। যেমন "রাব্বুল মাঞ্জিলি" বা ঘরের প্রতিপালক।

اَلْعَالَمِينَ 'আল–আমিন' এটি (عـالَم)-এর বহুবচন। অর্থ: চিন্হ বা নিদর্শন। মূলত: আল্লাহ ছাড়া সকল সৃষ্টিকে বুঝায়। কেননা, সকল সৃষ্টিই মহান আল্লাহর অস্থিত্বের নিদর্শন বহন করে।

'الدين' আদ-দ্বীন: অর্থ বদলা বা প্রতিবাদ। এখানে ক্বিয়ামতের বিচার দিবস উদ্দেশ্য। কেননা, সেদিন মহান আল্লাহ প্রত্যেক বান্দাহকে তার কৃতকর্মে প্রতিফল দান করবেন।

اَلْمُسْتَقِيمَ 'আল-মুস্তাক্বীম': সুদৃঢ় পথ–যাতে কোন প্রকার বক্রতার লেশমাত্র নেই। যার উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ চলেছিলেন।

এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথে বা ত্বরীকায় সম্পাদিত আমল আল্লাহ কবূল করবেন না।

"الْمَغْضُوبِ" আল-মাগদ্বোব: অর্থ অভিশপ্ত। অর্থাৎ হক্ব জেনেও প্রকাশ এবং 'আমল না করার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি রাগান্বিত। অধিকাংশ তাফসীরে এদের দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানেও যে বা যারা জেনে-বুঝে 'হক্ব' গোপন করবে, তারা মহান আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে।

"الضَّالِّينَ" আদ্বোয়া-ল্লীন: পথ হারা বা গোমরাহ জাতি। অর্থাৎ যারা সত্য পথ হতে বিচ্যুৎ হয়ে মনগড়া ত্বরীকায় 'আমল করে। এখানে খৃস্টান জাতি উদ্দেশ্য। বর্তমানেও এর অন্তর্ভূক্ত হবে ঐসব জনসাধারণ, যারা না বুঝে ভুল পথে 'আমল করে থাকেন।

সূরাটির নামসমূহ

এ সূরাটির একাধিক নাম রয়েছে। আমরা বিশেষ কয়েকটির কথা উল্লেখ করব। প্রথমত: ফাতিহাতুল কিতাব। যার দ্বারা কুরআন পড়া বা লিখা আরম্ভ করা হয়। -সহীহ মুসলিম হা/৩৯৪(৩৪)

উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবউম্মিনাল মাছানী, আল-কুরআনুল আজীম। -বুখারী হা/৪৪৭৪, সহীহ সুনানিত তিরমিযী লিল আল-বাণী হা/২৩০৭।

এটিকে সূরাতুস সালাতও বলা হয়। কেননা, এ সূরাটি পাঠ ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। -সহীহ মুসলিম হা/৩৯৫ (৩৮)

সূরাতুল ফাতিহার ফজীলত

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: মহান আল্লাহ এরশাদ ফরমান: আমি সালাতকে (সূরা ফাতিহা) আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগ করে দিয়েছি। আর আমার বান্দাহ যা চাইবে তা পাবে। যখন বান্দাহ বলে ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"-আল্লাহ বলেন: আমার বান্দাহ আমার প্রসংশা করেছে। আর যখন বলে: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ "করুণাময় কৃপানিধান" তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমার বান্দাহ আমার গুণকীর্তন করেছে। অতঃপর যখন বলে: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ "বিচার দিবসের মালিক"। আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাহ আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।" আর যখন বলে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ "কেবল মাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং কেবলমাত্র তোমরাই কাছে সাহায্য চাই"-আল্লাহ বলেন: এ আয়াতখানা আমার ও আমার বান্দাহর মাঝে বিভক্ত। আর আমার বান্দাহ যা চাইবে, তা পাবে। আর যখন বলে:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

তখন আল্লাহ বলেন: এ অংশটি আমার বান্দার এবং আমার বান্দাহ যা চাইবে, তা পাবে।" -মুসলিম হা/৩৯৫(৩৮)

সাহাবী আবু সাঈদ (রাঃ)কে প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: আমি তোমাকে অবশ্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা শিক্ষা দেব। ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ এ সূরাটি সাতটি আয়াতবিশিষ্ট অধিক পাঠ্য সূরা। মহান কুরআন, যা আমি পেয়েছি।" -বুখারী হা/৫০০৬

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ এমতাবস্থায় আমাদের মাঝে ছিলেন যে, তখন তাঁর কাছে জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর উপরে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠালেন এবং বললেন: এটি আসমানের একটি দরজা, যা ইতোপূর্বে কখনও খোলা হয়নি। তিনি বলেন: সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন এবং নাবী ﷺ এর সমীপে আগমন করলেন। অতঃপর বললেন: আপনাকে দু'টি নূরের সু-সংবাদ দিচ্ছি, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে তা দেয়া হয়নি। (আর তা হলো) সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরা আল-বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। এর একটি হরফ পড়লেই আপনাকে তার বদলা দেয়া হবে।" -নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, সহীহ মুসলিম হা/৮০৬।

সূরা ফাতিহা ও সালাত

সূরা ফাতিহার অপর নাম 'সালাত'। যা সূরাটির নামসমূহ পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি পাঠ ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। তাছাড়া এ মর্মে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ বর্ণিত আছে। প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: 'যে সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার সালাত হয় না।" –বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪

মুক্তাদীরাও কি সূরা ফাতিহা পড়বেন?

এটি ইখতিলাফী মাস'আলা। এর সমাধানে সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা ﷺ এর বক্তব্যকেই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, যারা সহীহ হাদীছের আলোকে নিজ 'আমলকে সংশোধন করতে চান, তাঁরা বিতর্কের উর্ধ্বে উঠার জন্য সাহাবীর এ বাণীর আলোকে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন।

আবু হুরায়রা ﷺ নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ এরশাদ ফরমান: যে সালাত আদায় করল, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। আবু হুরায়রাকে ﷺ জিজ্ঞাসা করা হল, নিশ্চয়ই (যখন) আমরা ইমামের পিছনে থাকি, (তখনও কি আমাদেরকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে?) তিনি বললেন, তুমি মনে মনে (চুপি স্বরে) সূরাটি পড়ে নিও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আমি সালাতকে (ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগ করে দিয়েছি।" –সহীহ মুসলিম হা/৩৯৫(৩৮)

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণী: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।"

এ আয়াতে কারীমায় খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর এটিই ছিল যুগে যুগে অসংখ্য নাবী ও রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। এখানে যে তাওহীদের কথা বলা হয়েছে, তা হল ইবাদতে আল্লাহর একত্ব। এ প্রকার তাওহীদকে তাওহীদ ফিল উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদ ফিল ইবাদত বলা হয়। যার অর্থ- যাবতীয় প্রকারের ইবাদত স্রেফ মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা। চাহে সে ইবাদত কথা বা কাজের হোক। যেমন-দুআ, সালাত, সিজদা, মান্নত ও কুরবানী ইত্যাদি। জীবিত বা মৃত কারো নামে এসবের কোন একটিও করা যাবে না। যদি কেউ তা করে, তা হলে সে হবে মুশরিক এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। –বুখারী, মুসলিম হা.৯২ (১৫০) ৯৩(১৫১)

আল্লাহর বাণী: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "আমাদেরকে সোজা সু-দৃঢ় পথ দেখাও!" এখানে হিদায়াত-এর একাধিক অর্থ হতে পারে। শরিয়াত তথা কুরআন ও সহীহ হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব, সংশয় ও সন্দেহ হতে বাঁচার তাওফীক্ব এবং জান্নাতের পথে পরিচালনা উদ্দেশ্য হতে পারে। মূলত: হিদায়াত দু'প্রকার: এক–নির্দেশনা বা পথ প্রদর্শন, দুই–সঠিক পথ অবলম্বনে তাওফীক্ব। কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে প্রথম প্রকার হিদায়ত সকলেই করতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের হিদায়তের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সে তাওফীক্ব দান করেন। সে কারণে, তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে তাঁর কাছে হিদায়াত কামনার এ দু'আটি প্রতি সালাতে বিনয়ভাবে করা আবশ্যক করে দিয়েছে।

এ সূরাটিতে মহান আল্লাহ একটি পথ প্রার্থনা করতে এবং দু'টি ধ্বংসাত্মক পথ হতে আশ্রয় চাইতে এরশাদ করেছেন। প্রার্থীত পথ হচ্ছে–আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ। আর তা হল–আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হক্বের যথাযথ অনুকরণ করা। পক্ষান্তরে যারা ওহীর পথকে প্রত্যাখান করে মনগড়া পথের আহবায়ক বা 'আমলকারী হবে, তারাই প্রকৃত অভিশপ্ত ও পথহারা।

'আমীন' বলা প্রসঙ্গ

'আমীন' অর্থ- হে আল্লাহ কবুল কর। স্বশব্দে পঠিত ফাতিহার শেষে জোরে এবং নীরবে পঠিত ফাতিহার শেষে চুপেচুপে আমীন বলা উত্তম। প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: "ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে

মিলে যাবে, তার অতীতের গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে।" -বুখারী হা/৪৪৭৫

সূরাটির শিক্ষা সমূহ

১-মহান আল্লাহ তাঁর স্বত্তা ও কর্ম বিষয়ক গুণে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। সৃষ্টি করা, প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত।

২-তাঁর প্রশংসা করা সৃষ্টিকূলের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র হকদার। আর তিনি প্রশংসা পাওয়াকে পছন্দ করেন।

৩-দু'আর আদব হলো আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন এবং নাবীর প্রতি দরূদ পাঠের দ্বারা সূচনা করা। হিদায়ত প্রার্থনার পূর্বে সেভাবে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা সূচনার শিক্ষা এ সূরাটিতে বক্ষমান।

৪-বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। সেদিন প্রত্যেক বান্দার হিসাব তিনি নিজেই গ্রহণ করবেন। কাজেই সেদিনে হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

৫-পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীছের পথই সত্য পথ। এর বাইরে যা কিছু আছে তা গুমরাহী।

৬-কোন 'আমল করার পূর্বে জেনে নেয়া প্রয়োজন-'আমলটি কি সঠিক? এর প্রমাণে কি কোন বলিষ্ঠ দলিল আছে এবং সেটি কিভাবে আদায় করতে হবে?

আল্লাহ আমাদেরকে হক্ব বুঝার এবং সে অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

سورة النبأ

بسم الله الرحمن الرحيم

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٥) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً (٧) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً (٨) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً (٩) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً (١١) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً (١٣) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً (١٤) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً (١٥) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً (١٦)

৭৮তম সূরাহ আন্ নাবা

পরম করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ'র নামে

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ২ : আয়াত ৪০

১ম রুকূ

১. তারা পরস্পরে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২. সে মহা সংবাদ সম্পর্কে! ৩. যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য রয়েছে। ৪. কখনই নয়, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৫. অতঃপর কখনও নয়; তারা অচিরেই জানতে পারবে। ৬. আমি কি পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ করে দেইনি? ৭. আর পবর্তমালাকে কীলক (পেরাগ) করে দেইনি? ৮. আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। ৯. তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রামের উপকরণ করে দিয়েছি। ১০. রাতকে আবরণ করে দিয়েছি। ১১. দিনকে জীবিকা আহরণের সময় করে দিয়েছি। ১২. তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছি। ১৩. খুব উজ্জ্বল একটি প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। ১৪. মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। ১৫. যাতে আমি তদ্বারা শস্য-উদ্ভিদ সৃষ্টি করি। ১৬. আর ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যানসমূহ সুবিন্যস্ত করি।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً (١٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآباً (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً (٢٤) إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً (٢٥) جَزَاءً وِفَاقاً (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً (٣٠)

১৭. নিশ্চয়ই চূড়ান্ত ফায়সালার দিন নির্ধারিত রয়েছে। ১৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে; তখন তোমরা দলে দলে আসবে। ১৯. আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে; ফলে তা অসংখ্য দরজাবিশিষ্ট হয়ে যাবে। ২০. পাহাড়সমূহকে চালিত করে মরীচিকায় পরিণত করা হবে। ২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে। ২২. সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে। ২৩. সেখানে তারা অনন্ত কাল অবস্থান করবে। ২৪. সেখানে তারা কোন শীতলতা ও পানীয় উপভোগ করতে পারবে না। ২৫. ফুটন্ত পানি এবং পূঁজ ছাড়া। ২৬. উপযুক্ত প্রতিফল হিসেবে। ২৭. নিশ্চয়ই তারা কখনও হিসাব-নিকাশের আশা করত না। ২৮. তারাতো আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। ২৯. আর আমি সব কিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। ৩০. কাজেই তোমরা (শাস্তি) উপভোগ কর; আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বাড়িয়ে দেব।

তাফসীর সূরাহ আন্ নাবা
কুরআনানিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

النَّبَإِ الْعَظِيمِ "আন নাবাউল 'আজীম: النَّبَإِ অর্থ সংবাদ, খবর। আর الْعَظِيمِ অর্থ বড় বা মহান। তাই অর্থ দাঁড়ায়- মহা সংবাদ। এখানে মহা সংবাদ বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক উক্তি রয়েছে। কেউ এর দ্বারা ক্বিয়ামতকে বুঝায়েছেন, কেউ কেউ আবার কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করেছেন। আর কেউ মৃত্যুর পর পুনঃজন্ম নিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে এটিকে মহা সংবাদ বুঝেছেন।

অর্থাৎ ক্বিয়ামত হওয়া নিয়ে মক্কার কাফিররা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করত। আর এর দ্বারা যদি কুরআন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা নিয়েও তো মুশরিকরা মতানৈক্য করেছিল। আর যদি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দু'দিক থেকে সম্ভাবনা রয়েছে। এক- এটি অসম্ভব বলে কাফিরদের পরস্পরের জিজ্ঞাসা। দুই- তদ্বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের জন্য মু'মিনদের জিজ্ঞাসা।

سُبَاتًا 'সূবা-তান': এটিকে سبت থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থ-আরাম করে ঘুমানো। এর ফলে মানুষের শারিরীক ও মানষিক যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়। তাই ঘুমকে শরীরের প্রশান্তি বলা হয়েছে।

لِبَاسًا 'লিবাসান': অর্থ- পোশাক। এখানে রাতের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাতে এক প্রকার কোলাহলমুক্ত নীরবতা বিরাজ করে। ফলে মানুষ প্রকৃতির প্রশান্ত আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত করে স্বস্তি লাভ করে থাকে।

مَعَاشًا 'মা'আ-শা': জীবনোপকরণ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য দিনকে আলোকময় ও প্রাণবন্ত করে দিয়েছেন। যাতে মানুষ রুযী-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে এবং খেয়ে-পরে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয়।

الْمُعْصِرَاتِ "আল-মু'সিরাত": এটি الْمُعْصِرَةِ -এর বহুবচন। অর্থ– মেঘমালা। মহান আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য শূন্যাকাশে বড় বড় মেঘমালা ভাসিয়ে

রেখেছেন এবং তাথেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীকে সজীব করে তোলেন।

مِيقَاتًا 'মীক্বাতা': অর্থ– নির্ধারিত সময়। এখানে ক্বিয়ামত হওয়ার পর বিচারের জন্য যে সময় সু-নির্ধারিত রয়েছে, তা বুঝানো হয়েছে। এ সময় চূড়ান্ত নির্ধারিত। যার এক মুহূর্তও আগ-পিছ করা হবে না। সেদিনকে (يَوْمَ الْفَصْلِ) বা সৃষ্টির মাঝে বিচার দ্বারা পার্থক্য দিবস বলা হয়েছে। আর এ নির্ধারিত দিন আসবে ইস্রাফীলের (আঃ) দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর। প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে সকল মানুষ উঠে আসবে ও বিচার শুরু হবে।

سُيِّرَتْ 'সারা-বান'ঃ অর্থ– প্রবাহ হওয়া বা চলে যাওয়া। পাহাড়সমূহকে স্বীয় স্থান হতে সরিয়ে দেয়া হবে। ফলে সে স্থানসমূহ সমান মরুভূমির মতো দূর থেকে ঝিলিক মারবে। মনে হবে যেন পানি ভাসছে। আসলে তা নয়। ঠিক সেভাবেই পাহাড়সমূহকে নিশ্চিন্হ করা হবে।

مِرْصَادًا 'মিরসা-দান': অর্থ চলার স্থান। কাফেরদের অপেক্ষার স্থান। অর্থাৎ পুলসিরাত পার হওয়ার পর দীর্ঘ অপেক্ষমান জাহান্নামই হবে সীমা লঙ্ঘনকারীদের ঠিকানা।

غَسَّاقًا 'গাস্সাকান': অর্থ- গলিত পূঁজ। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে জাহান্নামীদের শরীর থেকে যে গলিত পূঁজ নির্গত হবে, তা-ই তাদের পানীয়। আহা! কতই না দুর্গন্ধময় সে পানীয়।

دِهَاقًا 'দিহা-কান': এটি পূর্ববর্তী শব্দ كَأْسًا বা গ্লাস-পিয়ালা-এর গুণবাচক শব্দ। অর্থ- পরিপূর্ণ। অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে পান করার জন্য পরিপূর্ণ শরাব পিয়ালা পাবে।

সূরাটির সার সংক্ষেপ

কুরাইশরা মহা সংবাদ সম্পর্কে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এখনতো বিশ্বাস করছে না; কিন্তু সেদিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে এবং হাশরের মাঠে তাদের সম্মেলন হবে-তখন তারা বুঝতে পারবে মহা সংবাদ কি?

এখানে আল্লাহ তাঁর কুদরতের স্বাক্ষীস্বরূপ বান্দাদের প্রতি তাঁর কতিপয় বিশেষ বিশেষ নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন- জমিনকে বসবাস উপযোগী করা, পাহাড়সমূহকে সৃষ্টির রহস্য, আরামের জন্য নিদ্রার ব্যবস্থা, জীবিকার ব্যবস্থা, বৃষ্টি দ্বারা জীবন প্রাণবন্ত করা ইত্যাদি। যিনি এসব নিয়ামতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তিনি ক্বিয়ামত ঘটাতে অবশ্যই সক্ষম।

অতঃপর ক্বিয়ামত হবে। ইস্রাফীল দ্বিতীয়বার ফুঁ দিলে হাশরের মাঠে সমস্ত প্রাণী এবং আদমের মহা সম্মেলন ঘটবে এবং মহান আল্লাহ প্রত্যেকের বিচার করবেন। যারা সীমালংঘনকারী, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং গলিত পুঁজ পান করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ভীতু তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পরিপূর্ণ নি'য়ামত দ্বারা সম্মানিত হবে।

বিচার দিবসে কারো কোন সুপারিশ চলবে না। কেবল তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি সাপেক্ষে মহা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ শাফা'আত করবেন। আল্লাহতো সে কঠিন দিনের কথা বারংবার উল্লেখ করে আসন্ন সংকট সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন এবং মানুষ সেদিনের জন্য কি 'আমল করেছে তা ভেবে দেখতে বলেছেন। এতো সেদিন, যেদিন কাফিরদের কোন উপায় থাকবে না। তখন তারা বলবে- আহা যদি মাঠি হতাম, তাহলে আমাদের বিচার হতো না!

বিশেষ জ্ঞাতব্য

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গ

ক্বিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ "ক্বিয়ামত অবশ্যই হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।" -সূরা হাজ্জ/৭

কিন্তু কবে হবে, এ সম্পর্কে কোন সৃষ্টিই জানে না। এটি আল্লাহর জন্য খাস। এ বিষয়ে কোন নাবী-রাসূল ও ফেরেশতামণ্ডলী কারো কোন ইলম নেই। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ "নিশ্চয়ই ক্বিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান কেবল আল্লাহর রয়েছে।" -সূরা লুকমান/৩৪

"যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জানে না।" – মুসলিম হা/৮

তবে তা অতি আসন্ন। প্রিয় নাবী ﷺ কে লক্ষ্য করে

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً (٣٣) وَكَأْساً دِهَاقاً (٣٤) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً (٣٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَاباً (٣٦) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً (٣٨) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً (٤٠)

৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। ৩২. উদ্যান ও আঙ্গুর। ৩৩. সমবয়সী পূর্ণ যৌবনা রমণী। ৩৪. শরাবপূর্ণ পানপাত্র। ৩৫. সেখানে তারা কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না। ৩৬. এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথোচিত প্রতিদান। ৩৭. যিনি আসমান ও যমীন এবং এতদু'ভয়ের মাঝে যা কিছু আছে এসবের প্রতিপালক, করুণাময়। তাঁর কাছে কোন আবেদন-নিবেদনের ক্ষমতা তারা পাবে না। ৩৮. যেদিন রূহ এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথাই বলবে। ৩৯. এটি সুনিশ্চিত দিবস। অতএব, যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে ('আমলের মাধ্যমে) ঠিকানা গ্রহণ করুক। ৪০. আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছি। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম নিজের চোখে দেখতে পাবে যা সে ('আমলনামায়) তার সামনে পাঠিয়েছে। আর

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾

"তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। বল, নিশ্চয়ই এর ইলম আল্লাহর কাছে। আর তোমাকে কিসে জানাল (?) হতে পারে ক্বিয়ামত অতি নিকটে।"-সূরা আহযাব/৬৩

সাহাল বিন সা'আদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি রাসূল ﷺ তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলেনঃ "আমি ও ক্বিয়ামত এ দু'আঙ্গুলের ন্যায় কাছাকাছি সময়ে প্রেরিত হয়েছি।" বুখারী হা/ ৪৯৩৬

মহান আল্লাহ্‌র কুদরত প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহকে জানা আবশ্যকীয় জ্ঞান। তবে তাঁকে পুরোপুরি জানা মানুষের জ্ঞান ক্ষমতার বাইরে। সে জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে চিনার সহজ উপায় বাতলিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছেঃ দুটি। এক-মহান আল্লাহর অলৌকিক সৃষ্টিরাজি, যা তাঁর অস্থিত্বের স্বাক্ষী বহন করছে। দুই-কুরআন ও সহীহ হাদীছের দলিল বা প্রমাণ। এ দুটিই মহান আল্লাহকে চিনার চূড়ান্ত উপায়। এভাবে তাঁকে চিনা বা জানার নাম মা'রিফাত। তবে তথাকথিত সূফীবাদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত মা'রিফাত উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ওদের মা'রিফাতের ব্যাখ্যা দলিল-প্রমাণ বহির্ভূত মনগড়া। এর মাঝে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই।

পুনরুত্থান ও বিচার প্রসঙ্গ

আখেরাতের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো পূণরুত্থান ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করা। সেদিন আল্লাহ প্রত্যেককে নিজ কর্মের ফলাফল দেবেন। ফলে মানুষ সে অনুযায়ী বিভক্ত হয়ে পড়বে। সে দিনকে বলা হয়েছে ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ বা পার্থক্যকারী বিচার দিবস। মানুষের কৃতকর্মের ডায়েরী প্রকাশ করা হবে। আর এ কাজটি মহান আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। এরশাদ হচ্ছে :

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

কাফেররা বলবে– হায় আফসোস! আমি যদি মাঠি হয়ে যেতাম।"

"কাফেররা মনে করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বল! আমার প্রতিপালক অবশ্যই তোমাদের পূণরুত্থান ঘটাবেন। অতঃপর তোমরা যা 'আমল করেছ, তা অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। আর সেটি আল্লাহর জন্য সহজ।" -সূরা তাগাবুন/৭

তাই সকলকে তার কৃতকর্ম পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।

ক্বিয়ামতে শাফা'আত প্রসঙ্গ

ক্বিয়ামত দিবসে বিচার-ফায়সালার পূর্বাপর মহান আল্লাহর কাছে কেউ কি কারো জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ করতে পারবে? আসলে শাফাআতের একচ্ছত্র মালিকানা মহান আল্লাহর। সে কারণে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য শাফা'আত করতে পারবে না। আর তাঁর অনুমতি শর্ত সাপেক্ষ। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শাফা'আতের জন্য অনুমতি পাবেন। এক সুদীর্ঘ হাদীছে প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: "অতঃপর আরশের নীচে চলে আসব এবং আমার রবের জন্য সিজদায় উপনীত হব। তারপর আল্লাহর স্বীয় প্রশংসা, গুণকীর্তন-এর এমন কিছু আমার জন্য খোলে দেবেন, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য খোলা হয়নি। অতঃপর বলা হবে- হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও এবং চাও তোমাকে দেয়া হবে। ফলে আমি মাথা উঠাব এবং বলব: হে রব! আমার উম্মত, হে রব! আমার উম্মত, হে রব! আমার উম্মত---।" বুখারী হা/৪৭১২ মুসলিম হা/১৯৪

আমাদের নাবী ﷺ ই কেবল শাফা'আতের অনুমতি পাবেন। অন্য কেউ নয়। পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের আলোকে এটিই আমাদের 'আক্বীদাহ। কিন্তু এসব প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণকে উপেক্ষা করে এক শ্রেণীর সূফী-দরবেশ দাবীদার নিজেদেরকে শাফা'আতের কাণ্ডারী বলে মিথ্যা দাবী করতে বসেছেন। আর তাদের অন্ধভক্তরা তা বিশ্বাস করতে তাদের গুরুদের চরণে লুটিয়ে পড়ছে। এ যে প্রকাশ্য 'আক্বীদাহ বিরোধী এবং শিরকী কর্ম-কাণ্ড, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের নাবী ﷺ ছাড়া বাকী সকল নাবী ও রাসূল নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তাঁরা শাফা'আতের অনুমতি পাবেন না। তাহলে কিসের ভিত্তিতে এসব তথাকথিত পীরেরা তাদের ভক্তদেরকে ক্বিয়ামতে তরিয়ে নেবে-বলে দাবী করছে? হায়, আমাদের সরলমতি ভাই-বোনদের সু-বুদ্ধির উদয় হবে কি?

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-মহান আল্লাহর অসীম কুদরত ও হিকমত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমে যথাসাধ্য তাঁর মা'রিফাত লাভ করা। আর মা'রিফাত কোন কাল্পনিক বিষয় নয়; বরং দলীলের উপর নির্ভরশীল। আর তা হলঃ আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং ওহীর বাণী। এ পথদ্বয় ছাড়া আল্লাহর মারিফাত লাভের বৃথা চেষ্টা করলে বিভ্রান্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।

২-ক্বিয়ামত আসন্ন। সেদিনের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস আখেরাতের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আর সে সময় আসলেই সকলের সকল প্রকার সন্দেহের অবসান ঘটবে এবং ক্বিয়ামতকে স্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করবে।

৩-যারা সীমালঙ্ঘনকারী নাফরমান, অপেক্ষমান সে জাহান্নাম হবে তাদের ঠিকানা, যা অনিবার্য। আর এটি কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।

৪-মানুষ যা করবে, তা সবই রেকর্ড করা হবে এবং প্রত্যেকে সেদিন তার 'আমলের বদলা পাবে। কাফিরদের জন্য জাহান্নাম এবং মু'মিনদের জন্য জান্নাত।

৫-মৃত্যুর পর পূণরুত্থানে বিশ্বাস করা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। যে বা যারা তা অস্বীকার করবে-সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর ভাষায় তাকে বলা হবে কাফির।

৬-হাশরের মাঠ অতি ভয়াবহ। সেদিনের জন্য কি 'আমল পাঠিয়েছে, বনী আদমকে তা ভেবে দেখা অতি জরুরী।

৭-মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ ই কেবল শাফা'আতের অনুমতি পাবেন। আল্লাহ তাঁকে কেবল সেসব বান্দার জন্য শাফা'আত করতে বলবেন- যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। কাজেই নেক 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

৮-শাফা'আতের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। কাজেই তাঁর কাছে শাফা'আত কামনা করতে হবে এভাবে:, হে আল্লাহ! রোজ ক্বিয়ামতে আমার জন্য নাবীর শাফা'আত নসীব করিও।" অনেকে ভুল করে আল্লাহর কাছে না চেয়ে সরাসরি নাবীর কাছেই চেয়ে বসেন, এটা শিরক।

৯-বেশী বেশী নেক 'আমল করার উৎসাহ এ সূরাটি প্রদান করছে। সাথে সাথে খারাপ কাজ বর্জন করারও তাগিদ দিচ্ছে।

১০-ঈমান না থাকলে কারো কোন 'আমল আল্লাহ কবুল করবেন না। দুনিয়া বিলাসী কাফিররা ক্বিয়ামতের কঠিনকালে হতাশায় মূহ্যমান হয়ে আফসোস করবে এবং বলবে-হায় যদি মানুষ না হয়ে মাটি হতাম, তা হলেতো হিসাবের এ কঠিন কাঠগড়া হতে বেঁচে যেতাম! কিন্তু তাদের এ নিষ্ফল কামনা হতাশা বৈ আর কিছু বাড়াবে না।

سورة النازعات

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً (١) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً (٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً (٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً (٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً (٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (٨) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (٩) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (١٠) أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً (١١) قَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (١٣) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (١٤) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (١٦)

৭৯তম সূরাহ্ আন্ না-যিআ'ত
মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ২: আয়াত ৪৬

পরম করুণাময়, কৃপানিধান আল্লাহ'র নামে

১. শপথ তাদের, যারা ডুব দিয়ে উৎপাটন করে। ২. শপথ তাদের, যারা বাঁধন খুলে দেয়। ৩. শপথ তাদের যারা খুব দ্রুত গতিতে চলে। ৪. শপথ তাদের যারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় ৫. শপথ তাদের যারা সকল কাজ করে থাকে। ৬. যেদিন কম্পনকারী প্রকম্পিত করবে। ৭. পশ্চাতগামী তার পিছু অনুসরণ করবে। ৮. সেদিন বহু অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। ৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হয়ে পড়বে। ১০. তারা বলবে, আমরা কি আসলেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব। ১১. যখন আমরা গলিত অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি? ১২. তারা বলে, যদি তাই হয়, তবে তো তা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন। ১৩. এতো কেবল একটি বিকট আওয়াজ মাত্র। ১৪. তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। ১৫. তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত এসেছে কি? ১৬. যখন তাঁর প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন।

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (١٩) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَى (٢١) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادَى (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٢٦) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)

১৭. ফের'উনের কাছে যাও; নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে। ১৮. অতঃপর বল! তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ আছে কি? ১৯. আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাব? যাতে তুমি তাঁকে ভয় করতে পার। ২০. তারপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখাল। ২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং নাফরমানী করল। ২২. অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। ২৩. সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে হাক ছাড়ল। ২৪. আর বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। ২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকাল ও ইহকালের শাস্তির জন্য পাকড়াও করলেন। ২৬. নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ভয় করে তার জন্য তাতে শিক্ষণীয় রয়েছে। ২৭. তোমাদের সৃষ্টি কি কঠিনতর, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি বানিয়েছেন। ২৮. তিনিই একে সমুচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। ২৯. তিনিই তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার (দিন) সূর্যালোককে বের করেছে। ৩০.অতঃপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। ৩১. তিনি এর মাঝ থেকে পানি ও ঘাস বের করেছেন। ৩২. এবং পর্বতমালাকে তিনিই দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছেন।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (٣٤) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (٣٦) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (٤٥) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)

৩৩. এসবই তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুদের ভোগের উপকরণ। ৩৪. অতঃপর যখন মহা সঙ্কট (ক্বিয়ামত) উপস্থিত হবে। ৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে ('আমল) করেছে। ৩৬. এবং দর্শনকারীদের জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে। ৩৭. অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে। ৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ৩৯. নিশ্চয়ই জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। ৪০. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, ৪১. নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাস। ৪২. তারা তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে? ৪৩. এর বর্ণনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? ৪৪. এর চূড়ান্ত জ্ঞান তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। ৪৫. যে ব্যক্তি একে ভয় করে তুমি কেবলমাত্র তাকে সতর্ককারী। ৪৬. যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

তাফসীর সুরার আন-না-যি'আত
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

النَّازِعَات "আন-না-যি'আত'ঃ এটি نازعة এর বহুবচন। অর্থ- উৎপাটনকারিনীগণ। এখানে জোর করে কাফিরদের জান ক্বজকারী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য।

النَّاشِطَات "আন-না-শিত্বাত'ঃ এটি ناشطة -এর বহুবচন। অর্থ বাঁধন খোলে দেনেওয়ালীগণ। এখানে সহজভাবে মু'মিনদের জান ক্বজকারী ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

السَّابِحَات 'আস-সা-বিহা-ত': এটি سابحة -এর বহুবচন। অর্থ ঃ ভ্রমনকারিণীগণ। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ঐসব ফেরেশতাদেরকে-যারা মানুষের রূহ ক্বজ করার পর, তা অতিদ্রুত আসমানের দিকে নিয়ে যায়।

السَّابِقَات "আস-সা-বিক্বাত': এটি سابقة -এর বহুবচন। অর্থ- প্রতিযোগিতাকারিনীগণ। এখানে মু'মিনদের আত্মা ও কাফিরদে আত্মা স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতাকারিণী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য।

الْمُدَبِّرَات 'আল-মুদাব্বিরাত'ঃ এটি مدبرة -এর বহুবচন। অর্থ- ব্যবস্থাকারিনীগণ। আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার কার্য্যাদির ব্যবস্থাকারিনী ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

الرَّاجِفَة ও الرَّادِفَة শব্দদ্বয় ইস্রাফিলের ফুঁৎকারের পর যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা বুঝানো হয়েছে। প্রথম শব্দ দ্বারা প্রথম ফুঁৎকার এবং দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় ফুঁৎকার উদ্দেশ্য।

وَاجِفَة 'ওয়াজিফাহ'ঃ এটি ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার একটি চিত্র। সে সময় অত্মাসমূহ ভয়ে উৎকণ্ঠাগ্রস্থ হবে। আর এ অবস্থাকে বুঝাতে وَاجِفَة শব্দটি এসেছে। অর্থ- ভয়ে কম্পমান।

الْحَافِرَة 'আল-হা-ফিরাহ'ঃ অর্থ- নিজ স্থানে, পূনরায় পায়ে হেঁটে আসাকে বুঝাতে শব্দটি এসেছে।

السَّاهِرَة 'আস-সা-হিরাহ'ঃ রাতজাগা। অর্থাৎ পূণরায় সৃষ্টির পর মানুষের এ অবস্থা হবে যে, তারা ঘুমাতে পারবে না; বরং সর্বদা জেগে থাকবে।

الْآيَةَ الْكُبْرَى 'আল-আয়াতুল কুবরা'ঃ বড় নিদর্শন। এখানে ফেরাউনের সামনে পেশ করার জন্য মূসা আঃকে আল্লাহ প্রদত্ত দু'টি মু'জেযা উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে- বগলের নীচে হাত দিলে তা ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়া এবং হাতের লাঠি ছাড়লে তা জ্যান্ত সাপে পরিণত হওয়া।

الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 'আ-ত্বাম্মা-তুল কুবরা' ঃ الطَّامَّةُ অর্থ- দুর্ঘটনায় পড়ে উল্টা-পাল্টা হয়ে যাওয়া। আর الْكُبْرَى শব্দ অর্থ বড়। এখানে الطَّامَّةُ الْكُبْرَى দ্বারা ক্বিয়ামত উদ্দেশ্য। কেননা, সে সময় সব কিছু উল্টে-পাল্টে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ সূরাটির প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ النَّازِعَات হতে এর নাম সূরা আল-না-যি'আত রাখা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির এটিকে আস-সা-হিরাহ ও আত্ত্বা-ম্মাহ নামে অভিহিত করেছেন।

অবতরণকালঃ এ সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

বিষয়বস্তু : এ সূরাটির মূল বিষয় البعث بعد الموت বা "মৃত্যুরপর পুণরুত্থান" সম্পর্কে সন্দিহানদের সন্দেহকে অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশেষ ফেরেশতাদের শপথ করে জানাচ্ছেন যে, ক্বিয়ামত অবশ্যই হবে। ইস্রাফীল দু'টি ফুঁৎকার দেবেন। প্রথমটিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তখনকার অবস্থা হবে খুবই ভয়াবহ। আর দ্বিতীয়টির সাথে সাথে বিচারের জন্য মানুষ ও জ্বিন জাতির উত্থান ঘটানো হবে।

এ ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনার পর তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মূসা (আঃ) প্রসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কেননা, তিনি ﷺ মুশরিক কর্তৃক কঠিনতর মিথ্যায়ানের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যা তাঁকে কঠিন পীড়া দিত। অর্থাৎ হে রাসূল! তোমার ঘাবড়াবার কি আছে? লক্ষ্য কর, ফিরাউন কিভাবে মূসা (আঃ)কে মিথ্যায়ণ করেছিল?

অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁর কিছু অলৌকিক কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে বুঝাতে চাইলেন-এসব যদি আমার পক্ষে সম্ভব, তা হলে ক্বিয়ামত ঘটানো এবং পূণরুত্থান করানো কেন সম্ভব হবে না? নিশ্চয়ই সম্ভব।

ক্বিয়ামত যখন আসবে, তখন মানুষ স্মরণ করবে সে কি 'আমল করেছে। যারা নাফরমান, সীমালঙ্ঘনকারী, দুনিয়া বিভূর- তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে আল্লাহ ভীরু-মুত্তাক্বী মানুষের স্থান হবে জান্নাত। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ কে প্রবোধ দিয়ে বলেন: ক্বিয়ামতের চূড়ান্ত জ্ঞান আমারই। আর তুমিতো সেদিনকে ভয়কারীদের জন্য শুধু সতর্ককারী।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণী: ﴿وَالنَّازِعَاتِ .....إلخ﴾ এ পাঁচটি আয়াতে মহান আল্লাহ পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফেরেশতাদের কসম খেয়েছেন। প্রথমতঃ যারা জালিম, কাফিরদের রূহ জোর করে টেনে বের করেন। দ্বিতীয়তঃ যারা আরামদায়কভাবে মু'মিন বান্দাদের রূহ কবজ করেন। তৃতীয়তঃ যারা দ্রুত আসমানে রূহসমূহ পৌঁছে দেন। চতুর্থত: মু'মিনদের আত্মা ইল্লিনে এবং কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে পৌঁছে দিতে যারা প্রতিযোগিতা করেন। পঞ্চমতঃ যারা আল্লাহর আদেশে দুনিয়ার কার্যাদির সু-ব্যবস্থায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ সকল ফেরেশতার কসম খেয়ে মহান আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিলেন যে, অবশ্যই তোমরা পূণরুত্থিত হবে। মহান আল্লাহর বাণী ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন- ক্বিয়ামত সু-নিশ্চিত। ইস্রাফীল (আঃ) যখন প্রথম ফুঁ দেবেন তখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আবার ফুঁ দেবেন তখন মানুষ ও জ্বিন পূণঃজীবিত হবে এবং স্বচক্ষে হাশর প্রত্যক্ষ করবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন ঃ ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ "আর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। আসমান ও যমিনবাসী সকলে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাবে। তবে সে নয়- যাকে আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর দ্বিতীয় আরেকটি ফুঁ দেয়া হবে, তখন তারা একেবারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। সূরা যুমার/৬৮

মহান আল্লাহর বাণীঃ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ "তোমার কাছে কি মূসার (আঃ) বিবরণ এসেছিল?" রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন মূলতঃ তাঁকে মূসা আঃ-এর ঘটনার প্রতি আগ্রহান্বিত করা। ত্বোয়া উপত্যকায় আল্লাহ তাঁকে ডেকে মু'জিযাসহ ফিরাউনের কাছে দা'ওয়াত নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মূসা ও ফিরাউনের ঘটনার মাঝে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু ওহী নাযিল করে এসব ঘটনা জানাবার পূর্বে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর এ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান ছিল না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নাবী ﷺ গায়েব জানতেন না। তিনি শুধু তা-ই জানতেন, যা তাঁর রব তাঁকে জানাতেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান-যা, তিনি বানিয়েছেন?" এ প্রশ্ন ঐসব অস্বীকারকারীদের জন্য যারা মৃত্যুর পর পূণরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। যে আল্লাহ আসমান বানিয়ে তা বিনা খুঁটিতে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন, রাতকে অন্ধকার ও দিনকে আলোকময় এবং যমীনকে বিস্তৃত করতে পারেন, তিনি কি পূণরায় সকলের উত্থান ঘটাতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন।

মহান আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى﴾ "অতঃপর যে সীমালঙ্ঘন করবে"-এখানে মহান আল্লাহ নাফরমান বান্দাদের অশুভ পরিণতির কথা বলেছেন। আর তা হল জাহান্নাম। এ কারণে যে, তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে বিলাসিতায় মত্ত থাকত। দুনিয়া বিলাসীদের এটিই যথাযথ প্রাপ্য। পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে যেয়ে বলেনঃ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ "আর যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং মনকে প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বাঁচিয়ে রাখে।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর আদালতে জবাবদিহিতার ভয় এবং

নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা জান্নাত লাভের আবশ্যকীয় শর্ত।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ "তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে- ক্বিয়ামত কবে হবে?" কিন্তু এর ইলমতো তোমার জানা নেই। এটি তোমার রবের বিশেষণ। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন না। তোমার দায়িত্ব তুমি পালন কর। তুমি মানুষকে সে দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দাও।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১. কোন বিষয়ে দৃঢ়তা দেয়ার জন্য কসম খেতে হয়। মহান আল্লাহ স্বাধীন সত্তা। তিনি যে কোন বিষয়ের কসম করতে পারেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেতে পারে না। প্রিয় নাবী ﷺ বলেনঃ (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) "যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেলো, সে কুফুরী করল/শিরক করল।"!

২. ফেরেশতারা নূরের তৈরী এক অদৃশ্য জগত। তাঁরা মহান আল্লাহর হুকুমের তাবেদার মাত্র। রূবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে তাঁদের কোন হাত নেই।

৩. ইস্রাফীলের প্রথম ফুঁ-এ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার ফুঁ দেবেন, তখন মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে এবং আল্লাহ হিসাব নিবেন।

৪. মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ গায়েবের বা অদৃশ্য বিদ্যা সম্পর্কে অবগত নন। তবে তা ব্যতীত, যা আল্লাহ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন।

৫. মূসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে ﷺ এ মর্মে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, মিথ্যাবাদীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যায়ণ স্বাভাবিক বিষয়। তাই ধৈর্য্যের সাথে দাওয়াতী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাও!

৬. যার পক্ষে আসমান সৃষ্টির মতো আর্শ্চায্য বস্তু সৃষ্টি করা সম্ভব, সে মহান আল্লাহর পক্ষে পূণরুত্থান ঘটানো মোটেও কঠিন নয়।

৭. ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে মানুষ তার দুনিয়াবী জীবনে যা কিছু করেছে, তা স্মরণ করবে। কিন্তু সময় থাকতে স্মরণ করে সাবধান না হয়ে অন্তিমকালের স্মরণ কি তার কোন কাজে আসবে?

৮. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সীমালঙ্ঘন ও দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়া। পক্ষান্তরে জান্নাতকামীরা হবেন তার বিপরীত। তাঁরা আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয় করবেন এবং প্রবৃত্তির লালসাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৯. ক্বিয়ামত কবে হবে? এ ইলম একমাত্র মহান আল্লাহর। তিনি ছাড়া আর কেউ সে ইলমের দাবী করতে পারে না।

১০. ক্বিয়ামতের ভয় যাদের আছে তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে। তাই মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে ﷺ কে উক্ত শ্রেণীর মানুষকে সতর্ক করতে আদেশ করেছেন। উপরন্তু নাবীর দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া; দ্বীন মানানো তাঁর দায়িত্ব নয়।

سورة عبس

بسم الله الرحمن الرحيم

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢)

৮০তম সূরাহ্ আ'বাসা

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ঃ আয়াত৪২

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ্'র নামে

১. সে বিরক্তবোধ করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। ২. এ কারণে যে, তার কাছে একজন অন্ধ লোক এসেছিল ৩. তোমাকে কি সে জানাবে, হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হতো। ৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করত; ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। ৫. পক্ষান্তরে, যে কোন পরওয়াই করে না। ৬. তুমি তার প্রতি মনযোগ দিয়েছ। ৭.অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। ৮. আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে দৌড়ে আসল। ৯. এ অবস্থায় যে, সে ভয় পাচ্ছিল। ১০. অথচ তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে। ১১. কখনও এরূপ আচরণ করবে না, নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) উপদেশবাণী। ১২. অতএব, যে চাইবে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ১৩. সম্মানিত পত্রে লিখিত আছে। ১৪. যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, মহাপবিত্র। ১৫. লেখকের হাতে। ১৬. যারা মহৎ, চরিত্রবান।

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক; সে কতই না অকৃতজ্ঞ। ১৮. তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. তিনি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তার তক্বদীর নির্ধারণ করেছেন। ২০. তারপর তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। ২১. তারপর তার মৃত্যু দিয়েছেন, তাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ২২. অতঃপর যখন চাইবেন তাকে পূনরুজ্জীবিত করবেন। ২৩ কখনই নয়; তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে তা পূর্ণ করেনি। ২৪. কাজেই মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক! ২৫. নিশ্চয় আমি বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছি। ২৬. তারপর যমীনকে বিদীর্ণ করেছি। ২৭. তাতে আমি উৎপাদন করেছি ফসল। ২৮. আঙ্গুর, শাক-সবজি। ২৯. যয়তুন, খেজুর। ৩০. ঘন বাগান। ৩১. ফল-ফসল এবং গবাদি পশুর খাদ্য (ঘাস)। ৩২. তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুদের ভোগের জন্য।

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

৩৩. অতএব যখন কান ফাঁটানো আওয়াজ (ক্বিয়ামত) আসবে। ৩৪. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে। ৩৫. তার মাতা-পিতা থেকে। ৩৬. তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। ৩৭. সেদিন প্রত্যেকেরই এমন অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্য যথেষ্ট হবে। ৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। ৩৯. তারা হবে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল। ৪০. পক্ষান্তরে সেদিন অনেক মুখমণ্ডল ধূলামলিন হবে। ৪১. তাতে কালো ছাপ হবে। ৪২. এ সকল লোকই পাপাচারী, কাফের।

তাফসীর সূরাহ 'আবাসা

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

عَبَسَ 'আবাসা': সে বিরক্তভাব প্রকাশ করেছে, রূষ্টতা অবলম্বন করেছে।

اسْتَغْنَى 'ইস্তাগনা': সে বেপরোয়া হয়েছে। এখানে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যাকে রাসূল ﷺ ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন, অথচ সে তা গ্রহণ থেকে বিমূঢ়।

تَلَهَّى 'তালাহ্হা': এটি اللَّهْيُ থেকে গঠিত। অর্থ–অন্যমনস্ক হওয়া, বেপরোয়া হওয়া, ব্যস্ত হয়ে পড়া বা মুখ মুড়িয়ে নেয়া। এখানে উদ্দেশ্য তুমি অবজ্ঞা করেছ বা তার প্রতি অমনোযোগী হয়েছ।

تَذْكِرَةٌ 'তায্কিরাহ': প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণকারী বস্তু। এখানে উপদেশবাণী তথা কুরআন উদ্দেশ্য।

سَفَرَةٍ ' সাফারাহ': এটি سَافِرٍ-এর বহুবচন। অর্থ-লেখকগণ, আবার سَفِيرٍ বা দূত-এর বহুবচনও হতে পারে। যাই হোক এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআনের কপিকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

فَقَدَّرَهُ 'ফাক্বাদ্দারাহু'ঃ অতঃপর তাকে সুপরিমিত করে সৃষ্টি করলেন। এর অর্থ- প্রথমে নুৎফা এবং পরে জমাট বাঁধা রক্ত, গোস্তের টুকরা-অতঃপর পরিপূর্ণ মানুষরূপে তৈরী।

فَأَقْبَرَهُ 'ফাআক্বারাহু': অতঃপর তার কবরের ব্যবস্থা করেন। قَبَرَهُ অর্থ- তাকে কবর দেয়া। আর أَقْبَرَهُঅর্থ-তাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা। এমন ব্যক্তিদেরকে তৈরী করা, যারা তাকে কবর দেবে।

قَضْبًا 'ক্বাজবান'ঃ এটি قَضْبٌ থেকে গৃহীত। অর্থ-একের পর এক কাটা। এখানে শাক-শব্জি উদ্দেশ্য। যেহেতু তা ক্ষেত হতে বারংবার কাটা হয়।

الصَّاخَّةُ 'আস-সা-খ্খাহ'ঃ কান ফাঁটানো আওয়াজ, যা বধিরতা সৃষ্টিকারী। এখানে ইস্রাফীলের ফুঁৎকার উদ্দেশ্য।

مُسْفِرَةٌ 'মুসফিরাহ'ঃ এটি إِسْفَارٌ থেকে مُسْفِرٌ এর স্ত্রী লিঙ্গের শব্দ। অর্থ মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা। এখানে মুখমণ্ডল অতি উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় হওয়া বুঝায়েছে।

غَبَرَةٌ 'গাবারাহ': অর্থ-ধূলো। এখানে পাপীদের ধূলোমলিন মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ *প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দানুসারে এর নাম সূরা 'আবাসা রাখা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে সাফারাহ ও সাখখাহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন।*

অবতরণ প্রেক্ষাপটঃ *এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। মা আয়েশা ﷺ বলেন: সূরা 'আবাসা অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ﷺএর শানে নাযিল হয়। একদা রাসূল ﷺ নেতৃস্থানীয় মুশরিকদেরকে*

দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন ইবনে উম্মে মাকতূম রাসূল ﷺ -এর সমীপে এসে বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দ্বীনের পথ দেখান। সে সময় রাসূল ﷺ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত সূরাটি নাযিল হয়। - তিরমিযী হা/৩৫৬৬, সহীহ সুনাল তিরমিযী লিল আলবাণী হা/২৬৫১

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

অন্ধ ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন-সে দিকে লক্ষ্য না করে বরং রাসূল ﷺ বিরক্তভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এ কাজটি তাঁর করা ঠিক হয়নি। তাই মহান আল্লাহ আলতোভাবে তঁ কে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বললেন: সে বিরক্ত হয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সেদিন রাসূল ﷺ মক্কায় শীর্ষস্থানীয় মুশরিকদেরকে দা'ওয়াত দিচ্ছিলেন। তখনই ইবনে উম্মে মাকতূম এসে রাসূল ﷺ কে ডাকতে থাকেন। তিনি কথা বাদ দিয়ে তাঁর দিকে তাকানো ও তার উত্তর দেয়া ভাল মনে করেননি। তাই বিরক্তিসহ মুখ ফিরিয়ে নেন।

হিদায়তের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। তিনি ভাল জানেন-কে ইসলাম গ্রহণ করবে আর কে করবে না। রাসূলের কাজ সকলকে দা'ওয়াত দেয়া। তাই আল্লাহ তাঁকে কঠিনভাবে নিষেধ করতঃ বলেন: এরূপ আচরণ আর কখনও করবে না। কুরআন উপদেশবাণী। যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যে গ্রহণ করবে না তার সর্বনাশ।

কেন সে কুরআন মানবে না? মহান আল্লাহতো তাকে এক ফোঁটা পানি থেকে সৃষ্টি করেন। জীবন চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। মৃত্যু ও কবর দেয়ার বিধান দিয়েছেন। খাদ্যের উপকরণাদী সৃষ্টি করেছেন। এসব ভোগ করার পরও কেমন করে মানুষ নাফরমানী করবে?

এ দুনিয়ার জন্য এতোসব। অথচ যেদিন আল্লাহর আদালতে বিচার বসবে-সেদিন স্বজনদের কেউই পাশে থাকবে না; দূরে পালিয়ে যাবে। সকলেই নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সফলকাম মু'মিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। আর নাফরমানদের মুখমণ্ডল ধুলামলিন হবে। তারাই কাফের, ও ফাজের।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ "কখনও এরূপ করবে না-নিশ্চয়ই এটি উপদেশবাণী" এ আয়াতে তায্‌কিরাহ দ্বারা সূরা 'আবাসার নাসীহত উদ্দেশ্য। কেউ এর দ্বারা কুরআনকে বুঝিয়েছেন। মোট কথা, এখানে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে ওয়াসীয়াত করছেন-যাতে তিনি ওহীর বাণী পৌঁছাতে উঁচু-নীচুর মধ্যে কোন পার্থক্য না করেন। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূমকে খুব সম্মান করেন। তাঁকে তিনি তাঁর মসজিদের মুআজ্জিন বানিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ﴾ "অতঃপর যখন সাখ্‌খাহ আসবে।" ইমাম বাগাভী বলেনঃ সা-খ্‌খাহ হল ক্বিয়ামতের বিকট আওয়াজ। এ আওয়াজ মানুষের কান ফাঁটিয়ে দেবে। ইবনে আব্বাস রাঃ মতে এটি ক্বিয়ামত দিবসের নামসমূহের একটি। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবে না। রাসূল ﷺ বলেনঃ

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً.

অর্থ- "ক্বিয়ামতের দিনে মানুষের হাশর হবে নগ্নপায়ে, উলঙ্গ ও খৎনাহীন অবস্থায়।"

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-ইসলামের দা'ওয়াত দেয়ার সময় উঁচু-নীচু ও সাদা-কালোর পার্থক্য করা যাবে না; বরং সকলকে সমানভাবে সম্বোধন করে দা'ওয়াত দিতে হবে। কেননা, কার দ্বারা ইসলামের কল্যাণ হবে এবং কে হিদায়াত গ্রহণ করবে, তা আল্লাহই সম্যক অবগত।

২-কুরআন পবিত্র কালাম। এটি ওজু ছাড়া স্পর্শ করা জায়েজ নয়। তবে মুখস্ত পড়াতে কোন দোষ নেই।

৩- মানুষকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে তৈরী করেছেন এবং নানাবিধ নি'য়ামত দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। এসব নি'য়ামত ভোগ করার পর কিভাবে মানুষ অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান হতে পারে?

৪-ক্বিয়ামতের অবস্থা হবে অতি ভয়াবহ। সেদিন প্রত্যেকে নিজ জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং

ভয়ে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসতটুকুও পাবে না।

৫- বেহেশতবাসীদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং তারা হাসিমুখি থাকবে। পক্ষান্তরে জাহান্নামী কাফির এবং গোনাহগার বান্দাদের চেহারা হবে মলিন এবং তাদের চেহারায় ধূলোবালির ছাপ হবে।

৬- ওহীর সংরক্ষণ ও পৌঁছে দেয়ার বেলায় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ নিষ্পাপ। তাঁর পক্ষে ওহী গোপন করা অসম্ভব। যদি গোপন করা সম্ভব হতো, তা হলে সূরা 'আবাসা তিনি গোপন করে দিতেন। কেননা, তাতে মহান আল্লাহ তাঁকে ধমকী ও শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, যেসব তথাকতিথ পীর-ফকির দাবী করে যে, কুরআনের বাইরে আরও কিছু বাণী তারা সিনায় সিনায় পেয়ে এসেছে, তাদের এ দাবী ভ্রান্ত। যারা এরূপ বিশ্বাস করবে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাদের মাঝে আর কাফেরদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

سورة التكوير

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦)

৮১তম সূরাহ্ আত্ তাক্‌ভীর

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ঃ আয়াত ২৯

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে

১. যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। ২. যখন তারকাসমূহ খসে পড়বে। ৩. যখন পাহাড়সমূহকে চালিয়ে নেয়া হবে। ৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটসমূহ উপেক্ষিত হবে। ৫. যখন বন্য পশুগুলোকে একত্রিত করা হবে। ৬. যখন সমুদ্রসমূহকে উত্তাল করে তোলা হবে। ৭. যখন সকল প্রকার মানুষকে মিলিয়ে দেয়া হবে। ৮. আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ৯. তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? ১০. যখন 'আমলনামা খোলা হবে। ১১. যখন আসমানের আবরণ অপসারিত হবে। ১২. যখন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। ১৩. এবং যখন জান্নাত নিকটবর্তী হয়ে যাবে। ১৪. তখন সকলেই জেনে নেবে কি সে উপস্থিত করেছে। ১৫. আমি পশ্চাতগামী তারকাসমূহের (রাতে প্রকাশমান) শপথ করছি। ১৬. যা চলমান হয়, অদৃশ্য হয়।

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (٢٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)

১৭. রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে। ১৮. শপথ প্রভাতের যখন তার আবির্ভাব ঘটে। ১৯. নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) সম্মানিত রাসূলের (আনীত) বাণী। ২০. যে শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান। ২১. যার (আসমানে) অনুসরণ করা হয়, (ওহীর বেলায়) বিশ্বস্ত। ২২. আর তোমাদের সাথী পাগল নন। ২৩. সে তাকে (আসমানের) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে। ২৪. সে অদৃশ্য বিষয়ে বখিল নয়। ২৫. আর সেটি অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। ২৬. অতএব তোমরা কোন্ দিকে চলেছ? ২৭. এতো কেবল বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। ২৮. তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তির জন্য যে সরল পথে চলতে চায়। ২৯. আর তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ'র ইচ্ছার বাইরে অন্য কোন ইচ্ছা করতে পার না।

তাফসীর সূরাহ আত-তাকভীর
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

كُوِّرَتْ 'কুভ্বিরাত'ঃ এটি التكوير শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। অর্থ- আলোকহীন হওয়া বা নিক্ষিপ্ত হওয়া।

انْكَدَرَتْ 'ইনকাদারাত এটি الانكدار শব্দ থেকে গঠিত। অর্থাৎ ভেঙ্গে পড়া বা নিক্ষিপ্ত হওয়া।

الْعِشَارُ 'আল-ঈশারু'ঃ দুগ্ধ ও বাচ্চাওয়ালী উঠনীসমূহ। এগুলো আরবদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। উদ্দেশ্য মূল্যবান সহায়-সম্পত্তি সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

الْوُحُوشُ 'আল-উহুশ'ঃ এটি وَحْشٌ এর বহুবচন। অর্থ চতুষ্পদ জীব-জন্তু।

الْمَوْؤُدَةُ 'আল-মাওউদাতু'ঃ ঐ কন্যা সন্তান উদ্দেশ্য, যাকে জাহেলী যুগে কোন কোন আরব জীবিত মাটিচাঁপা দিত।

الْخُنَّسِ 'আল-খুননাস'ঃ যা দেরী করে। এখানে উদ্দেশ্য এক শ্রেণীর তারকা, যা নির্ধারিত সময় হতে কিছুটা দেরী করে পূর্ব দিকে ধাবিত হয়।

الْكُنَّسِ 'আল-কুন্নাস'ঃ যা দিনে লুকিয়ে যায়। এখানেও উপরোক্ত তারকাসমূহ উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ *এ সূরার প্রথম আয়াত-এ كُوِّرَتْ শব্দটি রয়েছে। এর ক্রিয়ামূল التكوير 'আত-তাকভীর'। সে হিসেবে এর নাম সূরা 'আত-তাকভীর' রাখা হয়েছে।*

অবতরণকালঃ *মা 'আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমূখদের মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।*

বিষয়বস্তুঃ *ক্বিয়ামত পূর্ব ১২টি 'আলামতের বর্ণনা করতঃ মানুষের 'আমল সম্পর্কে সচেতন করা এবং রাসূল ﷺ -এর রিসালত মহান আল্লাহ প্রদত্ত সে কথার দৃঢ়তা প্রদান করা।*

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের ১২টি 'আলামতের কথা উল্লেখ করে বলেন, যখন এসব 'আলামত প্রকাশ পাবে, তখন মানুষ জানতে পারবে-সে কি 'আমল উপস্থিত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তারকারাজি ও দিন-রাতের কসম করে দৃঢ়তা দিয়ে জানাচ্ছেন যে, রাসূল ﷺ এর কাছে বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) ওহী নিয়ে আগমন করেন। তিনি ﷺ আল্লাহরই রাসূল; পাগল নন।

আর মুহাম্মাদ ﷺ ওহী প্রচারের কঠিন আমানতদার। তিনি সে বিষয়ে কোন প্রকার কার্পণ্য করেন না। কুরআনতো মহান আল্লাহরই কালাম। এটি কোন শয়তানের বাণী নয়। কাজেই তোমরা কুরআনের পথ ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলেছ?

সূরাটিতে উল্লেখিত কিয়ামতের 'আলামতসমূহ

১-সূর্য স্বীয় স্থান হতে সরে যাবে এবং আলোকহীন হয়ে পড়বে।

২-তারকাসমূহ জমিনে ছিটকে পড়ে যাবে।

৩-কঠিন ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়সমূহ টুকরা টুকরা হয়ে ধূলিকণার মতো শূন্যে উড়ে যাবে।

৪- কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী উটনীগুলো উপেক্ষিত হবে। সেগুলোর প্রতি তাকাবার ফুরসতও কেউ পাবে না।

৫- সে কঠিন অবস্থায় জীব-জন্তু নিজ গুহা থেকে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর সব মরে শেষ হয়ে স্তূপাকারে পরিণত হবে।

৬- সমুদ্রসমূহে উত্তালতা সৃষ্টি হয়ে সব পানি একত্রিত হয়ে যাবে। কারো মতে, পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তথায় আগুন লেগে যাবে।

উপরোক্ত ৬টি 'আলামত কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় ঘটবে।

পক্ষান্তরে বাকী ৬টি আখেরাতে সংঘটিত হবে। আর সেগুলো হলো

১-মানুষের দেহ পূণঃসৃষ্টি করে তাতে রূহ দেয়া হবে। কারো মতে-সকল নেক বান্দাকে জান্নাতে এবং পাপীদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। বা মু'মিনদেরকে হুরের সাথে বিবাহ এবং কাফিরদেরকে শয়তানের সাথে করে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে।

২-কোন কোন জাহেল কর্তৃক কন্যা সন্তানকে জীবিত চাঁপামাটি দেয়া হতো, এসব মেয়েদের কোন অপরাধ ছিল না। আখেরাতে জাহেলদের ঘৃণিত পাপকে কঠিন অপরাধ হিসেবে বুঝাতে যেয়ে মহান আল্লাহ নিরপরাধ কন্যাদের জিজ্ঞাসা করবেন–কোন্ অপরাধে তোমাদের হত্যা করা হয়েছে?

৩-কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের 'আমলনামা খোলে তাদের সামনে রাখা হবে। ফলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করবে।

৪-সেদিন আসমানসমূহকে স্বীয় স্থান হতে এমনভাবে সরিয়ে দেয়া হবে, যেমন কোন পশুর চামড়া তুলে নেয়া হয়।

৫- সেদিন জাহান্নামের আগুন আরও বেশী উত্তপ্ত করা হবে।

৬- সর্বোপরি মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেবেন।

মহান আল্লাহ বাণী: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ "আর সে তাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছে"–এখানে মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক জিব্রাইল (আঃ)কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখাকে বুঝানো হয়েছে। বিশাল আকৃতির এ ফেরেশতার ছয়শত ডানা রয়েছে।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-এ সূরাটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে ইসলামী 'আক্বীদার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

২-কিয়ামতের পূর্বাপর ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩-ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং খারাপ কাজের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে তা হতে সতর্ক করা হয়েছে।

৪- কুরআন আল্লাহর বাণী। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল-এ কথার প্রতি দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে।

৫-এ সূরায় জিব্রাইল (আঃ)-এর কতিপয় বিশেষ গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন-পরিপূর্ণ আমানতদার, শক্তিশালী ও আনুগত্য পরায়ণ ইত্যাদি।

৬-মক্কার মুশরিকরা রাসূলকে ﷺ যেসব মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার খণ্ডন করা হয়েছে।

৭-মহান আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। মানুষের ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীন।

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)

১৪. আর পাপাচারীগণ অবশ্যই জাহীমে (জাহান্নামে) থাকবে। ১৫. প্রতিফল দিবসে তারা তাতে পৌঁছবে। ১৬. তারা তা থেকে গায়েব হতে পারবে না। ১৭. প্রতিফল দিবস কি তা তুমি জান? ১৮. আবার বলি প্রতিফল দিবস কি তা তুমি জান? ১৯. সেদিন কেউ কারো জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা পাবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

সূরাহ আলহ-ইনফিত্বার

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

انْفَطَرَتْ *'ইনফাত্বারাত'ঃ এটি* انفطار *হতে নেয়া হয়েছে। অর্থ- ফেঁটে চৌচির হয়ে যাওয়া।*

انْتَثَرَتْ *'ইনতাছারাত': এটিও পূর্ববর্তী শব্দের অনুরূপ* انتثار *হতে নেয়া হয়েছে। অর্থ– ঝরে পড়া।*

غَرَّكَ *'গাররাকা': তোমাকে প্রতারণায় ফেলেছে। তোমাকে নাফরমানীর দিকে ঠেলে দিয়েছে।*

فَعَدَلَكَ *'ফা'আদালাকা': অতঃপর তোমাকে ইনসাফ করে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তোমার অঙ্গ-*

سورة الإنفطار

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣)

৮২তম সূরাহ্ আল্ ইনফিত্বার

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ ঃ আয়াত ১৯

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। ২. যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে। ৩. যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে। ৪. যখন কবরসমূহ উপড়ে ফেলা হবে। ৫. তখন প্রত্যেকেই তার পূর্বাপরের কৃতকর্ম অবগত হবে। ৬. হে মানুষ! তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সুবিন্যস্ত করেছেন এবং বড় করেছেন। ৮. তাঁর ইচ্ছানুরূপ আকৃতিতে তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। ৯. কখনই নয়; বরং তোমরাতো শেষ বিচারকে মিথ্যা জান। ১০. অবশ্যই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ নিযুক্ত রয়েছেন। ১১. সম্মানিত লেখকমণ্ডলী। ১২. তোমরা যা কিছু কর, তারা তা জানেন। ১৩. পূণ্যবানগণ অবশ্যই নি'য়ামতরাজির মধ্যে থাকবে।

প্রত্যঙ্গগুলোর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এক হাত আরেক হাতের চেয়ে কিংবা এক পা আরেক পায়ের চেয়ে লম্বা-খাটো করেননি।

اَلْأَبْرَارُ 'আল-আবরার': এটি মূল اَلْبِرُّ শব্দ থেকে নেয়া এবং بَرٌّ এর বহুবচন। অর্থ- ভাল মানুষগণ। এখানে মু'মিন, মুত্তাক্বী ও সত্যবাদী মুসলিমগণ উদ্দেশ্য।

اَلْفُجَّارُ 'আল-ফুজ্জার': এটি فُجُورٌ থেকে فَاجِرٌ এর বহুবচন। অর্থ- ঐ সমস্ত নাফরমান বান্দাহ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: সূরাটির প্রথমে উল্লেখিত اِنْفَطَرَتْ শব্দটির ক্রিয়ামূল হলো اَلْإِنْفِطَارُ যার অর্থ–ফেঁটে যাওয়া। এ সূরাটিতে ক্বিয়ামত দিবসে আসমান ফেঁটে চৌচির হওয়ার বিবরণ আসায় এটির নামকরণ اَلْإِنْفِطَارُ "আল-ইনফিত্বার" রাখা হয়েছে।

অবতরণকাল: এ সূরাটি ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের প্রমূখদের মতে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর এ ব্যাপারে তাফসীরবিদদের সকলের কাছ থেকে একই মত পাওয়া যায়। তাই এটি মাক্কী সূরা।

বিষয়বস্তু: ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা, মানুষ সৃষ্টির ইতিবৃত্ত, মানুষের ঔদ্ধত্য এবং তার পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

ক্বিয়ামতের ঘন্টা বেঁজে উঠবে। আসমান ভেঙ্গে যাবে, তারকাসমূহ খসে পড়বে এবং সমূদ্রে উত্তালতা সৃষ্টি হবে। হাশরে মানুষকে তার 'আমলনামা দেয়া হবে। তখনই মানুষ বুঝতে পারবে, সে কি করেছে। এসব জানার পরও মানুষ প্রতারণায় পড়ে আছে। তার রবের নাফরমানী করছে। তিনিই তো সে মহান আল্লাহ, যিনি মানুষকে সুন্দররূপে সৃষ্টি করেছেন। কেমন করে মানুষ সে আল্লাহর সাথে গাদ্দারী করতে পারে? কি করে সে বিচার দিবসকে মিথ্যা জানতে পারে?

তার উপরতো আল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। আর তাঁরা হলেন–সম্মানিত লেখক ফেরেশতা। তারা তার ভাল-মন্দ সবকিছু লিখে থাকেন। সুতরাং সে 'আমল অনুযায়ী ফলাফল দেয়া হবে। ঈমানদার-পরহেযগার ব্যক্তিরা নি'য়ামতপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে ফাসেক-ফাজেররা পাবে জাহান্নামের ধীক্কার। কিন্তু সে বিচার দিবস হবে বড়ই কঠিন। সেদিনের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্য কোন সুপারিশ করতে পারবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ "সেদিন মানুষ জানবে–কি সে পেশ করেছে এবং কি বিলম্ব করেছে।" এ আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে:

এক–আখেরাতে বিচারকালে যখন তার 'আমলনামা দেয়া হবে, তখন সে বুঝতে পারবে-কোন কোন 'আমল সে করেছে এবং কোন কোন 'আমল করেনি।

দুই– কোন 'আমল সে দুনিয়ায় চালু করে এসেছে? সে যদি ভাল কোন 'আমল চালু করে যায়, তাহলে সে এর বিনিময়ে নেকী পাবে। আর যদি কোন গুণাহের কাজ চালু করে যায়, তা হলেও সে এর অংশ হতে থাকবে।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾ "সেদিন কেউ কারো কোন উপকার করার ক্ষমতা পাবে না।"– আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সেদিন মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজ 'আমল। শিরক ও বিদ'আতমুক্ত 'আমলসহ আল্লাহর আদালতে হাজির হলে কেবল তিনি তাঁর নাবী ﷺ কে ঐ লোকটির বেলায় শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন। কেননা, সেদিনের একচ্ছত্র মালিক মহান আল্লাহ। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন প্রকার কথা বলতে পারবে না। তাই কি করে তথাকথিত পীরেরা তাদের পাগল ভক্তদের জন্য সুপারিশ করবেন? এরতো কোন ক্ষুদ্রতম সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং এসব শিরকী কারসাজি হতে সাবধান!

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-ইস্রাফীলের প্রথম ফুঁয়ে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁয়ের সাথে সাথে সকল মানুষ জিন্দা হবে এবং হাশর শুরু হয়ে যাবে। 'আমলের ওজন, হিসাব-নিকাশ ও পুলসীরাত ক্বায়েম হবে। অতঃপর কেউ জান্নাতে এবং কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২-দুনিয়াতে এমন কিছু না করার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে, যার পাপ মৃত্যুর পরও মানুষ কবরে থেকে পাবে। যেমন-কোন পাপ কাজের সিলসিলা চালু করে যাওয়া।

৩- শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে মহান আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪-এ 'আক্বীদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের জন্য দু'জন সম্মানিত লেখক ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। যারা তার প্রতিটি ভাল-মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন।

৫- বিচার দিবসে কারো সুপারিশ ও বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে না। এমনকি সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। একমাত্র আমাদের নাবী ﷺ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে শাফা'আত করবেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার নাবীর ﷺ শাফা'আত দ্বারা ধন্য করিও! আমীন!!

سورة المطففين

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَّرْقُومٌ (٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٣)

৮৩ তম সূরা আল-মুত্বাফফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৩৬

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. বড়ই মন্দ পরিণাম তাদের যারা মাপে কম দেয়। ২. যারা লোকের কাছ থেকে নেয়ার সময় বেশী মেপে নেয়। ৩. এবং লোকদেরকে মেপে দেয়ার সময় কম দেয়। ৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, নিশ্চয়ই তারা পূণরুত্থিত হবে? ৫. সেই মহান দিবসে। ৬. যেদিন মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।৭. কখনই নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা অবশ্যই সিজ্জীনে রয়েছে। ৮. সিজ্জীন কি তা তুমি জান? ৯. তা লিখিত 'আমলনামা। ১০. সেদিন মিথ্যাবাদীদের মন্দ পরিণাম হবে। ১১. যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যায়ণ করতে থাকে। ১২. প্রত্যেক পাপীষ্ঠ, সীমালঙ্ঘনকারীই শুধু সেদিবসকে মিথ্যায়ণ করে থাকে। ১৩. যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন বলে: এতো পূর্ববর্তীদের উপকথা।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١٧) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (٢١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (٢٧)

১৪. ইহা কখনই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলে তাদের অন্তরে মরীচা পড়ে গেছে। ১৫. কখনই নয়; সেদিন অবশ্যই তারা তাদের প্রতিপালক হতে পর্দার আড়ালে থাকবে। ১৬. অতঃপর তারা অবশ্যই জাহীমে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। ১৭. তারপর তাদেরকে বলা হবে, এটিতো তা-ই যা তোমরা মিথ্যা জানতে। ১৮. কখনই নয়, নিশ্চয়ই নেককারদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যূনে আছে। ১৯. ইল্লিয়্যূন কি তা তুমি জান? ২০. লিখিত 'আমলনামা। ২১. আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত (ফেরেশতারা) তা দেখতে পায়। ২২. নিশ্চয়ই পূণ্যবানগণ অবশ্যই নি'য়ামতরাজির মধ্যে থাকবে। ২৩. আসলের উপর থেকে তারা প্রত্যক্ষ করবে। ২৪. তাদের চেহারায় নি'য়ামতের ঝলক দেখে তুমি চিনতে পারবে। ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। ২৬. যার মোহর হবে কস্তুরী। এনিয়ে যেন প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে। ২৭. এর আমেজ হবে তাসনীমের।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)

২৮. সেটি একটি প্রস্রবণ যা হতে নিকটবর্তীগণ পান করবে। ২৯. নিশ্চয়ই যারা অপরাধী তারাতো মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করত। ৩০. যখন তারা মুমিনদের কাছে যেতো, তখন তারা পরস্পরের চোখে চোখ টিপাটিপি করত। ৩১. আর যখন তারা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে আসত তখন তারা আনন্দে-উৎফুল্ল হয়ে ফিরত। ৩২. আর যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখতে পেত, তখন তারা বলত এ লোকগুলো অবশ্যই বিভ্রান্ত। ৩৩. অথচ তারা তাদের উপর (মু'মিনদের) তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরিত হয়নি। ৩৪. আজকের দিনে ঈমানদারগণ কাফেরদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। ৩৫. আসনে বসে তারা দেখছে। ৩৬. কাফেরগণ তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেয়েছে কি?

তাফসীর সূরাহ আল-মুত্বাফফিফীন

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

لِّلْمُطَفِّفِينَ 'লিল-মত্বাফফিফীন': অর্থ- মুত্বাফফিফীনদের জন্য। যারা মাপে কম-বেশী করে। এ শব্দটি আসলে طفيف ক্রিয়ামূল হতে কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যের বহুবচনের শব্দ। অর্থ- ওজনে কম দেয়া।

يَسْتَوْفُونَ 'ইয়াস্তাওফূন': এটি استوفاء ক্রিয়ামূল হতে ঘটিত। অর্থ- বাড়িয়ে নেয়া। অর্থাৎ যখন তারা নিজের জন্য কিছু কেনে তখন ওজনে বেশী গ্রহণ করে কেনে।

يُخْسِرُونَ 'য়ূখসিরূন': এটি خسار ক্রিয়ামূল হতে ঘটিত। অর্থ- ক্ষতি করা। এখানে উদ্দেশ্য- কোন মাল বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ওজনে কম দিয়ে থাকে।

لَمَحْجُوبُونَ 'লামাহজূবূন': এটি মূল حجب শব্দ হতে ঘটিত। অর্থ পর্দাবৃত্ত থাকা। এখানে ক্বিয়ামতে মহান আল্লাহর দীদার বঞ্চিত হওয়া উদ্দেশ্য। আর শব্দের প্রথমে সংযুক্ত لَ বর্ণটি দৃঢ়তা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অর্থ দাঁড়ায়- তারা অবশ্যই আল্লাহর দীদার থেকে পর্দাবৃত্ত থাকবে- তাঁকে দেখতে পাবে না।

الْأَرَائِكِ 'আল-আরা-ইক': এটি أَرِيكَةٌ এর বহু বচন। অর্থ সুসজ্জিত তখ্ত বা গালিচা।

رَحِيقٍ 'রাহীক্বন'': পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, খাঁটি পানীয়। যাতে কোন প্রকার মিশ্রণ নেই।

مَخْتُومٌ 'মাখতূম': এটি خَتْمٌ বা মোহর থেকে গৃহীত। অর্থ সীল-মোহর করা পাত্র। জান্নাতীরা পান করার জন্য যে পাত্র পাবে, তাতে মোহার করা থাকবে। তারা ছাড়া কেউ তা খুলতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْمُطَفِّفِينَ শব্দের আলোকে এ সূরাটির নামকরণ হয় সূরা আল-মুত্বাফফিফীন।

অবতরণকালঃ বেশীরভাগ তাফসীরকারকদের মতে, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করে দেখতে পেলেন- সেখানে মানুষেরা মাপে কম-বেশী করছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কেউ সূরাটির শেষের আয়াত ক'টির দিকে লক্ষ্য করে এটি মাক্কী সূরা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বিষয়বস্তুঃ এ সূরায় মাপে কম-বেশী করার অশুভ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

দূর্ভোগ মাপে কম-বেশীকারীদের। যারা কেনার সময় মাপে বেশী কেনে, কিন্তু বিক্রয়ের সময় কম দিয়ে থাকে। তারা কি ভাবে না যে, তারা পূনরায় কবর থেকে উঠে আসবে সেই কঠিন ক্বিয়ামত দিবসে; মহান আল্লাহর সামনে হাজিরা দিতে। তারা যেমনটি ধারণা করেছে তা নয়, অবশ্যই তাদেরকে হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন সেই সকল পাপাচারীদের আত্মা সবচেয়ে নিচের স্তরে রাখা হবে। দূর্ভোগ সে সকল মিথ্যাচারীদের। তাদের সব কাজই লিখে রাখা হবে। আর এ সকল পাপীরাই সীমালঙ্ঘনকারী। পাপ তাদের অন্তরকে হক্ব হতে ঢেকে রেখেছে। তারা আল্লাহর দীদার হতে বঞ্চিত হবে।

পক্ষান্তরে যারা ভাল কাজ করবে ঈমান অবস্থায় মারা যাবে, তাদের রূহকে রাখা হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ মঞ্জিলে। তাদের চেহারায় হাসির ঝলক থাকবে এবং জান্নাতের মোহরাঙ্কিত খাঁটি শরাব পান করবে। অতঃপর মহান আল্লাহ এ সৌভাগ্যের জন্য ভালোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দুনিয়ায় কাফিররা ঈমানদারদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। কিন্তু আখেরাতে ফায়সালার পর মু'মিনরা কাফিরদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণীঃ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ "দূর্ভোগ বা ধ্বংস এ সকল ব্যক্তিদের জন্য, যারা ওজনের কম-বেশী করে"- এ আয়াত ক'টি আল্লাহর অবতীর্ণ করে এ ধরনের গর্হিত কাজের অশুভ পরিণতির কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় নাবী সাঃ বলেনঃ যে জাতি মাপে কম-বেশী করে তাদের উপর দূর্ভিক্ষ, কঠিন অবস্থা ও শাসকশ্রেণীর অত্যাচার প্রবল হয়ে

পড়ে।-ইবনে মাযাহ, সিলসিলাতুস সহীহাতু লিল আল বানী হা/১০৬

আল্লাহর বাণী: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ "কখনই নয়, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে কালো দাগ বসিয়ে দিয়েছে।" ফলে তারা হক্ব গ্রহণ করতে পারছে না। এখানে رَانَ অর্থ- দোষ-ত্রুটি ও পাপ, যা অন্তরে কালো দাগ বসিয়ে দেয়। প্রিয় নাবী ﷺ বলেনঃ যখন বান্দাহ কোন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে। যদি সে সেই অপরাধ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তাহলে তার অন্তর হতে সেই দাগ মুছে যায়। আর যদি একের পর এক গোনাহ করতে থাকে, তাহলে দাগ বেড়ে বেড়ে পুরো অন্তর ঢেকে দেয়। আর এটিই হচ্ছে-উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত رَانَ দ্বারা উদ্দেশ্য। -তিরমিযী

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ "কখনই নয়- তারা সেদিন তাদের রব হতে অবশ্যই পর্দাবৃত্ত থাকবে"- এ আয়াত পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে, কাফিররা ক্বিয়ামতে আল্লাহর দীদার থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মু'মিন বান্দারা সেদিন নয়ন ভরে আল্লাহকে দেখতে পাবে। -বুখারী হা/১৩/৪৩০ বুখারী হা/৭৪৩৬ মুসলিম হা/১৮১

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-মাল কেনা-বেচার সময় ওজন বা মাপে কম-বেশী করা হারাম। যারা এমন গর্হিত অন্যায় করবে, তাদের পরিণাম অতি ভয়াবহ হবে।

২- মাপে কম-বেশী করা ফাসেকী ও ফাজেরী কাজ। আর এটি বড় গোনাহ্। তাদেরকে আল্লাহর আদালতে অবশ্যই জবাবদিহিতা করতে হবে এবং তাদের আত্মাসমূহকে মহান আল্লাহ সবচে নিম্নস্তরে রাখবেন। আর তারাই হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

৩-ক্বিয়ামতের বিচার অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ প্রত্যেককে স্বীয় 'আমলের বদলা দেবেন। ভাল করলে ভাল ফলাফল পাবে। আর মন্দ করলে মন্দের প্রতিফল যথাযথভাবে পাবে।

৪-মু'মিনদের আত্মা সর্বোচ্চ মঞ্জিলে এবং কাফিরদের আত্মা সবচে নিম্ন মঞ্জিলে রাখা হবে।

৫- কাফিররা আল্লাহর দীদার হতে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনরা সেদিন মহান আল্লাহর দীদার পেয়ে ধন্য হবে।

৬- নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করা ঈমানদারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ সে মর্মে তাঁর বান্দাদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

৭- শেষ পরিণতি শুভ হওয়া একান্তই কাম্য। যার শেষ ভাল হবে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু হবে সে-ই হবে সফলকাম।

৮- দুনিয়ায় কাফিরেরা দৌরাত্য করে থাকে এবং ঈমানদারদেকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ এর বদলা নেয়ার সুযোগ করে দিবেন। মু'মিনেরা জান্নাতে এবং কাফিরেরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন মু'মিনেরা কাফিরদের করুণ পরিণতি দেখে হাসবে এবং দুনিয়ার হাসি-ঠাট্টার জবাব দেবে। সুবহানাল্লাহ!

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً (١١) وَيَصْلَى سَعِيراً (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً (١٥) فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (٢٣) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٢٥)

১১. সে তার ধ্বংস (মৃত্যু) আহ্বান করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ১২. সে তো তার আপনজনদের মাঝে (দুনিয়ায়) আনন্দে মত্ত থাকত। ১৩. কারণ সে ভাবত যে, কখনও সে (আল্লাহর দিকে) ফিরে যাবে না। ১৪. কেন যাবে না, নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তাকে খুব দেখছেন। ১৫. আমি সন্ধ্যাকাশের লালিমার শপথ করছি। ১৬. এবং রাতের ও যা কিছু সমাবেশ ঘটায়, তার কসম করছি। ১৭. এবং চাঁদের কসম, যখন তা পূর্ণতায় পৌঁছে। ১৮. নিশ্চয়ই তোমরা এক ধাপ হতে অন্য ধাপে আরোহণ করবে। ১৯. তাদের কি হল তারা যে ঈমান আনছে না? ২০. আর যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সেজদা করে না। {সেজদার আয়াত} ২১. বরং যারা কুফুরী করছে তারাই মিথ্যায়ণ করে। ২২. তারা যা সংরক্ষণ করে সে সম্পর্কে আল্লাহ-ই সবিশেষ অবগত। ২৩. সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২৪. তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

سورة الإنشقاق

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠)

৮৪তম সূরাহ্ আল্ ইনশিক্বা-ক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ : আয়াত ২৫

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. যখন আসমান ফেঁটে চৌচির হবে। ২. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালনে কান লাগাবে। আর সেটি এরই উপযুক্ত। ৩. যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে। ৪. আর পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা বের করে দেবে এবং সে খালি হয়ে যাবে। ৫. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালনে কান লাগাবে। এটি তার জন্যই উপযুক্ত। ৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করার পর তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। ৭. অতএব, যার আ'মলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। ৮. তার হিসাব সহজেই গ্রহণ করা হবে। ৯. এবং সে তার আপনজনদের কাছে প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। ১০. পক্ষান্তরে যাকে তার আ'মলনামা পিঠের পিছন থেকে দেয়া হবে।

তাফসীর সূরাহ আল-ইনশিক্বাক্ব

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

حُقَّتْ 'হুক্কাত'ঃ এটি حَقٌّ শব্দ হতে গৃহীত। অর্থ- তার জন্য "হক্ব" বা ফরজ যে, সে তার রবের আদেশ শুনবে।

كَادِحٌ 'কা-দিহুন'ঃ এটি كَدْحٌ এর কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য। অর্থ-পরিশ্রমী। এখানে উদ্দেশ্য ভাল কিংবা মন্দ 'আমলকারী।

ثُبُورًا 'ছুবূরান'ঃ এটি ثبر ধাতুমূল হতে গৃহীত। অর্থ- হালাক বা ধ্বংস হওয়া। তার ধ্বংস তাকে ডাকবে।

بِالشَّفَقِ 'বিশ্ শাফাক্বি' ঃ এখানে শাফাক্বা দ্বারা সূর্য ডুবার পর পশ্চিমাকাশে যে লালিমা দেখা দেয়, তা উদ্দেশ্য।

اتَّسَقَ 'ইত্তাসাক্বা'ঃ এটি اتساق থেকে গৃহীত। অর্থ- একত্রিত করা। এখানে চাঁদের আলো পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ চৌদ্দ রাতের চাঁদ। যাকে আমরা পূর্ণিমা বলি।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ সূরাটির প্রথমে انْشَقَّتْ শব্দটি রয়েছে। এটি أَنْشَقَّ ক্রিয়ামূলের অতীতকালীন শব্দ। সে হিসেবে মূল শব্দের আলোকে এ সূরাটির নাম সূরা "ইনশিক্বাক্ব" রাখা হয়েছে।

অবতরণকালঃ সর্বসম্মত মতে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তুঃ ক্বিয়ামত ও পূণরুত্থানের ভয়াবহ বিবরণ এ সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

ক্বিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে মানুষ! তোমার প্রতিটি কর্মের চূড়ান্ত সীমানা আমারই দিকে। তোমার জীবনের সকল কর্ম নিয়ে আমার সাথে তুমি অবশ্যই সাক্ষাত করবে। সেদিন কেউ তার 'আমলনামা ডান হাতে পাবে। আর এমন বান্দার হিসাব হবে অতি সহজ। সে বেহেশতে হুরদের কাছে আনন্দে ফিরে যাবে। পক্ষান্তরে আরেক শ্রেণীর মানুষ, যারা পিছনের দিক থেকে নিজ নিজ 'আমলনামা পাবে। এটি হবে তাদের জন্য খুবই লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থা। তখন তাদের অপরিণাম তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর মহান আল্লাহ কয়েকটি বস্তুর কসম খেয়ে বলেন ঃ ঈমান আনতে তাদের বাঁধা কোথায়? তাদের কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ সব জানেন। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। অপরদিকে ঈমানদার ও নেক 'আমলকারী বান্দাদের জন্য অশেষ পুরস্কার।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ "আর সে তার ভেতর যা কিছু আছে, তা বের করে দেবে এবং খালি হয়ে যাবে।" এখানে ইস্রাফীলের (আঃ) দ্বিতীয় ফুঁ-এর সাথে সাথে মাটির নীচ থেকে উঠে আসা সব মানুষের লাশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সে সময় মাটির নীচের সকল মানুষ উঠে আসবে এবং মাটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে। আর এটাই মূল বিষয়। তবে ভূ-গর্ভস্থ খনিজ সম্পদও উদ্দেশ্য হতে পারে।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ "অতঃপর তার হিসাব অতি সহজ করে নেয়া হবে।" মা আয়েশা ﷺ বলেনঃ আমি এ আয়াত উল্লেখ করে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেনঃ ওটা হিসাব নয়; বরং একটি প্রদর্শনী। ক্বিয়ামতে যার হিসাব হবে– সে শাস্তি পাবে।" -বুখারী হা/মুসলিম হা/

সিজদা প্রসঙ্গ

আবু রাফে'আ বলেনঃ আমি আবু হুরায়রা রাঃ-এর সাথে এশার সালাত আদায় করলাম। তাঁরা সূরাহ ইনশিক্বাক্ব তেলাওয়াত করে সিজদা করলেন এবং বললেনঃ আমি নাবী ﷺ -এর পিছনে (সালাত আদায়কালে এ সূরাটির সিজদার আয়াত আসলে) সিজদা করেছি। সে কারণে, সিজদা করব, যতক্ষণ না তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হব।" -বুখারী হা/

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বিশ্বাস করা।

২-মানুষ অবশ্যই তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে।

৩- 'আমল ছাড়া কোন গতান্তর নেই।

৪- ঈমানদারদের হিসাব সহজ হবে। আর তা হবে কেবল প্রদর্শনী মাত্র। তবে যার হিসাব হবে, সে আযাবে পতিত হবে।

৫-মহান আল্লাহ সকল প্রকার দলিল পেশ করে ঈমান আনতে আদেশ করেছেন। কাজেই মানুষের নাফরমানী করার কোন যুক্তি নেই।

৬-কুরআন তেলাওয়াতকালে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করার বিধান প্রমাণিত।

سورة البروج

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩)

৮৫তম সূরাহ্ আল্ বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১: আয়াত ২২

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. গ্রহ-নক্ষত্র পরিশোভিত আসমানের কসম। ২. প্রতিশ্রুত দিনের কসম। ৩. শাহীদ ও মাশহুদের কসম। ৪. গর্তকারীদের ধ্বংস হয়েছে। ৫. সেটি ছিল একটি অগ্নিকুণ্ড। ৬. যখন তারা সেটির আশপাশে বসাছিল। ৭. তারা মু'মিনদের সাথে যা করতেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। ৮. ওরা তাদেরকে (মুসলিমদের) এ কারণেই নির্যাতন করছিল যে, তারা পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিত আল্লাহকে বিশ্বাস করত। ৯. যিনি আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক। আর আল্লাহ্ সবকিছু প্রত্যক্ষদর্শী।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)

১০. নিশ্চয়ই মুমিন নরনারীদেরকে নির্যাতন করেছে অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং দহন যন্ত্রণা। ১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার নিচ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত। এটা মহা সাফল্য। ১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাঁকড়াও বড়ই কঠিন। ১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পূনরায় জীবিত করেন। ১৪. তিনিই পরম ক্ষমাশীল, একান্ত প্রেমময়। ১৫. তিনি আরশের অধিপতি মহা সম্মানিত। ১৬. তিনি যা চান তাই করেন। ১৭. সেনাবাহিনীর বৃত্তান্ত তোমার কাছে এসেছে কি? ১৮. ফিরা'উন ও ছামূদের? ১৯. বরং যারা কাফের তারা মিথ্যারোপে লিপ্ত আছে। ২০. আর আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ২১. বরং এটা সম্মানিত কুরআন। ২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর সূরাহ আল-বুরূজ

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْبُرُوجِ 'আল-বুরূজ': এটি بُرْج এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে প্রকাশ পাওয়া বা জাহির হওয়া। প্রাসাদ, দূর্গ বা টাওয়ার ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়। এখানে গ্রহ উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার কারো মতে, চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ। এ হিসাবে ১২টি পথ আছে।

الْمَوْعُودِ 'আল-মাও'উদ': এটি وَعْد ধাতু হতে গৃহীত। অর্থ- যার ওয়াদা করা হয়েছে। এখানে বিচার দিবস উদ্দেশ্য। যেদিন বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন।

الْأُخْدُودِ 'আল-উখ্দূদ': এটি একবচন, বহুবচন হিসাবে أَخَادِيد ব্যবহৃত হয়। অর্থ জমিনে করা গর্ত।

فُتِنُوا 'ফাতানূ'। এটি فِتْنَة ক্রিয়ামূল হতে ঘটিত। অর্থ- ফেৎনা। এখানে ফেৎনা দ্বারা উদ্দেশ্য আগুন দিয়ে পুড়ে কাউকে শাস্তি দেয়া।

بَطْشَ 'বাত্শা': অর্থ শক্ত করে ধরা। কাফিরদেরকে পাঁকড়াও করা হবে কঠিনভাবে এবং লাঞ্ছনাকর অবস্থায়। সে দৃঢ়তা বুঝাতে মহান আল্লাহ بَطْشَ শব্দের পরে لَشَدِيدٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর شَدِيدٌ অর্থ- অবশ্যই কঠিন বা শক্ত।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: *প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْبُرُوجِ 'আল-বুরূজ' থেকে এর নাম করা হয়েছে সূরাহ আল-বুরূজ।*

অবতরণকাল: *এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ ব্যাপারে ঐক্যমত পাওয়া যায়।*

বিষয়বস্তু: *এ সূরায় আসহাবে উখদূদের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।*

আসহাবে উখদূদের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূর্ব জামানায় এক জালিম ও নাস্তিক বাদশাহ ছিল। তার সভাসদদের মধ্যে ছিল একজন অভিজ্ঞ জাদুকর। এর সাহায্যে জাদুর তেলেসমাতি দেখিয়ে জনগণের উপর তার প্রভুত্ব ক্বায়েম করেছিল।

আস্তে আস্তে জাদুকরের বয়স বেশী হতে লাগল। সে একদিন বাদশাহকে বলল: আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। কখন মারা যাই বলা যায় না। দেশ থেকে বাছাই করে একটি মেধাবী ছেলে দিন, যাকে আমি জাদু-মন্ত্র শিখিয়ে যাব। সে আপনার সহায়তা করবে। যেমন পরামর্শ তেমন কাজ। বাদশাহ একটি মেধাবী ছেলে বাছাই করে জাদু শিক্ষার জন্য সেই বুড়ো জাদুকরের কাছে পাঠালেন।

এভাবে ছেলেটি জাদু শিক্ষা নিতে থাকে। একদা যাওয়ার পথে তৎকালীন সময়ের একজন ধর্ম প্রচারকের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এবং সে ঐ 'আলেমের দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তখন থেকে জাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে সে ঐ ধর্ম প্রচারকের কাছে যেয়ে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করতে থাকে। একদিন যাওয়ার সময় দেখতে পেল পথে মানুষের জমায়েত। এগিয়ে যেয়ে দেখল পথের মাঝখানে একটি ভয়ঙ্কর প্রাণী বসে আছে। তাই ভয়ে কেউ পথ অতিক্রম করছে না। ছেলেটি ভাবল–এবার পরীক্ষা করে নেব, ধর্ম প্রচারক উত্তম না জাদুকর? সে একখণ্ড পাথর হাতে নিয়ে বলল: হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি জাদুকরের চেয়ে ধর্মপ্রচারক অধিক প্রিয় হয়, তা হলে এ প্রাণীকে মেরে ফেল।" এ বলে পাথরটি ঐ প্রাণীর উপর ছুঁড়ে মারল এবং তাকে মেরে ফেলল। ফলে বাঁধাপ্রাপ্ত মানুষেরা তাদের পথ অতিক্রম করল। এ আশ্চর্য ঘটনার কথা সে ধর্ম প্রচারককে এসে খুলে বলল। তিনি বললেনঃ হে প্রিয় বালক! আজ হতে তুমি আমার চেয়ে বেশী উত্তম। তুমি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে।.. ..

ছেলেটির প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ল। সে টাকমাথা, কুষ্ঠরোগসহ যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করত। আল্লাহর ইচ্ছায় এসব রোগ ভাল হয়ে যেত। এ সংবাদ শোনার পর বাদশাহর একজন অন্ধ মন্ত্রি চোখ ফিরে পাওয়ার আশায় ছেলেটির কাছে এল এবং বলল: আমার চোখ ফিরিয়ে দাও; সে বলল: আমি তো চোখ ভাল করি না, ভাল করেন আমার আল্লাহ। যদি তুমি ঈমান আন, তা হলে আমি দু'আ করব। তিনি (আল্লাহ) তোমার চোখ ফিরিয়ে দেবেন। অবশেষে মন্ত্রি ঈমান আনল এবং তার চোখ ফিরে পেল।

বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে মন্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, তুমি চোখ কোথায় পেলে? সে বলল: আমার আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে বাদশাহ সব বিষয় জেনে গেল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ছেলেটির দাওয়াতে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলকে কঠিন নির্যাতনের মাধ্যমে মেরে ফেলবে। যেই ভাবনা, সেই কাজ। সেই ধর্ম প্রচারকসহ অনেককে এনে সমস্ত শরীর দ্বি-খণ্ডিত করল। এবার ছেলেটির পালা। তাকে মারার জন্য একবার পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়া, আবার সাগরের মাঝে নিয়ে নৌকা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়াসহ সকল প্রকার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না; বরং ছেলেটি আল্লাহর ইচ্ছায় সহি-সালামতে ফিরে এল এবং বাদশাহর আরদালী সকলেই নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করল।

ছেলেটিকে হত্যার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে সে নিজেই বলল: বাদশাহ তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না। যদি একান্তই হত্যা করতে হয়, তাহলে একটি উঁচু মঞ্চ করে তার পাশে সকল দেশবাসীকে ডাক এবং আমার নিকট হতে একটি তীর নাও। আর আমার আল্লাহর নাম নিয়ে সেটি আমার বুকে ছুঁড়ে মার। তবেই তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে।

বাদশাহ কোন পথ না পেয়ে ছেলেটির শিক্ষামত দেশবাসীকে একত্রিত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে তীর ছুঁড়ে মারল। ফলে ছেলেটি শহীদ হল। কিন্তু দেশের দৃশ্যপট পাল্টে গেল। মানুষেরা বুঝতে পারল, ছেলেটি যে আল্লাহর কথা বলছে, তিনিই 'হক্ব' মাবুদ। আর বাদশাহ মিথ্যাবাদী। তাই তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেন। ছেলেটি তার কৌশল দ্বারা দেশবাসীকে মুসলিম বানিয়ে গেল।

বাদশাহ এ নির্মম পরাজয় মেনে নিতে পারল না। সে বড় গর্ত করে সেখানে আগুন জ্বালাল। অতঃপর একে একে ঈমানদারদের ডেকে এনে তাকে সেজদা করতে বলল। যারা তাকে সেজদা করল না; বরং নিজ ঈমানের উপর অটল থাকল–তাদেরকে এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে পুড়ে মারল। এটিই আসহাবে উখদূরের সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

-দেখুন মুসলিম হা/৩০০৫

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণীঃ ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ এ আয়াতে শা-হিদ(شَاهِد) দ্বারা জুম্মার দিন এবং (مَشْهُود) 'মাশহুদ' দ্বারা আরাফার দিন বুঝানো হতে পারে। আল্লাহর বাণী: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ 'অতঃপর তারা তাওবা করেনি' আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ অতিশয় দয়ালু। তিনি চান বান্দাহ তাঁর কাছে ক্ষমা চাক। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য তাদের জন্য, যারা অহংকারে ফেঁটে পড়ে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় না। তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে বিদগ্ধ হওয়ার শাস্তি।

সূরাটর শিক্ষাসমূহ

১- মু'মিনদের জন্য দুনিয়া আয়েশের নয়; বরং সেটি পরীক্ষার জায়গা। যারা সবরের সাথে যাবতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারা জান্নাতের অশেষ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে।

২-কিন্তু যারা অহংকারী কাফির, ঈমান আনার দায়ে মু'মিনদের নানাবিধ কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের কঠিন শাস্তি।

৩- ঈমানের উপর অটল থাকার প্রতি একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৪- মহান আল্লাহর পরাক্রমতা প্রবলভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

৫- মহা গ্রন্থ কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃত হয়েছে, যেহেতু সেটি মহান আল্লাহ সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

سورة الطارق

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢)

৮৬তম সূরাহ্ আত্-ত্বা-রিক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১: আয়াত ১৭

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে

১. কসম আসমানসমূহ ও রাতে আগমনকারীর। ২. রাতে আগমনকারী কি তুমি কি তা জান? ৩. তা হচ্ছে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৪. এমন কেউ নেই, যার উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নেই। ৫. সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিৎ কোন বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬. সবেগে স্খলিত পানি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৭. তা মেরুদণ্ড ও বুকের হাড় থেকে বের হয়। ৮. নিশ্চয়ই তিনি তা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। ৯. যেদিন গোপন বিষয়াদী পরীক্ষিত হবে। ১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ১১. বৃষ্টিওয়ালী আসমানের কসম। ১২. এবং বিদারণশীল জমিনের কসম।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦)
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (١٧)

১৩. নিশ্চয়ই (কুরআন) চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী। ১৪. সেটি অর্থহীন উপহাস নয়। ১৫. নিশ্চয়ই তারা (কাফিররা) কঠিন চক্রান্ত করে। ১৬. আর আমিও কৌশল করি। ১৭. অতএব তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও।

তাফসীর সূরাহ আত-তারিক

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الطَّارِقِ 'আত-ত্বারেক': অর্থ– যা রাতে আগমন করে। এখানে তারাকে ত্বারেক বলা হয়েছে। কেননা, এটি রাতে আসে।

دَافِقٍ 'দা-ফিক্বিন': যা সবেগে বের হয়। এখানে বীর্য উদ্দেশ্য। তা সবেগে বের হয়ে নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে।

التَّرَائِبِ 'আত-তার-য়িত': এটি ترية এর বহু বচন। অর্থ- বুকের হাড়সমূহ।

السَّرَائِرُ 'আস-সারাইর': এটি سريرة এর বহুবচন। মূল سر অর্থ- গোপন। এখানে অন্তরে লুকায়িত 'আক্বীদাহ ও নিয়্যাতের বিচার উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাহটির নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الطَّارِقِ শব্দের আলোকে এ সূরাটির নাম সূরা "আত্-ত্বারেক" রাখা হয়।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ছক্বীফদের বাজারে এ সূরাটি রাসূল ﷺ তেলাওয়াত করেছিলেন বলে বুখারী ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটি সূরা আল-বালাদ-এর পরে অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু: প্রত্যেক মানুষের জীবনের ভাল-মন্দ সব রেকর্ড করার জন্য নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণীঃ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ "আসমান ও আলোকময় তারার কসম" কোন সূরার প্রথমে এরূপ কসম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? মূলতঃ পরবর্তী বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও গুরুত্বারোপই এসব কসমের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহর বাণী ঃ ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ "আয়াতটি দ্বারা মহান আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সে জন্য সম্মানিত লেখক ফেরেশতা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি নিযুক্ত করে রেখেছেন। আর আল্লাহই সকল বিষয়ে নিগাহবান। -সূরা আল-আহযাব/৫২

আল্লাহর বাণী:

﴿أَكِيدُ كَيْدًا﴾ এ আয়াতটি কাফিরদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের জবাবে বর্ণিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– তাদেরকে অবকাশ দেয়া। তারা যে অন্যায়ের পথ বেছে নিয়েছে এবং সর্বদা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, তাদের এসবের জবাব অতি কৌশলেই মহান আল্লাহ প্রদান করবেন। এ আয়াত উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে শান্ত্বনা দিয়েছেন– তোমার ঘাবড়াবার বা বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমি তো সব ব্যবস্থা নিচ্ছি। সময়মত তা দেখতে পাবে।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ আসমানসমূহ, সুরাইয়া ও ছাক্বিব তারার কসম খেয়ে দৃঢ়তার সাথে জানাচ্ছেন যে, প্রতিটি মানুষের সাথে তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। তাঁরা মানুষের যাবতীয় কাজ লিখে রাখেন। মানুষ পূণরুত্থান নিয়ে সংশয়-সন্দেহ করছে? অথচ, তারা কি খেয়াল করে দেখে না আমি তাদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছি? আমি সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌– তাদেরকে পূনরায় হিসাবের জন্য উত্থান ঘটাতে অবশ্যই সক্ষম। সেদিন তাদের 'আমল ও 'আক্বীদার যাবতীয় গোপন ভেদ প্রকাশ পাবে। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। আর কাফিররা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তাদের সব ষড়যন্ত্রের কঠিন জবাব দেয়া হবে।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- মানুষের যাবতীয় 'আমল সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রত্যেককে তার 'আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

২-মানুষ সৃষ্টির উপাদান হলো 'নুৎফা' এবং সেটি সবেগে স্খলিত হয়ে জরায়ূতে প্রবেশ করে। অতঃপর ধারা পরিক্রমায় পূর্ণ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি লাভ করে।

৩-মানুষের অন্তর তার বিশুদ্ধ 'আক্বীদার মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্বিয়ামত দিবসে তার হৃদয়ে লালিত সকল গোপন বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটবে এবং সে আলোকেই তার বিচার হবে।

৪- দুনিয়ায় কাফির-মুশরিকদের জৌলুশ দেখে প্রতারিত হওয়ার কিছু নেই; বরং আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের যথোচিত জবাব দেবেন।

سورة الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (٥) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (١٣)

৮৭তম সূরাহ্ আল্ আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১: আয়াত ১৯

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে

১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর। ২. যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। ৩. আর যিনি পরিমিত করেছেন অতঃপর পথনির্দেশ দান করেছেন। ৪. যিনি তাজা ঘাস উৎপন্ন করেছেন। ৫. তারপর তাকে (শুষ্ক) কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। ৬. আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না। ৭. তবে আল্লাহ্ যা চান তা ছাড়া, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ ও গোপনীয় সব কিছুই অবগত আছেন। ৮. আর আমি তোমার জন্য সহজকে সহজতর করে দেব। ৯. তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকার করে। ১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। ১১. আর যে নিতান্ত হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে। ১২. সে বড় অগ্নিতে প্রবেশ করবে। ১৩. অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)

১৪. নিশ্চয়ই সফলকাম হল সে, যে (আত্মশুদ্ধি) পবিত্রতা অর্জন করল। ১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করল ও সালাত আদায় করল। ১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক। ১৭. অথচ আখেরাতই উত্তম এবং স্থায়ী। ১৮. নিশ্চয়ই তা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে। ১৯. ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

তাফসীর সূরাহ আল-আ'লা

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ ঃ

الْأَعْلَى 'আল-'আলা'ঃ এটি মহান আল্লাহর একটি সিফাত বিশেষ গুণ। অর্থ- সকল কিছুর উর্ধ্বে এবং সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

الْمَرْعَى 'আল-মার'আ': চারণভূমি– যেখানে পশু চরানো হয়। এখানে ঘাস উদ্দেশ্য।

غُثَاءً 'গুছা-আন': ভাসমান শেওলা। এখানে শুকনো ঘাস বুঝানো হয়েছে।

الْأَشْقَى 'আল-আশক্বা': অধিক দূর্ভাগা। এখানে দূর্ভাগা কাফির উদ্দেশ্য। যে কুরআনের প্রতি কর্ণপাত করে না; বরং বিমূঢ় থাকে।

صُحُف 'সুহুফি': এটি صحيفة এর বহু বচন। আসমানি ছোট গ্রন্থ। জানা যায় যে, ইব্রাহীম আঃ ছোট ছোট ১০টি সাহীফা পেয়েছিলেন এবং তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মূসা (আঃ)কেও অনুরূপ সাহীফা দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া সরাসরি তাওরাতও উদ্দেশ্য হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

অবতরণকাল: *সাহাবী বারা ইবনে আযেব রাঃ এর বর্ণনার আলোকে জানা যায় যে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাই এটি মক্কী সূরা।*

সূরাটির নামকরণ: *প্রথম আয়াতে الْأَعْلَى শব্দ রয়েছে। এটি মহান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। আর সে আলোকে এ সূরাটির নামকরণ হয় সূরাহ "আল-আ'লা।"*

বিষয়বস্তু: *ইসলামী জীবন বিধান দান এবং আত্ম-শুদ্ধির উপায় বর্ণনা করা।*

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ "সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে পরিশুদ্ধি অর্জন করল"- এ আয়াতে উল্লেখিত تَزَكَّى দ্বারা দু'প্রকারের শুদ্ধি উদ্দেশ্য হতে পারে।

প্রথমত-*আত্মার পরিশুদ্ধি। আর এটি যাবতীয় প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী বিশ্বাস হতে আত্মাকে খাঁটি পরিশুদ্ধ করা। আর* ***দ্বিতীয়ত*** *অর্থ হতে পারে মালের যাকাত দিয়ে মালকে হারাম হতে এবং আত্মাকে কৃপণতা হতে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা।*

আত্মশুদ্ধির উপায়

মহান আল্লাহ বলেন: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ "সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পবিত্র করল। পক্ষান্তরে ধ্বংস হলো ঐ ব্যক্তির, যে তা গোনাহ দ্বারা ঢেকে দিল। -সূরা আশ্‌শামছ (৯,১০)

প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: "যখন বান্দাহ কোন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে।" -তিরমিযী

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মা নাফরমানী দ্বারা কলুষিত হয়। তাই শরিয়াতসম্মত পন্থায় নাফরমানী ও গোনাহ থেকে

ফিরে আসার এবং আল্লাহর আনুগত্যে যথাযথ মনোনিবেশ দ্বারা কলুষিত আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য উপায় নিম্নরূপঃ

১- শিরকমুক্ত খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাস।

২-বিদ'আতমুক্ত হয়ে সঠিক সুন্নাতের উপর 'আমল করা।

৩- ছোট-বড় সকল প্রকার নাফরমানী বা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা।

৪- সম্পদের যাকাত প্রদান করা এবং হালাল রুযি খাওয়া।

৫- আল্লাহর স্মরণ সর্বদা ধ্যানে রাখা এবং নিয়মিত সালাত (নামায) আদায় করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত মৌলিক পদ্ধতিই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির উপায়। কোন মনগড়া তরীকা বা পদ্ধতিতে ওজীফা পাঠ, কারো কোন কাল্পনিক ধ্যান দ্বারা আত্মশুদ্ধির চেষ্টা অনর্থক। বরং ভুল পথে যাওয়ার কারণে ঈমানহীন হযে চির জাহান্নামী হওয়া নিশ্চিত হয়ে পড়বে।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

হে নাবী! তুমি তোমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা কর। যিনি সু-মহান। যিনি সৃষ্টি করেছেন, সুপরিমিত করেছেন এবং সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং সবুজ ঘাস উদগত করেছেন। অতঃপর সে সবুজ ঘাসকে শুষ্ক ও কালো রঙে পরিণত করেছেন। আমি তোমার কাছে কুরআন শোনাব। ফলে তুমি তা ভুলবে না। দূর্ভাগারাই কুরআনের উপদেশ হতে বঞ্চিত হবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেথায় তারা বাঁচবে না এবং মরবেও না; বরং এমনি আযাব পেতে থাকবে।

পক্ষান্তরে যারা শিরকমুক্ত সঠিক 'আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সালাত আদায় করেছে, তারাই সফলকাম। আখেরাতে উত্তম ও চিরস্থায়ী; অথচ দুনিয়া নিয়ে তোমরা প্রভাবিত। এটি চূড়ান্ত কথা। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-মহান আল্লাহর শান অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করা আবশ্যক।

২-সবুজ ঘাস যেমন এক সময়ে মরে আবর্জনায় পরিণত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি মানুষও এক সময় বার্ধক্য, অতঃপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে–এটিই চূড়ান্ত সত্য।

৩- আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। আর এটি শরীয়াত সম্মত পন্থায়ই সম্ভব। অন্য সকল পথ ও পদ্ধতি ভ্রান্ত।

৪- যাকাত দেয়া, সালাত আয়াত করা ও যিকর করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫-দুনিয়ার প্রতি লোভ কমিয়ে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

৬- নাবী ও রাসূলদের দ্বীন এক। তাঁদের কাছে প্রেরিত সকল গ্রন্থই আসমানী। এর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা অন্যান্য সকল আসমানী গ্রন্থের উপর প্রভাব বিস্তারকারী।

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (١٦) أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم (٢٦)

১৬. বিছানো কার্পেট থাকবে। ১৭. তবে কি তারা উটের দিকে দৃষ্টিপাত করে না? কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? ১৮. আকাশের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তাকে উপরে স্থাপন করা হয়েছে? ১৯. পাহাড়সমূহের দিকে দৃষ্টি দেয় না, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? ২০. যমীনের দিকে তাকায় না, কিভাবে তা সমতল করা হয়েছে? ২১. অতএব, তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। ২২. তুমি তাদের উপর শক্তির প্রভাবী (দারোগা) নও। ২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়। ২৪. আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। ২৫. অবশ্যই আমার নিকটে তাদের প্রত্যাবর্তন। ২৬. অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করার দায়িত্বও আমারই।

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْغَاشِيَة 'আল-গাশিয়াহ': আচ্ছাদন কারী। এটি কিয়ামতের অপর নাম। কেননা, সেদিন কিয়ামতের ভয়াবহতা মানুষকে পুরো আচ্ছাদন করে ফেলবে। তাই তাকে الْغَاشِيَة বলা হয়েছে।

سورة الغاشية

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٣) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (٤) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ (٦) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ (٧) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ (٨) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (٩) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١٠) لا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (١١) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (١٢) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (١٣) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ (١٤) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (١٥)

৮৮তম সূরাহ্ আল-গা-শিয়াহ্

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ ঃ আয়াত ২৬

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ্'র নামে

১. তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারী ক্বিয়ামতের সংবাদ এসেছে? ২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল ভয়ে বিহ্বল হবে। ৩. ক্লিষ্টক্লান্ত হবে। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত প্রস্রবণের (ঝরণা) পানি পান করানো হবে। ৬. তাদের জন্য 'যারা'আ' (কাটাযুক্ত) ছাড়া অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। ৭. যা তাদেরকে পুষ্টও করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। ৮. পক্ষান্তরে সেদিন অনেক মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হবে। ৯. তারা তাদের কৃতকর্মের সাফল্যে সন্তুষ্ট হবে। ১০. সু-মহান জান্নাতে। ১১. সেখানে তারা কোন প্রকার অসার বাক্য শুনবে না। ১২. সেখানে প্রবাহমান প্রস্রবণ (ঝরণা) থাকবে। ১৩. তথায় উন্নত সুসজ্জিত তখ্ত থাকবে। ১৪. থাকবে সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. সারি সারি গালিচাও থাকবে।

نَاصِبَةٌ 'না-সিবাতুন': মূল نصب থেকে গৃহীত। অর্থ– কর্মক্লান্ত।

ضَرِيعٍ 'জারী'আ': এক প্রকারের কাঁটা, যা অতি নিকৃষ্ট হওয়ার কারণে তাতে কোন পশু চরানো হয় না।

لَاغِيَةً 'লা-গিয়াতুন': কোন প্রকার লগু বা অবান্তর, অসার ও বাতিল কথা-বার্তা।

مَوْضُوعَةٌ 'মাওজূআতুন': অর্থ– নির্মিত। এখানে জান্নাতে পান করার জন্য ঝরণার উপর রাখা বিশেষ পানপাত্র উদ্দেশ্য।

نَمَارِقُ 'নামা-রিকু': এটি نُمْرُقَةٌ এর বহুবচন। অর্থ– হেলান দেয়া বা ঠেক লাগানোর জন্য আরামদায়ক গালিচা বিশেষ।

مُصَيْطِرٍ 'মুসাইত্বিরুন': এটি سَيْطَرَةٌ থেকে গঠিত। অর্থ– প্রভাব বিস্তার করা। এখানে ক্ষমতা প্রয়োগকারী উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْغَاشِيَةِ শব্দের আলোকে এ সূরাটির নাম সূরা আল-গা-শিয়াহ করা হয়েছে।

অবতরণকালঃ ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের ﷺ প্রমুখদের মতে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তুঃ কিয়ামতের অবস্থার বিবরণ, কাফির, মুশরিক ও বিদআতীদের অপরিণামদর্শিতা এবং মু'মিনদের সফলতার কথা বলা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

আল্লাহর বাণী: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ "তোমার কাছে কি আচ্ছাদনকারী (কিয়ামতের) বিবরণ আসেনি?" এ আয়াতে নাবীকে ﷺ সম্বোধন করে هــل প্রশ্নবোধক অব্যয় দ্বারা সূচনা করা হয়েছে। এখানে এ প্রশ্ন দ্বারা দৃঢ়তা প্রদান করা উদ্দেশ্য। তাই অর্থ দাঁড়ায়– তোমার কাছে অবশ্যই কিয়ামতের বিবরণ এসে গেছে।

আল্লাহর বাণীঃ ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ কর্মক্লান্ত। ভুল 'আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মনগড়া 'আমল করে তারা (কাফির/জাহান্নামীরা) অতি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু এসব 'আমল ক্বিয়ামতে কোন কাজে আসবে না; বরং এসব বিদ'আতী 'আমলই তাদের জাহান্নামের ফুটন্ত আগুনে যাওয়ার মূল কারণ হবে।

আল্লাহর বাণী: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ "তারা কেন উটের প্রতি লক্ষ্য করে না। কিভাবে সেটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" এখানে আরবদেরকে মহান আল্লাহর কুদরতের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করার দিকে আহ্বান করা হয়েছে। আরবদের কাছে উট বড়ই নি'য়ামত। বলা হয় এটি মরুভূমির জাহাজ। বড় দেহবিশিষ্ট এক আশ্চর্য প্রাণী। বোঝার পর বোঝা তুলে দিলেও বারণ করে না। এতো শক্তিশালী হওয়ার পরও হে আরব! তোমাদের অনুগত হয়ে চলছে। তাই তোমরা কি আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হবে না?

সূরাহটির সার-সংক্ষেপ

হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমার কাছে ক্বিয়ামতের বিবরণ এসেছে? সেদিন কাফির, মুশরিক ও বিদ'আতীদের মুখমণ্ডল ভয়ে বিহ্বল থাকবে। কর্মক্লান্তির ছাপ থাকবে এবং তারা জাহান্নামের ফুটন্ত আগুনে পতিত হবে। ফুটন্ত পানি পান ও কাঁটাযুক্ত খাবার ছাড়া আর কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় সঠিক 'আমলকারী মু'মিনদের চেহারা হাসিমাখা হবে এবং সু-উচ্চ জান্নাতে তাঁরা প্রবেশ করবে। সেখানে অসংখ্য নি'য়ামত দ্বারা বিভূষিত হবে।

হে আরবরা! তোমরা কি আশ্চর্য সৃষ্টি উটের দিকে তাকাওনি। দেখনি সু-উচ্চ আসমান, স্থির পাহাড় ও সজ্জিত পৃথিবী? এসবই আল্লাহর কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষী। অতএব, হে রাসূল! তুমি শুধু সতর্ককারী; ওদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও। তবে তারা ব্যতীত, যারা পশ্চাৎমুখী হয়েছে এবং কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে বড় শাস্তি দেবেন। নিশ্চয়ই তাদেরকে মৃত্যুর পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তিনি তাদের হিসেব নেবেন।

سورة الفجر

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

৮৯তম সূরাহ্ আল্ ফাজর

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ ঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. ফজরের কসম। ২. দশ রাতের কসম। ৩. জোড় ও বেজোড়ের কসম। ৪. রাত, যখন গত হতে থাকে তার কসম। ৫. তাতে কি জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য কসমের উপকরণ রয়েছে। ৬. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, তোমার প্রতিপালক আ'দ জাতির সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? ৭. সু-উচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ইরাম গোত্রের প্রতিই বা কি আচরণ করেছেন? ৮. যার সমতুল্য (কোন জাতি) সৃষ্টি করা হয়নি। ৯. এবং ছামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর বানিয়েছিল। ১০. এবং বহু কীলকের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি কি আচরণ করেছিলেন? ১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। ১২. সেখানে তারা অনেক অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। ১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। ১৪. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

সূরাহটির শিক্ষাসমূহ

১-ক্বিয়ামত নিশ্চয়ই সংঘটিত হবে এবং পূণরুত্থান ও প্রতিফল দিবস ক্বায়েম হবে।

২-ক্বিয়ামতের অপর নাম আল-গা-শিয়াহ বা আচ্ছাদনকারী।

৩-আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব শুধু পথ বাতলে দেয়া। আর সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক্ব আল্লাহর হাতে।

৪-মানুষের প্রত্যাবর্তন মহান আল্লাহর দিকে। তা সু-নির্ধারিত।

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا (١٩) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (٢٣)

১৫. মানুষ তো এমন যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করতঃ অনুগ্রহ এবং মর্যাদা দান করেন, তখন সে বলে থাকে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন? ১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করে তার উপজীবিকা (রিযিক) সংকুচিত করেন, তখন সে বলে থাকে- আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করেছেন। ১৭. কখনই নয়; বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। ১৮. তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দিতে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। ১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর। ২০. তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবেসে থাক। ২১. কখনই নয়, যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। ২২. এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে। ২৩. সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু তার এ স্মরণ কোন কাজে আসবে না।

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (٢٥) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (٢٦) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)

২৪. সে বলবে– হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রীম প্রেরণ করতাম। ২৫. সেদিন তার (আল্লাহর) অনুরূপ শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না। ২৬. তার বন্ধনের মত বন্ধন আর কারো হবে না। ২৭. হে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো। ২৯. তুমি আমার বান্দাহদের অন্তর্ভূক্ত হও। ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর সূরাহ আল-ফজর
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

إِرَم 'ইরাম' একটি জাতি। 'আদ জাতির পূর্ব পুরুষ। তাদেরকে 'ইরাম জাতি' বলা হয়। মূলতঃ এরাই হুদ (আঃ)-এর জাতি। তারা শক্তির বড়াই করে বলেছিল: আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?

الْعِمَاد 'আল-'ইমাদ': এটি ইরাম জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। শব্দটির মূল العَمُود অর্থ খুঁটি। তারা ১২ হাত লম্বা ছিল। ঘর বা তাবুর খুঁটির মত লম্বা। তাই তাদেরকে الْعِمَاد বা খুঁটি বলা হয়েছে।

আয়াতখানা তাদের সূফী দর্শনের পক্ষে দলিল হিসেবে দাঁড় করিয়ে বলছেন–পীর-আউলিয়াদের দলে শামিল হও! এতো কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি? আল্লাহই হিদায়াতের একমাত্র মালিক।

সূরাটির সার সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ অত্র সূরার সূচনায় ৪টি বস্তুর কসম খেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে একথা বুঝাচ্ছেন যে, এটি বড় কসম। হে নাবী! অহঙ্কারী ইরাম জাতির সম্পর্কে তুমি কি জান? তারা লম্বা দেহের অধিকারী হওয়ার কারণে আত্মঅহঙ্কারে ফেঁটে পড়েছিল। ছামূদ ও ফিরা'উন জাতির অশুভ পরিণতির কথা, যারা জমিনে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

অতপর কাফিরদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন– তাকে মাল-সম্পদ দিলে খুশী হয় এবং বলে: আমার রব আমকে সম্মানিত করেছেন। পক্ষান্তরে রিযিক সীমিত করে দিলে উল্টে যায় এবং বলে, আমার রব আমাকে অপমান-অপদস্ত করেছেন। কুখনই নয়, তোমরা তো ইয়াতীমকে সম্মান করতে না, মিসকীন-অসহায়কে খাবার দিতে না। উপরন্তু তোমরা হক্বদারদের বঞ্চিত করে মীরাছ খেয়ে ফেলতে। তোমরা দুনিয়াকে বেশী ভালবাস।

কিন্তু সে সময়ের কথা ভেবেছ কি? যেদিন জমিন টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে। বিচারের দিন তোমার প্রতিপালক আল্লাহ আগমন করবেন এবং একের পর এক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে। কিন্তু সে সময়ের স্মরণ তার কোন কাজে আসবে না। আফসোস! হতাশা ছাড়া আর কিছুই হবে না। সেদিন শক্ত করে বেঁধে কঠিন শাস্তি দেবেন। সুতরাং হে প্রশান্ত আত্মা! একেবারে খুশী মনে তোমার রবের দিকে ফিরে যাও। আমার বান্দাদের মাঝে শামিল হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- যুল হাজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনের বিশেষ মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়।

২- শৌর্য-বীর্য যতই থাকুক না কেন, সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৩- যারা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের পরিণাম অতি মারাত্মক হবে।

৪- প্রত্যেক ব্যক্তির যাবতীয় হিসাব মহান আল্লাহ সংরক্ষণ করছেন। সে আলোকে আখেরাতে তাকে প্রতিফল দেয়া হবে।

৫- মাল-সম্পদের মোহ নতুন কিছু নয়; বরং সেটি চৌদ্দশ' শতাব্দীর পূর্বেকার জাহেলী লোকদের ও ছিল।

৬- ইয়াতীমকে সম্মান করা ও ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেয়া আবশ্যক।

৭- অন্যের 'হক্ব' আত্মসাৎ করা অতি ঘৃণিত অপরাধ।

৮- যারা আল্লাহর নাফরমানীতে মত্ত আছে, তারা রোজ ক্বিয়ামতে কঠিন আফসোস করবে।

৯- প্রশান্ত ও নেক আত্মার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে খোশ-খবরী আছে।

سورة البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (٤) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (٥) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً (٦) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (٧) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ (٩) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (١٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (١٩) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (٢٠)

৯০তম সূরাহ্ আল্ বালাদ্

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ : আয়াত ২০

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে

১. আমি এ শহরের কসম করছি। ২. আর তুমি এ শহরের অধিবাসী। ৩. জনক ও জাতের কসম। কসম (মানুষের) পিতার ও যা সে জন্ম দেয় (বনী আদমের সন্তান) ৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রম নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। ৫. মানুষ কি ভাবে যে, কেউ কখনও তার উপর ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবে না? ৬. সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। ৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখতে পায়নি। ৮. আমি কি তার জন্য দুটি চোখ সৃষ্টি করিনি? ৯. আর জিহ্বা ও ঠোঁটদ্বয় সৃষ্টি করিনি? ১০. আমি কি তাকে দুটি পথ দেইনি? ১১. অথচ সে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ১২. তুমি কি জান, ঘাঁটি কি? ১৩. তা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। ১৪. অথবা দূর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা। ১৫. কোন নিকটাত্মীয় এতীমকে। ১৬. অথবা ধূলাধূসরিত মিসকীনকে। ১৭. অতঃপর সে সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারনের ও দয়া দাক্ষিণ্যের উপদেশ দিয়েছে। ১৮. তারাই (সৌভাগ্যশালী ডানপন্থী। ১৯. পক্ষান্তরে যারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। ২০. তারা হবে অগ্নিপরিবেষ্টিত।

তাফসীর সূরাহ আল-বালাদ
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْبَلَدِ 'আল-বালাদ'ঃ অর্থ শহর । এখানে মক্কা নগরী উদ্দেশ্য।

كَبَدٍ 'কাবাদ': শ্রম ও কর্মক্লান্তি। মানুষ জন্মগতভাবেই শ্রমনির্ভর। ফলে সে তার জীবনে কখনও কর্ম-ক্লান্তি মুক্ত থাকতে পারে না। যদিও সে তা না চায়, তবুও যেন একের পর এক ঝুঁকি তার সামনে এসেই পড়ে।

النَّجْدَيْنِ 'আন-নাজদাইন': এটি نَجْدٌ-এর দ্বিবচন। আর نَجْدٌ অর্থ- পাহাড় বিহীন উঁচু জমি। এখানে النَّجْدَيْنِ দ্বারা ভাল ও মন্দ পথদ্বয় উদ্দেশ্য।

لِبِالْمِرْصَادِ 'আল-মিরসা-দ'ঃ এটি رصد মূল ধাতু হতে গঠিত। অর্থ– হিসেব করে জমা করা। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের যাবতীয় কাজ হিসেব করে রাখছেন। তিনি সে আলোকে তাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

أَهَانَنِ 'আহা-নান'ঃ এটি الإهانة ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। অর্থ– অপমান করা। মানুষের একটি স্বভাব হল, যখন আল্লাহ তাদেরকে অভাব দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন সে না শুকর হয়ে বলে– আমাকে দারিদ্রতা দিয়ে অপমান করলেন। অথচ তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের সুস্থ্যতার জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত ছিল।

التُّرَاثَ 'আত্ তুরা-ছ'ঃ অর্থ–মীরাছ বা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ الْفَجْرِ 'আল-ফাজর'। সে থেকেই এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-ফাজর। আর ফাজর অর্থ– প্রতিদিনের ফাজরের ওয়াক্ত বা সময়।

অবতরণকালঃ সকলের মতে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাফসীর জগতের শিরোমণি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুঃ মানুষের প্রত্যেকটি 'আমল সংরক্ষিত হচ্ছে এবং সে মতে ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে প্রতিফল দেয়া হবে–এটিই অত্র সূরার মূল বিষয়বস্তু।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ "শপথ দশ রাতের"- এখানে দশ রাত বলতে উদ্দেশ্য কি, তা নিয়ে একাধিক উক্তি রয়েছে। জাহ্হাক–এ দশ রাত দ্বারা রামাযানের শেষ দশ রাত উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ মুহাররাম মাসের প্রথম দশ রাত বলে মত দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, এর দ্বারা যুল হাজ্জার প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ হতে উক্ত দশ দিনের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। - তিরমিযী, বুখারী হা/

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ "শপথ জোড়া ও বেজোড়ার"– এ আয়াতে الشفع জোড়া এবং الوتر বা বেজোড়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। কেউ এর দ্বারা আমভাবে সকল সালাতকে বুঝেছেন। কেননা, সালাতে জোড় ও বেজোড় সালাত আছে। ইবনে আব্বাস ﷺ الشفع বা জোড়া দ্বারা ফজর এবং الوتر দ্বারা মাগরিবের সালাত উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ الشفع দ্বারা সকল সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন। কেননা, সকল সৃষ্টিকেই মহান আল্লাহ জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আর الوتر অর্থ বেজোড়। তা দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তাকে বুঝায়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ "আর তোমার রব আসবেন এবং ফেরেশতারা একের পর এক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন। এ আয়াতে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ সিফাতকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে– বিচার করার জন্য তাঁর আগমন। কাজেই তিনি আগমন করেন–এটি তাঁর অন্যতম গুণ। কিন্তু পরিতাপ এই যে, আশা'আরী মতবাদের অনুসারীরা এ সিফাতকে তাহরীফ তথা বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন। তাঁরা আল্লাহর আগমনকে মেনে নিতে পারেননি। তাই আল্লাহর বাণী: وَجَاءَ رَبُّكَ এর ব্যাখ্যায় একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেন وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ। অর্থাৎ তোমার রবের আদেশ আসবে।" এভাবে তারা কুরআনে শব্দ বাড়িয়ে অর্থ করেন, যা বড়ই গর্হিত কাজ।

আল্লাহর বাণী: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ "অতএব, আমার বান্দাদের মাঝে শামিল হও!" বিচারের দিন মহান আল্লাহ মু'মিনদের প্রশান্ত আত্মাকে বলবেন, তুমি আমার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে শামিল হয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর! আর নি'য়ামতপ্রাপ্ত বান্দাগণ হলেনঃ নাবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণ। তাঁরা 'হক্ব' জেনে সেই অনুযায়ী আমল করেছেন; তাই তাঁদেরকে মহান আল্লাহ জান্নাতের নি'য়ামত দ্বারা ভূষিত করবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল আত্মার প্রতি এ সম্বোধন আখেরাতে হবে। কিন্তু পরিতাপ এই যে, তথাকথিত সূফীবাদীরা এ

الْعَقَبَةُ 'আল-'আক্বাবাহ': গিরিপথ। এখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ উদ্দেশ্য।

ذَا مَتْرَبَةٍ 'যা-মাতবারাহ'ঃ مَتْرَبَةٍ এর আসল শব্দ تراب বা মাটি। এখানে ঐ নিঃস্ব ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে অভাবের তাড়নায় যেন মাটির সাথে মিশে আছে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাহটির নামকরণঃ *সূরাটির প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ মক্কা নগরীর কসম খেয়েছেন। আর সেই প্রথম শব্দের আলোকে এর নামকরণ হয়েছে সূরা আল-বালাদ।*

অবতরণকালঃ *আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরসহ (রাঃ) সকলের অভিন্ন মত যে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।*

বিষয়বস্তুঃ *অকৃতজ্ঞ বান্দাদের অশুভ পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথের নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।।*

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾ "আর তুমি এ শহরে অবস্থান করছ।" আয়াতখানায় উল্লেখিত حِلٌّ দ্বারা কেউ অবস্থান বা বসবাসকারী অর্থ করেছেন। আর কেউ কেউ হালাল হওয়া বুঝায়েছেন। তখন অর্থ হবে– হে নাবী! সুনির্ধারিত বিজয়ের দিনে মক্কার কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই, হত্যা করা হালাল।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ "অতঃপর সে ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।" এখানে 'الْعَقَبَةَ' শব্দের অর্থ-পাহাড়ী কঠিন পথ বা ঘাঁটি। মূলতঃ এর দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কঠিন পথ উদ্দেশ্য। এ সূরায় জাহান্নাম থেকে মুক্তির কয়েকটি বিশেষ উপায় বলা হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে– দাস মুক্ত করা, দূর্ভিক্ষের সময় অনাহারীকে আহার দেয়া, ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা ধূলা-বালিতে গড়িয়ে থাকা অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো। মুমিন হওয়া, সবর ও পরস্পরে দয়াবান হওয়ার উপদেশ দেয়া।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ মক্কা নগরীর শপথ করে বলেনঃ হে নাবী! তুমিতো এ নগরীর অধিবাসী। অথবা, তোমার জন্য এ নগরীতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হালাল। আর সকল বনী আদমের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ শ্রমনির্ভর জাতি। অতঃপর মক্কায় শক্তিশালী ইবনে কালদাহকে লক্ষ্য করে বলেনঃ সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? রাসূলের দুশমনিতে সে প্রচুর মাল-সম্পদ ব্যয় করেছে। সে কি ধারণা করে যে, তার এসব কাজ কেউ দেখেনি? বরং মহান আল্লাহতো সবই দেখছেন। তার ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, পুনরুত্থান হবে না। অবশ্যই আল্লাহ সেদিন তার সমুচিৎ জবাব দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ বলেনঃ আমি কি তার দু'টি চোখ দেইনি? কথা বলার জন্য জবান ও দুটি ঠোঁট দেইনি? এবং তাকেতো ভাল-মন্দ দুটি পথই দেখিয়ে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও সে জাহান্নাম থেকে বাঁচার এ গিরিপথে আসেনি।

যারা দাসমুক্তি করে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিকটাত্মীয় ও ইয়াতীমদের খোঁজ-খবর রাখে এবং ঈমান এনে সবর ও পরস্পরে দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ্য দেয়–তারাই সফলকাম, মু'মিন ও মুত্তাকী। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তারাই হতভাগা-জাহান্নামী। তাদেরকে আগুনে বন্দি করে শাস্তি দেয়া হবে।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- মক্কা নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

২- আদম ও তার নেক সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব।

৩- দুনিয়া পরিশ্রমের স্থান। জান্নাতে প্রবেশ ছাড়া মানুষ স্বস্তি পাবে না।

৪- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অর্থ ব্যয় বড়ই ন্যাক্কারজনক কাজ।

৫- ইয়াতীম, অসহায়দের পাশে সাধ্যমত দাঁড়ানো নৈতিক দায়িত্ব।

سورة الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (٣) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)

৯১তম সূরাহ্ আশ্ শামস

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ : আয়াত ১৫

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. সূর্য ও তার কিরণের কসম। ২. চাঁদের কসম, যখন তা সূর্যের পরে আসে। ৩. দিনের কসম, যখন সে একে (সেটিকে) প্রকাশ করে। ৪. রাতের কসম, যখন সে একে (সেটিকে) ঢেকে দেয়। ৫. আসমানের কসম এবং যিনি তা বানিয়েছেন তার কসম। ৭. (মানুষের) আত্মার কসম। এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর কসম। ৮. অতঃপর তাকে তার অসৎ কাজ ও তার সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন। ৯. সে ব্যক্তি সফলকাম হবে, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। ১০. পক্ষান্তরে সে ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত, যে তার আত্মাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ১১. ছামূদ জাতি তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে মিথ্যারোপ করেছিল। ১২. যখন সর্বাদিক হতভাগা ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়েছিল।

১৩. অতঃপর আল্লাহ'র রাসূল তাদেরকে বললেন: আল্লাহ'র উটনী এবং সেটিকে পান করানোর ব্যাপারে তোমরা সযত্ন হও। ১৪. তখন তারা রাসূলকে মিথ্যারোপ করল এবং উটনীর পা কেটে দিল। তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদের উপর ধ্বংস ঢেলে দিলেন। তাদের (বস্তিকে) একাকার করে দিলেন। ১৫. এ ধ্বংসের বিরূপ পরিণতির জন্য তিনি আশঙ্কা করেন না।

তাফসীর সূরাহ আশ্ শামস

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থঃ

ضُحَاهَا 'যুহা-হা'ঃ এটি شمس বা সূর্যের বিশেষণ। আর ضحى বলা হয় সূর্য উদিত হওয়ার পর যখন তার পুরো আলো ছড়িয়ে দেয়, সে সময়কে।

تَلَاهَا 'তালা-হা'ঃ এখানে هَا সর্বনামটিও সূর্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর تلا অর্থ– পিছনে আসে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, চাঁদ সূর্যের পর আসে। অথবা পূর্ণিমার রাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেহেতু এ রাতে চাঁদ দিনের সূর্যাস্তের পর পরই গোলাকারে প্রকাশ পায়।

يَغْشَاهَا 'ইয়াগশা'ঃ অর্থ সে ঢেকে দেয় বা আচ্ছাদন করে। এখানে রাতের অন্ধকারের আগমনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাতের অন্ধকার সূর্যের আলোকে আচ্ছাদিত করে আসে।

زَكَّاهَا 'যাক্কা-হা': এ শব্দের শেষে সংযুক্ত هَا সর্বনামটি পূর্ববর্তী نَفْس এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর زَكَّى অর্থ পরিশুদ্ধ করেছে। কাজেই অর্থ দাঁড়ায়- যে তার আত্মাকে গোনাহ ও নাফরমানীর ময়লা হতে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছে।

خَابَ 'খা-বা'ঃ এটি خَيْبَةٌ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। অর্থ- সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

دَسَّاهَا 'দাস্সা-হা'ঃ এ শব্দটির মূল হলো دَسَّى (দাস্সা) যার অর্থ- কোন বস্তু মাটিতে পুঁতে দেয়া। এখানে অর্থ হলো– যে তার আত্মাকে কুফুরী ও গোনাহ দ্বারা ঢেকে দিল।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الشَّمْس-এর আলোকে এর নামকরণ হয়েছে সূরা আশ-শাম্স।

অবতরণকালঃ সকলের বর্ণনায় এটিও মক্কায় অবতীর্ণ সূরা।

বিষয়বস্তু ঃ বাহ্যত যা বুঝা যায় এ সূরার মূল বিষয় হলো সফল ও নিষ্ফল আত্মার প্রেক্ষিত বর্ণনা। আবার মৃত্যুর পর পূণরুত্থান ও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে বলে অভিমত পাওয়া যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾-এ আয়াতে إِلْهَام অর্থ ঢেলে দেয়া বা নিক্ষেপ করা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের মাঝে ভাল ও মন্দ দুটি রিপু দান করেছেন এবং এর উভয়বিদ পরিণতির কথাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এ আয়াতে বলছেন– আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে। সে কি প্রকাশ্য পাপের দিকে ধাবিত হবে, না তাক্বওয়া অবলম্বন করবে?

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾-এ আয়াত থেকে পরবর্তী অংশে আরবীয় নাবী সালেহ (আঃ)-এর জাতি ছামূদ-এর উদ্ধত আচরণ ও তার অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। ছামূদ জাতি সালেহ নাবীর কাছে প্রমাণস্বরূপ একটি মু'জেযা চেয়েছিল। তাই আল্লাহ পাহাড়ের মাঝ থেকে একটি উটনী বের করে দিলেন। সালেহ (আঃ) জাতিকে সতর্ক করে বললেন: এটি আল্লাহর উটনী। তোমরা এটিকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দাও, কোন কষ্ট দিও না। আর দিন-তারিখ মত নিজ কুয়া হতে পানি পান করাতে নিষেধ করবে না। অন্যথায় আল্লাহর আযাব চলে আসবে। কিন্তু তারা নাবীর ওয়াদাকে মিথ্যায়ণ করে তার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করল এবং উটনীকে যবেহ করে ফেলল। ফলে আমভাবে আল্লাহর আযাব নেমে আসল এবং পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দিল। মাদায়েনে সালেহ নামে মদীনার অনতী দূরে আজও সে ধ্বংসাবশেষ আল্লাহর কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষী হয়ে আছে।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ সূরাটির প্রথম ৭টি আয়াতে কসম করে মানুষের মাঝে দুটি রিপুর সৃষ্টি করেছেন বলে জানিয়ে দেন। একটি হচ্ছে– ফিসক্ব ও ফুজুর তথা প্রকাশ্য নাফরমানীর দিকে আহ্বানকারী এবং অপরটি হচ্ছে– তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতির প্রতি আহ্বানকারী। অতএব, যে তার আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে, সে সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যে তার আত্মাকে পাপ দ্বারা ঢেকে দেবে, সে ধ্বংস হবে। আর পাপ-পঙ্কিলতা দুনিয়া ও আখেরাতে আযাবের কারণ।

অতঃপর ছামূদ জাতির ধ্বংসের বর্ণনা উল্লেখ করে আরব মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেন যে, নাবীকে মিথ্যা জানলে ছামূদ জাতির প্রতি যে আযাব এসেছিল, তা তোমাদের প্রতিও আসতে পারে। আল্লাহ এ ব্যাপারে কারো পরোয়া করেন না।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- সফলতা ও বিফলতার পথের বর্ণনা করা হয়েছে।

২- ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং নাফরমানী হতে সতর্ক করা হয়েছে।

৩- শিরক, বিদ'আত ও গোনাহ হতে আত্মশুদ্ধি অর্জন করার মাঝে মুক্তি নিহীত।

৪- পক্ষান্তরে শিরক, বিদ'আত ও গোনাহ দ্বারা আত্মাকে কলুষিত করলে জাহান্নাম অনিবার্য হয়ে পড়বে।

৫- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুধীতা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপর্যয় নেমে আসার সমূহ আশংকা আছে।

سورة الليل

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (١٣) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)

৯২তম সূরাহ আল-লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ঃ ১ আয়াত ঃ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. "শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে। ২. শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়। ৩. আর শপথ তাঁর, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা নানা রকম। ৫. অতএব, যে দান করে ৬. এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয়কে সত্য জানে, ৭. আমি তার জন্য (সুখের পথ) সহজ করে দেব। ৮. আর যে কৃপণতা করে, বে-পরোয়া হয় ৯. এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা জানে, ১০. আমি তার জন্য কষ্টের পথ সহজ করে দেব।

১১. যখন সে পিছু হঠবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। ১২. আমার দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা। ১৩. আর আমি ইহকাল ও পরকালের মালিক। ১৪. অতএব, আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। ১৫. এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তি প্রবেশ করবে। ১৬. যে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। ১৭. আর এথেকে তাক্বওয়া অবলম্বনকারীকে বাঁচিয়ে রাখা হবে। ১৮. যে আত্মশুদ্ধির জন্য মাল-সম্পদ দান করে। ১৯. আর তার কাছে কারো এমন কোন নি'য়ামত নেই যা প্রতিদানযোগ্য। ২০. তার সু-মহান রবের সন্তুষ্টি চাওয়া ছাড়া। ২১. সে শিঘ্রই সন্তুষ্টি লাভ করবে।"

তাফসীর সূরাহ আল-লাইল

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

سَعْيَكُمْ *'সা'য়িয়াকুম':* *অর্থ তোমাদের চেষ্টা। এখানে মানুষ জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। মানুষের 'আমল নানা রকম হয়। কোন 'আমল*

তাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানায়। আবার কোন 'আমল তাকে জাহান্নামী করে।

لِلْيُسْرَى 'লিল য়ুসরা': অর্থ- সহজের জন্য সহজ করা। অর্থাৎ সহজ বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজ করে দেয়া। আর তা হচ্ছে- ঐ 'আমল যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যা আখেরাতে জান্নাত ওয়াজিব করে দেবে।

لِلْعُسْرَى 'লিল 'উসরা'ঃ অর্থ- কঠিনের জন্য কঠিন করা। অর্থাৎ কঠিন কাজের পথ কঠিন করে দেয়া। আর তা হলো- ঐসব কাজ, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যে 'আমল মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

إِذَا تَرَدَّى 'ইযা তারাদ্দা'ঃ যখন সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অর্থাৎ মাল-সম্পদের মোহ হবে, তখন তার এ মাল কোন কাজে আসবে না।

الْأَشْقَى 'আল-আশক্বা'ঃ এটি شَقِيٌّ শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ- সর্বাধিক দূর্ভাগা বা পোড়া কপালী।

الْأَتْقَى 'আল-আতক্বা'ঃ এটি تَقِيٌّ শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ- সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু, পরহেযগার ব্যক্তি।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ সূরার প্রথমে উল্লেখিত اللَّيْلِ শব্দের আলোকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-লাইল।

অবতরণকালঃ এ সূরাটি সকলের মতে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাই এটি মক্কী সূরাহ।

বিষয়বস্তুঃ মক্কার মুশরিক উমাইয়্যা বিন খালাফসহ শীর্ষস্থানীয় হতভাগা কাফিরদের অশুভ পরিণতি এবং আবু বকর (রাঃ)-এর জান্নাতী হওয়ার সু-সংবাদ প্রদত্ত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴾ "আর যে কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয়"- এ আয়াতে কৃপণতা দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহর হক্ব আদায় না করা ও দান-সাদ্‌কা না দেয়া বা আল্লাহর পথে ব্যয় না করা। আর اسْتَغْنَى বা বেপরোয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মাল-সম্পদের অহংকারে আল্লাহ বিমুখ হয়ে পড়া। ফরজসমূহ আদায় ও গোনায় ছাড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে না আসা।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى﴾ "এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তি প্রবেশ করবে"- এ আয়াতে الْأَشْقَى বা নিতান্ত হতভাগ্য বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? মূলতঃ শব্দটি 'আম। কাজেই সাধারণতঃ যে দোষে হতভাগ্য হয়, সে দোষ যার মাঝে পাওয়া যাবে, সেই হবে চরম হতভাগ্য। অবশ্য কেউ মক্কার বড় কৃপণ উমাইয়া বিন খালাফ ও তার সাথীদেরকে বুঝায়েছেন। আল্লাহই সম্যক পরিজ্ঞাত।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ "আর জাহান্নাম থেকে তাক্‌ওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা হবে"- এ আয়াতে الْأَتْقَى বা অধিক তাক্‌ওয়া অবলম্বনকারী কে? অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, মহামতি সাহাবী আবু বকর ﷺ কে বুঝানো হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুশরিকরা ক্রীতদাসদেরকে যে অমানবিক নির্যাতন করত, তা থেকে মুক্তির জন্য আবু বকর নিজের অর্থ ব্যয়ে খরিদ করে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিতেন। মহান আল্লাহ নিঃস্বার্থ ও ত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের খোশ-খবরী দিয়ে এ কয়টি আয়াত নাযিল করেন।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- মহান অল্লাহর কুদরাতের জ্বলন্ত স্বাক্ষী এই সূরাটি।

২- আল্লাহর ক্বাযা ও ক্বদরের স্বীকৃতি।

৩- বান্দাহর আগ্রহের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ তাকে ভাল কাজের তাওফীক্ব দিয়ে থাকেন।

৪- মহান আল্লাহ বান্দাহকে নাবী-রাসূল পাঠিয়ে এবং কিতাব নাযিল করে হেদায়তের পথ বাতলে দিয়েছেন।

৫- দুনিয়া ও আখেরাতের একচ্ছত্র মালিকানা মহান আল্লাহর। যে তা চাইবে, সে কেবল তাঁর কাছেই চাইবে।

৬- আবু বকর রাঃ মর্যাদা প্রমাণিত। কেননা, তিনি এ সূরার একটি আয়াত দ্বারা জান্নাতের সু-সংবাদ পেয়েছেন।

سورة الضحى

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)

৯৩তম সূরাহ্ আয্যুহা

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১: আয়াত ১১

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহর নামে

১. শপথ আলোকময় (চাশতের) সময়ের। ২. শপথ রাতের, যখন তা গভীর হয়। ৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগও করেনি এবং তোমার প্রতি বিরূপও নন। ৪. ইহকাল অপেক্ষা পরকাল অবশ্যই তোমার উত্তম। ৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নি'য়ামত) দেবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। ৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ৭. তিনি তোমাকে পথহারা পেয়ে পথের দিশা দেননি? ৮. তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেছেন। ৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না। ১০. আর সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করো না। ১১. তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ কর।

তাফসীর সূরাহ্ আয্ যুহা

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

سَجَى 'সাজা': অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এর আগে إِذَا অব্যয় আছে, যা শর্ত হিসেবে নয়; বরং কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই অর্থ দাঁড়াবে- যখন রাত অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং ঘুমের মাঝে মানুষেরা পরিতৃপ্তি লাভ করে।

مَا قَلَى 'মা-ক্বালা': এটি قلى শব্দ হতে অতীতকালীন ক্রিয়া। এর সাথে সংযুক্ত ما নাবোধক। অর্থ- ঘৃণা করেননি।

فَلَا تَقْهَرْ 'ফালা-তাক্বহার': এটি قهر ক্রিয়ামূল থেকে নিষেধাজ্ঞাসূচক ক্রিয়া। অর্থ অপদস্ত কর না এবং তার মাল গ্রহণ কর না।

فَلَا تَنْهَرْ 'ফালা-তান্হার': এটিও نهر শব্দ থেকে গঠিত। অর্থ ধমক দিয়ে বের কর না।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

নামকরণ: সূরাটির প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الضُّحَى শব্দের আলোকে নাম করা হয়েছে সূরাহ আয্ যুহা।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর অবতরণ নিয়ে দুটি প্রসিদ্ধ মত আছে। প্রথমতঃ অসুস্থতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'তিন রাত তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। তখন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা এসে রাসূল ﷺ কে কটাক্ষ করে বলল: হে মুহাম্মাদ! আমি দেখছি, তোমার শয়তান (জিব্রাঈল আঃ) তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, দু'তিন রাত ধরে সে আর তোমার কাছে আসছে না। তখন এ সূরাটি নাযিল হয়। -বুখারী হা/ মুসলিম হা/

দ্বিতীয়ত: অপর মতে, কিছুকাল নাবী ﷺ -এর কাছে ওহী নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করেননি। তখন মুশরিকরা বলতে লাগলো-জিব্রাইল (আঃ) মুহাম্মাদকে ﷺ ছেড়ে দিয়েছেন। তখনই এ সূরাটি নাযিল হয়। -তাবারাণী

বিষয়বস্তু: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেয়া।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى "আর অবশ্যই আখেরাত তোমার জন্য ইহকাল

হতে উত্তম"–এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে ভবিষ্যতের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ও মর্মের দিক থেকে এ আয়াতে দুটি অর্থের সম্ভাবনা আছে।

এক- অতীত হওয়া দিনের চেয়ে আগত দিন তোমার জন্য ভাল। এবং

দুই– দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত তোমার জন্য উত্তম। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের ﷺ ভবিষ্যতের স্বযত্ন খেয়াল রেখেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ "অতঃপর তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ কর।" এর মর্ম ও উদ্দেশ্য এই যে, কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রসংশা কর। নি'য়ামতের প্রকাশ করলে আল্লাহ বেশী খুশী হন এবং আরও নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। তবে এখানে 'নি'য়ামত' দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে– তা নিয়ে একাধিক উক্তি আছে। কেউ নি'য়ামত দ্বারা কুরআনকে, আবার কেউ নবুওয়াতকে উদ্দেশ্য করেছেন।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- দুনিয়া পেরেশানী মুক্ত নয়; কোন না কোনভাবে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।

২- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত।

৩- নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

৪- নি'য়ামত পেলে তা প্রকাশ করা পছন্দনীয় গুণ।

سورة الإنشراح

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

৯৪তম সূরাহ্ আল্ ইনশিরাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ ; আয়াত ৮

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষকে প্রশস্ত করিনি। ২. আর আমি তোমার বোঝা লাঘব করেছি। ৩. যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল ৪. আমি তোমার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি। ৫. অতঃপর নিশ্চয়ই কঠিনের সাথে রয়েছে সহজ। ৬. অবশ্যই কঠিনের সাথে রয়েছে সহজ। ৭. অতএব তুমি যখন অবসর হবে, তখন (ইবাদতে) পরিশ্রম করবে। ৮. আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

তাফসীর সূরাহ আল-ইনশিরাহ

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে أَلَمْ نَشْرَحْ শব্দটি এসেছে। এ শব্দের মূল الإنشراح। আল-'ইনশিরাহ'; তাই এ সূরাকে সূরাহ আল-ইনশিরাহ বলা হয়। কেউ একটি মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সূরাতুশ সারহ বলেছেন। আবার কেউ আয়াতে উল্লেখিত শব্দকে হুবহু রেখে এ সূরার নাম "সূরা আলাম-নাশরাহ" বলে অভিহিত করেছেন।

অবতরণকালঃ সকলের বর্ণনায় জানা যায় যে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তুঃ আল্লাহ প্রদত্ত এটি বিশেষ নিয়ামত-যথাঃ (১) ওহী বহনের জন্য বক্ষকে প্রশস্থ করে দেয়া, (২) অতীতের বোঝা লাঘব করে দেয়া এবং (৩) নাবীর নাম সু-উচ্চ ঘোষণা। এ ৩টি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে নাবীকে সান্ত্বনা দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾ এ আয়াতে উল্লেখিত وِزْرٌ শব্দের অর্থ বোঝা। আর كَ সর্বনাম, অর্থ তোমার। তাই অর্থ দাঁড়ায়– তোমার বোঝা। এখানে নাবীর বোঝা বলতে কি বুঝায়? নাবীতো কোন অপরাধ করেননি? জাহেলী যুগের সামাজিক কোন পংঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়েননি? কোন সময় মূর্তি পূঁজাও করেননি। তাহলে তাঁর বোঝা কি? আসলে নবুওয়্যাত পূর্ব ৪০ বছর আল্লাহর যথাযথ 'ইবাদত না করার বেদনা তাঁর মর্মপীড়ার কারণ ছিল। তাই তিনি সে সময়ের জন্য আফসোস করে মন ভার করে থাকতেন। এ কারণে, তাঁকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ জানালেন– তোমার সে সময়ের বোঝা আমি লাঘব করে দিলাম।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ "ফাইযা-ফায়াগতঃা অতঃপর যখন তুমি অবসর হবে।" এখানে অবসর বলতে দুনিয়াবী কাজ হতে, জিহাদ হতে, সালাত হতে। অর্থ– একটি বিষয় শেষ হলে পরবর্তী বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ। দুনিয়াবী কাজ হতে অবসর হলে আখেরাতের কাজ করা, জিহাদ থেকে অবসর হলে হজ্জের কাজ আঞ্জাম দাও, সালাত থেকে ফারিগ হলে দু'আয় মনোনিবেশ কর! ইত্যাদি।

فَارْغَبْ ফারগাবঃ "অতঃপর তুমি মনোনিবেশ কর"– অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে যে খায়ের ও বারাকাত আছে তা লাভের আশায় বিনয়চিত্তে তাঁর ইবাদতে মশগুল হও।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- নাবীর ﷺ প্রতি আল্লাহর বিশেষ ৩টি নিয়ামতের ঘোষণা।

২- কঠিন অবস্থা সহ্য করে উঠতে পারলেই বিজয় নিশ্চিত হয়।

৩- মানুষের জীবন বৃথা নয়; বরং একের পর এক গুরু দায়িত্ব তার প্রতি অর্পিত হয়ে থাকে।

৪- আল্লাহর কাছ থেকে খায়ের ও বরকত লাভের আশায় ইবাদতে বেশী মনোনিবেশ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

سورة التين

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

৯৫তম সূরাহ্ আততীন

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ : আয়াত ৮

১ম রুকূ

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. তীন এবং যাইতূনের কসম। ২. সিনাই উপত্যকার তূর পাহাড়ের কসম। ৩. এবং এ নিরাপদ নগরীর কসম। ৪. নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। ৫. অতঃপর আমি তাকে নীচ থেকে নীচে ফিরিয়ে দিয়েছি। ৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। ৭. এরপরও কিসে তোমাকে প্রতিদান দিবসকে মিথ্যায়ণ করাচ্ছে? ৮. আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

তাফসীর সূরাহ আত-তীন

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত التين *শব্দের আলোকে এ সূরার নাম করা হয়েছে সূরাহ আত-তীন।"*

অবতরণকালঃ অধিকাংশের মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তবে ইবনে আব্বাসের ﷺ এক বর্ণনায় এটি মাদানী বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সূরাটির তৃতীয় আয়াত وَهَـٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ *প্রমাণ করে যে, এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে।*

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

التين *'আত-তীন'ঃ এটি একটি ফলের নাম। যাকে আমাদের ভাষায় আঞ্জির বা ডুমুর বলা হয়।*

الزيتون *'আয-যাইতূন'ঃ এটি এক প্রকাশ গাছের ফল। যা থেকে তেল বের করা হয়। আর যাইতূনের তেল প্রসিদ্ধ ও উপকারী।*

سينين *'সীনীন'ঃ একটি উপত্যকার নাম। যেখানে অবস্থিত 'তূর' পাহাড়ে মূসা (আঃ) আল্লাহর নূরের তাজ্জালিতে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নাজাত দেন।*

أسفل سافلين *'আসফালা সা-ফিলীন'ঃ অর্থ নীচ থেকে নীচে।' এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের জীবনের ধারাপরিক্রমা। আর তা হলো মানুষের শিশু, কিশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ বয়সের পালাবদলের শিকার হওয়া। এভাবে মানুষের জীবনের শেষ লগ্নে এমন এক অন্তিমকাল আসে, যখন মানুষ কি বলে সে তা বুঝে না। একেই বলা হয়* أرزل العمر *বা অতি লাঞ্ছনাময় বৃদ্ধকাল।*

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- তীন ও যাইতূনের উপকারিতার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

২- মক্কার উচ্চ মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয়।

৩- মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর দয়ার কথা জানা যায় এভাবে যে, তিনি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৪- মানুষের জীবন এক ধারা পরিক্রমায় সাজানো। এক সময় তাকে বার্ধক্যের কোলে আশ্রয় নিতে হয়।

سورة العلق

بسم الله الرحمن الرحيم

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْداً إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

৯৬তম সূরাহ আল-'আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ১ : আয়াত ১৯

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। ৩. পড়, তোমার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। ৫. মানুষকে তা-ই শিখিয়েছেন, যা সে জানত না। ৬. সত্যি মানুষ অবশ্য সীমালঙ্ঘন করে। ৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। ৮. নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। ৯. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে। ১০. এক বান্দাহকে, যখন সে সালাত আদায় করে। ১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ, সে যদি সৎপথে থাকত। ১২. অথবা আল্লাহ ভীতি শিক্ষা দিত। ১৩. তুমি কি দেখেছ, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৪. সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখছেন। ১৫. কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তার সামনের চুল ধরে হেঁচড়াব। ১৬. মিথ্যাচারী ও পাপীর চুল। ১৭. অতএব, সে সভাসদদেরকে ডাকুক। ১৮. আমিও শিঘ্রই জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে ডাকব। ১৯. কখনই নয়, তুমি তার অনুসরণ কর না; বরং তুমি সিজদাহ কর এবং আমার নৈকট্য লাভ কর।"

তাফসীর সূরাহ আল-'আলাক্ব

বিশেষ জ্ঞাতব্য

শানেনুযুল অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে সূরা আল-'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। জিব্রাইল (আঃ) তা নিয়ে প্রিয় নাবী ﷺ -এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি ﷺ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

এ কয়টি আয়াত বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রথম রাহমত ও প্রথম নি'য়ামত। তাতে মানুষ সৃষ্টির সূচনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকে তা-ই শিখিয়েছেন, যা সে জানত না। মহান আল্লাহ

সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। প্রিয় নাবী ﷺ বলেন: আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে লিখতে বলেন। কলম ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, তা লিখ। আর ইহা আল্লাহর ইলমে তাঁর আরশের উপর রয়েছে।

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম সৃষ্টি কলম। মুহাম্মাদ ﷺ -এর নূর নন। আর মহান আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নয়; বরং সপ্ত আকাশের উপর অবস্থিত স্বীয় 'আরশের উপর আছেন। কিন্তু কিভাবে আছেন, তা কারো জানা নেই।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ﴾ ইমাম কুরতুবী বলেন: সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আর বাকী আয়াতসমূহ আবু জাহেলের শানে নাযিল হয়েছে। এখানে (الإنسان) বা মানুষ বলতে আবু জাহেলকেই বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: যখন এ আয়াত নাযিল হল এবং মুশরিকরা তা শুনতে পেল, তখন আবু জাহেল রাসূলের ﷺ সমীপে হাজির হয়ে বলল: হে মুহাম্মাদ! তুমি ধারণা কর, যে ধনী হয় সে সীমালঙ্ঘন করে। কাজেই তুমি মক্কার পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দাও! সেগুলো আমরা নিয়ে নেব এবং সীমালঙ্ঘন করব। আর আমরা আমাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়ে তোমার দ্বীনের অনুসরণ করব।

তিনি বলেনঃ অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলের ﷺ সমীপে আগমন করলেন এবং বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে সে বিষয়ে এখতিয়ার দাও! তারা যদি চায়, তাহলে তাদের জন্য তা করে দেব। আর (এর পরও যদি) তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে মায়েদাবাসীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল, তাদের সাথে তা-ই করব। অতঃপর রাসূল ﷺ জানতে পারলেন যে, এ জাতি তা গ্রহণ করবে না। ফলে তিনি ﷺ তাদের কাছে (দাওয়াতের উদ্দেশ্যে) অবস্থান হতে বিরত হলেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন: আবু জাহেল বলল, যদি আমি দেখি আল্লাহর রাসূল কা'বার কাছে সালাত আদায় করছে, তাহলে আমি অবশ্যই তার গলদেশে পা চেঁপে ধরব। অপর বর্ণনায় আছে, যদি মুহাম্মাদ মাক্বামে ইব্রাহীমে সালাত আদায়ের জন্য ফিরে আসে, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করব। ইবনে আব্বাস আরও বলেন: যদি সে তা করত, তবে প্রকাশ্যে ফেরেশতামণ্ডলী তাকে পাঁকড়াও করত। -বুখারী হা/৪৯৫৮

তখনই এ আয়াত কয়টি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় এসে সালাত আদায় করেন। তখন আবুজাহেলকে লক্ষ্য করে বলা হয়, (তুমিত মুহাম্মাদকে হত্যা করতে চেয়েছিলে) কে তোমাকে নিষেধ করল? উত্তরে আবুজাহেল বলল : আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে প্লাটুন প্লাটুন সৈন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন: আল্লাহর কসম! যদি সে আগাতো, তাহলে লোকজনের সামনেই ফেরেশতারা তাকে ধরে বসত।

সালাত, হেদায়ত তথা হক্ব জানা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং তাকওয়া অবলম্বন-এ কয়টি সর্বোচ্চ মানবীয় গুণ। এসব মহৎ কাজ ও গুণাবলী হতে কাউকে নিষেধ করা খুবই বড় অপরাধ। আর কুখ্যাত আবু জাহেল তা-ই করতে উদ্যত হয়েছিল। এ ছিল আবুজাহেলের পক্ষ থেকে চরম দৃষ্ঠতা। তখন মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে সেদিকে কান না দিয়ে বরং সে মহৎ কাজ চালিয়ে যেতে আদেশ করেন। আর জানিয়ে দেন যে, যদি আবু জাহেল ক্ষান্ত না হয়, তাহলে তার মাথার সামনের চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে কঠিন লজ্জাকর শাস্তি দেয়া হবে। এক্ষেত্রে যদি সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাহায্য চায়, আর তারা হাজির হয়, তাহলে তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে-কী কঠিন শাস্তি এসেছে তাদের মোড়ল আবুজাহেলের উপর!

(الزبانية) 'আয্যাবা-নিয়্যাহ' কি?

কঠিন রুঢ় প্রকৃতির ফেরেশতা। কাতাদাহ রাঃ এর মতে ঃ আরবরা এর দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে বুঝায়। আর কারো মতে ফেরেশতাদেরকে আযযাবা-নিয়্যাহ এ জন্য বলা হয় যে, শাস্তি দেয়ার সময় তাদের হাত-পা একই সাথে কাজ করে।

আবু জাহেলের আস্ফালনের মাঝে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল-'আলাক্ব তেলাওয়াত করলেন এবং "তা হলে অবশ্যই আমি তার সামনের চুল ধরে হেঁচড়াব" আয়াতাংশে পৌঁছলেন, তখন সে বলে উঠল- আমি আমার জাতিকে ডাকব, ফলে তারা তোমার রবের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাবে। অতঃপর মহান আল্লাহ বললেন: সে তার সভাসদদেরকে ডাকুক, আমিও শিঘ্রই জাহান্নামের দারোয়ানদেরকে ডাকব" তখন সে ইহা শুনে ভয়ে কম্পমান হয়ে পড়ে। তাকে বলা হয়, তুমি তাতে ভয় পেয়েছ? বলে না, আমি একজন অশ্বারোহী দেখছি, যে আমাকে আযযাবা-নিয়্যাহ-এর ভয় দেখাচ্ছে এবং আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আশঙ্কা হচ্ছে সে আমাকে খেয়ে ফেলবে।" আযযাবা-নিয়্যাহ সম্পর্কে বলা হয়, তাদের মাথা আসমানে ও পাসমূহ জমিনে। তারা কাফেরদেরকে জাহান্নামে ধাক্কিয়ে প্রবেশ করাবে। আবুজাহেল যেমন ধারণা করেছে, বিষয়টি অনুরূপ নয়।

মহান আল্লাহর বাণী: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এবার মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন: "তুমি তার অনুসরণ কর না; বরং তুমি সেজদাহ কর এবং আমার নৈকট্য লাভ কর।" এখানে 'তুমি সেজদাহ কর' আয়াতাংশ সালাত উদ্দেশ্য। পূর্বোল্লিখিত আবু জাহেলের সালাত হতে বাঁধাদান সে কথা বুঝায়। তাছাড়া তেলাওয়াতের সেজদাহও হতে পারে। ইবনে কাছীর রাহি: সাহাবী আবু হুরায়রা ﷺ এর বরাত দিয়ে সহীহ মুসলিম শরীফের একখানা হাদীছ উল্লেখ করেন। তাতে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ (ইযাস্ সামা-উন শাক্কাত ও ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব) সূরাদ্বয় তেলাওয়াত শেষে দু'টি সিজদাহ করতেন। এ হাদীছ দ্বারা কেউ কেউ আল্লাহর বাণী "তুমি সিজদাহ কর" আয়াতাংশ দ্বারা তেলাওয়াতের সিজদাহ উদ্দেশ্য করেছেন।

এবারে মহান আল্লাহ রাসূলকে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে আদেশ করেন। কিন্তু তার পূর্বে সেজদার হুকুম করেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওসিলা হলো তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় ওসিলা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

سورة القدر

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

৯৭তম সূরাহ আল-ক্বদর

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াতঃ ৫

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

অর্থ: ১. আমি এ (কুরআনকে) নাযিল করেছি ক্বদরের রাতে। ২. ক্বদরের রাত সম্বন্ধে তুমি কি জান? ৩. ক্বদরের রাত হলো এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। ৪. এ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে অবতীর্ণ হয়। ৫. এটা শান্তি, যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত থাকে।"

তাফসীর সূরাহ আল-ক্বদর

শানে নুযুল: *পাঁচ আয়াতবিশিষ্ট সূরাহ আল-ক্বদর অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অভিমত পেশ করেছেন।*

সূরাটির নামকরণ

এ সূরার নাম আল-ক্বদর। এ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন নাযিলের রাত। এ রাত অতি মহিমান্বিত ও বরকতময়। আল-ক্বদর নাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর কাছে এ রাতের ক্বদর বা মর্যাদা

অনেক বেশী। কেননা, এ রাতে মহান আল্লাহ তাঁর 'আজীম ইচ্ছা অনুযায়ী আগামী বছরের জন্য জীবন-মৃত্যু ও রিযিক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করেন। ইমাম যুহরী বলেনঃ এ রাতের ইবাদতের ক্বদর বা মর্যাদা অনেক বেশী, সে কারণে এ রাতের নাম করা হয়েছে আল-ক্বদর। আবার কেউ কেউ বলেন : এ রাতের নাম ক্বদর এ জন্য রাখা হয়েছে যে, এ রাতে ক্বদর বা মর্যাদাবান কিতাব আল-কুরআন নাযিল হয়েছে, মর্যাদাবান নাবীর উপর মর্যাদাবান উম্মতের নিকট।

ক্বদরের রাতের মর্যাদা ও প্রেক্ষিত আলোচনা

আলী ইবনে উরওয়াহ হতে বর্ণিতঃ একদা নাবী ﷺ বনী ইস্রাঈলের চারজন ব্যক্তির ইবাদত প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে এরশাদ ফরমান যে, তাঁরা দীর্ঘ আশি (৮০) বছর ধরে আল্লাহর ইবাদত করেন। কখনও এক পলকের জন্য আল্লাহর নাফরমানী করেননি। আর তাঁরা হলেনঃ আইয়্যুব, যাকারিয়া, হিযক্বিল ইবন আল-'আজুয ও ইউশা' ইবন নুন। সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এতে আশ্চর্য হয়ে পড়েন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মত এ চারজন ব্যক্তির সুদীর্ঘ আশি (৮০) বছর এক পলকের জন্যও নাফরমানী না করে ইবাদত করায় আশ্চর্য হয়ে পড়েছে! মহান আল্লাহতো আপনার উপর এর চেয়ে উত্তম (সুযোগ) নাযিল করেছেন। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) সূরাহ ক্বদর পড়ে শুনালেন।

মুজাহিদ বলেনঃ বনী ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি এক হাজার (১০০০) মাস যাবত প্রতিদিন রাতে জেগে জেগে নফল সালাত আদায় করত এবং দিনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত। তখন মহান আল্লাহ ঐ লোকের ইবাদতের চেয়ে ক্বদরের রাত উত্তম জানিয়ে এ সূরাটি নাযিল করেন। ইমাম কুরতুবী রাহিঃ কা'আব ইবনে আহবার-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেনঃ বনী ইস্রাঈলের একজন বাদশাহ একটি বিশেষ গুণের অধিকারী হন। ফলে মহান আল্লাহ তৎকালের নাবীর প্রতি ওহী করে বলেন, হে নাবী! তুমি ঐ লোকটিকে বল সে কি আশা করে? অতঃপর লোকটি তাঁর আশার কথা ব্যক্ত করে বলেঃ আমি আমার সম্পদ, সন্তান ও জীবন দিয়ে আল্লার রাস্তায় জিহাদ করতে চাই। তাঁর আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাঁকে এক হাজার (১০০০) ছেলে দান করেন। লোকটি এক একটি ছেলেকে সম্পদ দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের করে দেয়। দীর্ঘ একমাস জিহাদের পর সে ছেলেটি শহীদ হয়ে যায়। এভাবে একের পর এক ছেলেকে তৈরী করে এবং প্রতিটি ছেলে আল্লাহর পথে শহীদ হয় । আর লোকটি দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নফল সালাত পড়ে। অবশেষে সেও জিহাদে বেরিয়ে যায় এবং শহীদ হয়। লোকেরা বলতে লাগল ঃ এ বাদশাহর সমান মঞ্জিল কেউ লাভ করতে পারবে না। তখনই মহান আল্লাহ সূরা ক্বদর নাযিল করেন। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাত যদি ক্বদরের রাত পেয়ে যায়, তাহলে ঐ লোকের চেয়েও বেশী নেকীর অধিকারী হবে।

মহান আল্লাহর বাণী: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ অর্থ "এ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে অবতীর্ণ হয়।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেনঃ সব আসমান ও সিদরাতুল মুন্তাহা হতে ফেরেশতা নেমে আসেন। আর জিব্রীল আঃ এদু'য়ের মাঝখানে অবস্থান করেন। তাঁরা জমিনে নেমে আসেন এবং ফজর পর্যন্ত মানুষের দু'আয় আমীন আমীন বলতে থাকেন।

ইমাম ইবনে কাছীর রাঃ উল্লেখ করেনঃ এ রাতের বরকত বেশী হওয়ার কারণে বেশী বেশী ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। আর ফেরেশতারা রহমত ও বরকত নিয়ে আসেন, যেমন তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের মজলিসে এসে থাকেন এবং তালেবে ইলমের সম্মানে তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন।

(الرُّوحُ) 'রূহ'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিব্রাঈল (আঃ)। কুশায়রী বলেনঃ রূহ দ্বারা এক শ্রেণীর ফেরেশতা উদ্দেশ্য। যাদেরকে সকল ফেরেশতার উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী স্থির করা হয়েছে। ফেরেশতারা তাঁদেরকে দেখতে পায় না। যেমন আমরা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাইনা। মুকাতিল বলেনঃ তাঁরা হলেন ফেরেশতাদের মধ্যে খুব আশ্রাফ এবং আল্লাহ তা'য়ালার অতি নিকটবর্তী। কেউ কেউ

বলেন: তাঁরা হলেন আল্লাহর বিশেষ সৈন্যবাহিনী; ফেরেশতা নন।

ইমাম ইবনে কাছীর রাঃ বলেন: রূহ দ্বারা জিব্রাঈল (আঃ) উদ্দেশ্য। এখানে আমভাবে ফেরেশতাদের উল্লেখের পর খাস করে জিব্রাঈল (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ আবার রূহ দ্বারা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাও উদ্দেশ্য করেছেন।

আল্লাহর বাণী: سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থ "এটা শান্তি, যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত থাকে।" এখানে সালাম বা শান্তি দ্বারা উদ্দেশ্য ক্বদরের রাতের পুরোটাই শান্তিময়; যাতে কোন প্রকার অকল্যাণ নেই। জাহ্হাক বলেন: মহান আল্লাহ এ রাতে সালাম বা শান্তি ছাড়া আর কিছুই বন্টন করেন না। মুজাহিদ বলেন: এ রাত শান্তিময়। এ রাতে শয়তান কোন প্রকার খারাপ কাজ করতে পারে না এবং কাউকে কষ্টও দিতে পারে না। আর ইহা ফজর পর্যন্ত থাকে।

ক্বদরের রাত কোনটি?

উবাদা বিন সামেত রাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ক্বদরের রাত রামাযানের শেষ দশকে। যে ব্যক্তি এ কয়টি রাত জেগে জেগে ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অতীত ভবিষ্যতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর সে রাতগুলো হলো শেষ দশকের বেজোড় রাত। যথা: ২৯, ২৭, ২৫, ২৩ অথবা ২১ শের রাত।"

ক্বদরের রাতের 'আলামত

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিঃ হাসান হাদীছ বর্ণনাপূর্বক উল্লেখ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ক্বদরের রাতের 'আলামত হলো:

১- রাত অতি পরিষ্কার হবে, যেন এ রাতে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলক দিচ্ছে।

২- রাত হবে শান্তিময়; না শীত না গরম।

৩- সকাল পর্যন্ত কোন উল্কা নিক্ষিপ্ত হবে না।

৪- পর দিনের সকালের সূর্য উঠবে এমনভাবে যে, তাতে তেজ থাকবে না।

৫- শয়তান সেদিন সূর্যের সাথে বের হতে পারবে না।

ইবনে আবিল আ-সেম বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ ফরমান: "আমি ক্বদরের রাত দেখেছি, তবে ভুলে গেছি। ইহা রামাযানের শেষ দশকের রাতে হবে। সে রাত উজ্জ্বল হবে, না ঠাণ্ডা না গরম যেন তাতে চাঁদ আছে। আর এ রাতে ফজর পর্যন্ত শয়তান বের হতে পারবে না।"

سورة البيّنة

بســـــــــم الله الرحمن الرحيم

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً (٢) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (٨)

৯৮তম সূরাহ আল-বায়্যিনাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ ঃ ১ আয়াত ঃ ৮

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের যারা কাফির, তারা ফিরে আসতো না-যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসত। ২. আল্লাহর একজন রাসূল, যিনি তেলাওয়াত করেন পবিত্র সাহীফাহ। ৩. যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। ৪. আর কিতাবপ্রাপ্তরা বিভক্ত হয়েছে, তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। ৫. তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। ৫. সালাত ক্বায়েম করবে এবং যাকাত দেবে-আর সেটিই সঠিক দ্বীন।

৬. নিশ্চয়ই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে, তারাই সৃষ্টির অধম। ৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। ৮. তাদের রবের কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান– চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নদীমালা প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সেটি তার জন্যে যে তার রবকে ভয় করে।"

তাফসীর সূরাহ আল-বায়্যিনাহ
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

أَهْلِ الْكِتَابِ 'আহলুল কিতাব': কিতাবের অনুসারী। এর দ্বারা ইয়াহুদী ও খৃস্টান উদ্দেশ্য।

الْمُشْرِكِينَ 'আল-মুশরিকীন': এটি – مُشْرِكٌ এর বহুবচন। অর্থ আল্লাহর সাথে অংশিদার স্থাপনকারীগণ। এখানে মক্কার মূর্তিপূজারী দল উদ্দেশ্য।

مُنفَكِّينَ 'মুনফাক্কীন': তারা যে ধর্মে আছে, তা পরিত্যাগকারী নয়।

الْبَيِّنَةُ 'আল-বায়্যিনাহ': স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ। আর তা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন ও আল-কুরআন নাযিল হওয়া।

حُنَفَاءَ 'হুনাফা-আ': এটি হানিফ حنيف শব্দের বহুবচন। অর্থ- একনিষ্ঠ।

الْبَرِيَّةِ 'বারিয়্যাহ': মাখলূক্ব বা সৃষ্টি। এ শব্দের বহুবচন بَرَايَا 'বারা-য়া'।

جَنَّاتُ عَدْنٍ 'জান্না-তু 'আদনিন': جَنَّةٌ 'জান্নাতুন'-এর বহুবচন جَنَّات 'জান্না-ত'। অর্থ- বাগ-বাগিচা। আর عَدْنٌ অর্থঃ স্থায়ী বসতি বানানো।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْبَيِّنَةُ শব্দের আলোকে এর নাম করা হয় সূরা আল-বায়্যিনাহ। আবার এটিকে সূরা আল-মুনফাক্কিন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ এবং সূরা আল-বারিয়্যাহ বলা হয়।

অবতরণকালঃ বেশীরভাগ তাফসীরবিদদের বর্ণনায় এ সূরাকে মাদানী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তবে কেউ কেউ এটিকে মাক্কী হিসেবেও অভিহিত করেছেন।

বিষয়বস্তুঃ ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের গোমরাহী প্রসঙ্গে আলোকপাত করতঃ উত্তম সৃষ্টি ও অধম সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

شَرُّ الْبَرِيَّةِ বা সৃষ্টির নিকৃষ্ট জাতি কারা? ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি, তারাই নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তারা পশুর চেয়েও অধম।

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ বা উত্তম সৃষ্টি কারা? যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ত্বরীকায় 'আমল করেছে, তারাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাদের ঠিকানা জান্নাত।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১) পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহ পরিবর্তিত। ইসলামই একমাত্র নির্ভেজাল দ্বীন।

২) ইয়াহুদীরা নাবীর ﷺ আগমন সম্পর্কে অপেক্ষমান ছিল। অতঃপর তার আগমনের পর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ ঈমান আনে এবং কেউ ইয়াহুদীই থেকে যায়।

৩) আহলে কিতাবদের ধর্মে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল আল্লাহর ইবাদত করতে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে।

৪) মুক্তি নিহিত ইসলামেঃ সালাত ক্বায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং পরিপূর্ণ ইসলামে দিক্ষীত হওয়ার মাঝে; অন্য কোন পথ ও মতে নয়।

৫) আল্লাহ ভীতির শুভ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে।

سورة الزلزلة

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

৯৯তম সূরাহ আল-যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৮

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে। ২. যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে। ৩. এবং মানুষ বলবে-এর কি হলো? ৪. সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। ৫. কারণ, তোমার রব তাকে আদেশ করবেন। ৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে-যাতে তাদেরকে তাদের কর্ম দেখানো হয়। ৭. অতঃপর কেউ অণু পরিমান সৎকর্ম করলে, সে তা দেখতে পাবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমান অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখতে পাবে।"

তাফসীর সূরাহ আল-যিলযাল

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত زِلْزَالَهَا থেকে এ নাম গৃহীত হয়েছে।

অবতরণকালঃ ইবনে মাসউদ ও জাবের (রাঃ) মতে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটিকে মাদানী সূরা বলেছেন।

বিষয়বস্তুঃ কিয়ামতকালে কি অবস্থা হবে এবং কিভাবে মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে সমবেত হবে তা-ই এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

নোটঃ এ সূরাটিকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলা হয়। এটি দুর্বল হাদীছ।

বৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য

আবুহুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন: তার বৃত্তান্ত বলতে কি বুঝায়? তারা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ বেশী জানেন। তিনি বললেন: জমিন স্বাক্ষী দেবে নারী-পুরুষ তার উপর যেসব 'আমল করেছে এবং বলবে: ঐ দিন সে এ কাজ করেছে। আর ইহাই হল জমিনের বৃত্তান্তের বর্ণনার উদ্দেশ্য।" - তিরমিযী

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- পুনরুত্থান ও প্রতিদান বিষয়ক আমাদের বিশ্বাসের দলিল।

২- কিয়ামতের ভয়াবহতার ঘোষণা প্রদান।

৩- জড়পদার্থ সে দিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলবে।

سورة العاديات

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً (١) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً (٢) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً (٣) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٤) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (٥) إِنَّ الْأِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (١٠) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (١١)

১০০তম সূরাহ আল-'আ-দিয়া-ত

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াত : ১১

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। ২. অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছূরক অশ্বসমূহের। ৩. অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের। ৪. এবং তাদের, যারা সেসময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। ৫. অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৭. এবং সে অবশ্যই এ বিষয়ে অবহিত। ৮. এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। ৯. সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে। ১০. এবং অন্তরে যা আছে তা অর্জন করা হবে? ১১. সে দিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের রব সবিশেষ জ্ঞাত।

তাফসীর সূরাহ আল-'আ-দিয়া-ত

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْعَادِيَاتِ 'আল-'আ-দিয়া-ত': এটি العادية -এর বহুবচন। অর্থ- যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়াসমূহ।

ضَبْحاً 'জাবহান': অর্থ- যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়ার আওয়াজ।

الْمُورِيَاتِ 'আল-মূরিয়াত'ঃ এটি الموريـة -এর বহুবচন। অর্থ- ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে বিচ্ছুরিত আলো।

الْمُغِيرَاتِ 'আল-মুগীরাত'ঃ এটি المغيرة -এর বহুবচন। অর্থ শত্রুর উপর আক্রমণকারী ঘোড়াসমূহ।

فَأَثَرْنَ 'ফাআছারনা'ঃ তারা উৎক্ষিপন করে। আর نَقْعاً 'নাক্'আন' অর্থ ধূলাবালি। তাই অর্থ দাঁড়ায়- তারা ক্ষুরের আঘাতে ধূলাবালি উড়ায়।

فَوَسَطْنَ 'ফাওয়াসাত্বনা'ঃ অতঃপর শত্রুর মাঝখানে ঢুকে পড়ে।

لَكَنُودٌ 'লাকানূদ'ঃ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ মানুষ না শুকর জাতি।

لَشَهِيدٌ 'লাশাহীদ'ঃ অবশ্যই সে তার 'আমলের স্বাক্ষী দেবে।

الْخَيْرِ ঃ 'খায়ের' অর্থ ভাল। এখানে ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের কঠিন ভালবাসা।

بُعْثِرَ 'বু'ছিরা'ঃ বের করা হবে বা উত্থান ঘটানো হবে।

حُصِّلَ 'হুসসিলা'ঃ হাসিল / অর্জন করা বা প্রকাশ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: *প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْعَادِيَاتِ শব্দের আলোকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-'আ-দিয়াত।*

অবতরণকাল: *ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও জাবের (রাঃ) এ সূরাটিকে মাক্কী বলেছেন। কেউ আবার মাদানীও বলেছেন।*

বিষয়বস্তু: *মানুষ প্রকৃত পক্ষে না শুকর হয়ে থাকে। সে নি'য়ামতের কথা সহজে ভুলে যায় এবং*

মুসীবতের কথা স্মরণ রাখে এ সত্য প্রকাশ করাই সূরাটির মূল বিষয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ "নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ" এ আয়াতখানা শপথের জবাব। প্রথমোক্ত ৩টি আয়াতে মহান আল্লাহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতকৃত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অশ্ব কাফেলার শপথ করেছেন। সেগুলো হলো: (১) প্রস্তুতকৃত অশ্বসমূহ, (২) ক্ষুরাঘাতে আলো বিচ্ছুরণকারী অশ্বসমূহ এবং (৩) ধূলাবালি উৎক্ষেপনকারী অশ্বসমূহ। শপথের উদ্দেশ্য হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা এবং সম্পদের মোহাবিষ্টতার ভয়াবহ অপরিণাম বুঝানো। এটা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। সে দ্রুত নি'য়ামতের কুফুরী করে বসে এবং দুনিয়ার দাসে পরিণত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর বাণীঃ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ "এবং অন্তরে যা আছে তা অর্জন করা হবে"-এ আয়াতে আত্মভোলা মানুষের শেষ পরিণতির কথা আলোকপাত করা হয়েছে। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে পূণঃ যিন্দাহ করবেন এবং তার বুকে লুকায়িত ভাল-মন্দ সকল বিষয় বের করে আনবেন। অতঃপর সে আলোকে বান্দাকে প্রতিদান দেবেন। সে দিন মানুষ বুঝবে নাশুকর হওয়া ও আখেরাত ভুলে দুনিয়ার পিছনে ঘুরার পরিণতি কি?

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- জিহাদ ও জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা,

২- মানুষের চির অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্যের কথা প্রকাশ করা। আর তা হচ্ছেঃ অকৃতজ্ঞতা।

৩- মানুষ মাল-সম্পদ বেশী ভালবাসে- একথার উল্লেখ করা,

৪- পূণরুত্থান ও প্রতিদান সম্পর্কে আমাদের 'আক্বীদার প্রমাণ।

سورة القارعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (٣) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (٤) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (٥) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١)

১০১তম সূরাহ আল-ক্বা-রি'আহ

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াত : ১১

১. করাঘাতকারী। ২. করাঘাতকারী কি? ৩. করাঘাতকারী সম্পর্কে তুমি কি জান? ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। ৫. আর পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত। ৬. অতএব, যার পাল্লা ভারি হবে ৭. সে সুখী জীবন-যাপন করবে। ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯. তার ঠিকানা হবে হাভিয়্যাহ। ১০. তুমি জান সেটি কি? ১১. সেটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

তাফসীর সূরাহ আল-ক্বা-রি'আহ
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْقَارِعَةُ 'আল্‌ক্বা-রি'আহ': করাঘাতকারী। এখানে মহাপ্রলয়ের বিভৎস অবস্থা উদ্দেশ্য। সে অবস্থাকে করাঘাতকারী এ জন্য বলা হয়েছে, তা ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণে যেন মানুষের মনে আঘাত করবে।

الْفَرَاشِ 'আল-ফারাশ': পতঙ্গ । আর الْمَبْثُوثِ 'আল-মাবছুছ' অর্থ- বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে বেড়ানো।

هَاوِيَةٌ 'হা-ভিয়্যাহ'ঃ এটি জাহান্নামের অপর নাম। এর অর্থ হলো ঃ ধেয়ে আসা। অর্থাৎ যে আগুন জাহান্নামীর মাথার দিকে ধেয়ে আসবে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ সূরাটির প্রথম ৩টি আয়াতে الْقَارِعَةُ শব্দটি এসেছে। সে আলোকে এর নাম রাখা হয় সূরা আল-ক্বা-রি'আহ।

অবতরণকালঃ সকলের বর্ণনা মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তুঃ ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা করা এ সূরার মূল বিষয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ "যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত"-এ আয়াতে ক্বিয়ামতের ভয়াবহতার একটি চিত্র তোলে ধরা হয়েছে। الْفَرَاشِ 'আল-ফারা-স' বলা হয় রাতে আলো দেখলে যেসব কীট-পতঙ্গ উড়ে আসে, সে সব পতঙ্গকে। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের অনুরূপ অবস্থা হবে। তারা এতই উৎকণ্ঠাগ্রস্থ হবে যে, দেখতে মনে হবে যেন সবাই পাগল। একজন আরেকজনের উপর ঘিরে পড়বে। এ অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ "আর পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত" এ আয়াতে ক্বিয়ামতের দ্বিতীয় আরেকটি কঠিন অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে- পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধুনিত তুলার মত উড়ে যাবে।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ "অতএব, যার পাল্লা ভারি হবে" এখানে পাল্লা ভারি বলতে নেক ও পূণ্যের ওজন বেশী হওয়া উদ্দেশ্য। আর পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত "পাল্লা হালকা" হওয়া দ্বারা নেকীর চেয়ে পাপের ওজন বেশী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরিমাণে 'আমল বেশী হওয়া মূখ্য নয়; বরং সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যার 'আমল কেবল মহান আল্লাহকে রাজি-খুশী করার জন্য এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর সঠিক সুন্নাত অনুযায়ী হবে, তার 'আমলের পাল্লা ভারি হবে। ফলে সে জান্নাতের সুখময় জীবন পেয়ে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত শর্ত দুটির আলোকে যার 'আমল হবে না, তার 'আমল মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে তার পাল্লা সেদিন হালকা হবে এবং জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-পূণরুত্থান ও প্রতিদান সংক্রান্ত ইসলামী 'আক্বীদার বাস্তব স্বীকৃত দলিল।

২-ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা ও আযাব সম্পর্কে হুঁশিয়ারী।

৩-'আমলের ওজন হওয়া ও সে অনুযায়ী প্রতিদান সম্পর্কে 'আক্বীদার প্রমাণ।

৪- একথার প্রমাণ দেয়া যে, মানুষ ক্বিয়ামতের দিনে দু'দলে বিভক্ত হবে। একদল জান্নাতী এবং আরেক দল জাহান্নামী।

سورة التكاثر

بســـــــم الله الرحمن الرحيم

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

১০২তম সূরাহ আত-তাকা-ছুর

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৮

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. আধিক্যতার বড়াই তোমাদেরকে ধ্বংস করেদিল। ২. এমনকি তোমরা কবরে গিয়ে পৌঁছলে। ৩. কখনও নয়, শিঘ্রই তোমরা জানবে। ৪. অতঃপর শিঘ্রই তোমরা জানবে। ৫. কখনই নয়, যদি তোমরা দৃঢ় জ্ঞান জানতে। ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। ৭. অতঃপর তোমরা অবশ্যই তা স্বচক্ষে দেখবে। ৮. পরে অবশ্যই তোমরা সেদিন নি'য়ামত সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসিত হবে।"

তাফসীর সূরাহ আত-তাকা-ছুর

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

أَلْهَاكُمُ 'আল্হা-কুম': তোমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য হতে কর্মব্যস্ত করে দিল। আর এটিই হালাকত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

التَّكَاثُرُ 'আত্ তাকা-ছুর': বেশী সম্পদের বড়াই করা।

الْجَحِيمَ 'আল-জাহীম': আগুন, এটি জাহান্নামের একটি নাম।

النَّعِيمِ 'আন-নাঈম': নি'য়ামত, যা তোমরা উপভোগ করছ। যেমন: সুস্থতা, অবসর সময়, নিরাপত্তা, খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: *সূরাটির প্রথম আয়াতে উল্লেখিত التَّكَاثُرُ শব্দের আলোকে নাম রাখা হয় সূরা আত-তাকা-ছুর।*

অবতরণকাল: *সকলের নিকট এ সূরাটি মাক্কী। তবে ইমাম বুখারী উবাই ইবনে কা'আবের উদ্ধৃতি দিয়ে এটিকে মাদানী সূরা বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ মতে, এটি মাক্কী সূরাহ।*

বিষয়বস্তু: *দুনিয়ার প্রাচুর্যের বড়াই মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এমনকি সে আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা ঘোষণাই হলো সূরাটির মূল বিষয়।*

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ "যদি তোমরা দৃঢ়জ্ঞানে জানতে"-এ আয়াতে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে কঠিন ধমকি দেয়া হয়েছে। যদি এসব দুনিয়াবিলাসী মানুষ মৃত্যুর পরের ভয়াবহ অবস্থার কথা দৃঢ়ভাবে জানত, তাহলে তারা এতোটা দুনিয়া লোভী হত না; বরং আল্লাহওয়ালা হয়ে সঠিক 'আমল করত।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ "পরে অবশ্যই তোমরা সেদিন নি'য়ামত সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসিত হবে" -এ আয়াতে উল্লেখিত 'নি'য়ামত' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তা নিয়ে একাধিক উক্তি রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাঃ নি'য়ামত দ্বারা সুস্থতা, অবসর সময় এবং দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ শুধু সুস্থতা ও অবসর সময় বলেছেন। আবার কেউ নিরাপত্তা ও খানাপিনাকে উদ্দেশ্য করেছেন। মোটকথাঃ এর দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত সকল প্রকার নি'য়ামত উদ্দেশ্য। আর মানুষকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে এসব নি"য়ামত ভোগ করার পর কি শুকরিয়া আদায় করেছে?

মালের মোহজালে মানুষ

ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন: যদি আদম সন্তানের এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ হয়, তাহলে সে আশা করবে যেন তার দু'উপত্যকা স্বর্ণ হয়। মুখে মাটি না দেয়া (মাটির নিচে দাফন করা) পর্যন্ত তার মুখ ভরবে না।" - বুখারী হা/৬৪৩৬, মুসলিম হা/১০৪৯

মানুষ কি মালের প্রকৃত মালিক?

সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন: "বনী আদম বলে- আমার মাল, আমার মাল। হে বনী আদম! তোমার কি কোন মাল আছে (?) ঐ পরিমাণ মাল ছাড়া, যা তুমি খেয়ে-পরে শেষ করেছ এবং যা তুমি সাদক্বা করে আখেরাতের জন্য জমা করেছ। এ ছাড়া বাকী সবই চলে যাবে এবং মানুষের জন্য ছেড়ে যাবে।" এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মালের প্রকৃত মালিক নয় ; বরং মহান আল্লাহই মালিক। মানুষ শুধু ভোগের অধিকারী।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-আল্লাহর শুকর ও আনুগত্য এবং রাসূলের ﷺ আনুগত্য বাদ দিয়ে মাল-সম্পদ জমা করা হতে সতর্ক করা হয়েছে।

২-কবরের আযাব সত্য, তা অত্র সূরা দ্বারা প্রমাণিত।

৩-মৃত্যুর পর পূণরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ অবশ্যই সংঘটিত হবে, সে 'আক্বীদার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৪-নি'য়ামত সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করা।

سورة العصر

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

سورة الهمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (٤) وَمَا أَدْرَاكَ مَا

১০৩তম সূরাহ আল-'আসর

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াত: ৩

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. সময়ের ক্বসম! ২. নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। ৩. তাদের ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, নেক 'আমল করে, পরস্পরে হক্বের দা'ওয়াত দেয় এবং পরস্পরে সবরের দা'ওয়াত দেয়।"

১০৪তম সূরাহ আল-হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াত : ৯

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. দুর্ভোগ সামনে ও পিছনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর। ২. যে মাল জমা করে ও গণনা করে। ৩. সে মনে করে যে, তার মাল চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।

الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (٦) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (٧) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (٨)

سورة الفيل

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

৫. তুমি কি জান পিষ্টকারী কি? ৬. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। ৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। ৮. এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে। ৯. লম্বালম্বা খুঁটিতে।

১০৫তম সূরাহ আল-ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ : ১ আয়াত: ৫

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কি ব্যবহার করেছেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? ৩. আর তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। ৪. যারা তাদের উপর পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। ৫.অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।"

তাফসীর সূরা হআল-আসর
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থঃ

الْعَصْرِ 'আল-'আসর'ঃ সময়, কাল, যুগ। এখানে যুগ বলতে কি বুঝায়, তা নিয়ে তাফসীরকারকগণ নানাহ উক্তি করেছেন।

কারো মতে, 'আসর দ্বারা আসরের সালাত উদ্দেশ্য। আবার কারো মতে, এর দ্বারা নাবী ﷺ এর সময়কাল উদ্দেশ্য। আর শুরুতে যে (و) বর্ণ আছে, তা ক্বসমের হরফ।

الْإِنْسَانَ 'আল-ইনসান'ঃ মানুষ জাতি। আর خُسْرٍ 'খুস্‌র'ঃ ক্ষতি। মানুষের জীবন তার মূলধন। যদি সে ঈমান না আনে এবং নেক 'আমল না করে, তাহলে তার পুরো জীবনটাই ক্ষতিগ্রস্ত।

تَوَاصَوْا 'তাওয়া-সাও'ঃ এটি التواصي হতে গঠিত। অর্থঃ তারা পরস্পরে উপদেশ দান করে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

***সূরাটির নামকরণঃ** প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْعَصْرِ শব্দের আলোকে এ সূরার নামকরণ হয় সূরা আল-'আসর।*

***অবতরণকালঃ** ৪টি গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ ছাড়া বাকী সবাই ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসে পতিত-এটাই এ সূরার মূল বক্তব্য।*

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

মহান আল্লাহ সময়ের ক্বসম করে বলেন: মানুষ মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়াদার কাফের-মুশরিকরা মনে করছে-তারা খুবই লাভবান। আর মুসলিমরা পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস হতে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু বিষয়টি তা নয়; বরং দুনিয়া বিলাসীরাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। যারা ঈমান আনবে, সঠিক 'আমল করবে, হক্বের দা'ওয়াত দেবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সবর ইখতিয়ার করবে, তারাই হবে সফলকাম। আর বাকী সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এ সূরাটিতে আদেশ, আদেশ দাতা ও আদেশ প্রাপ্ত -এ তিনটির সমন্বয় ঘটেছে। আদেশ হলঃ ক্ষতিগ্রস্ত তা, আদেশ দাতা মহান আল্লাহ এবং আদেশ প্রাপ্ত মানুষ।

ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি?

ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছেঃ ঈমান, 'আমল, দা'ওয়াত ও সবর।

১- ঈমান দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও 'আমলে বাস্তবায়নকে বুঝায়। আর তা আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা বাড়ে এবং নাফরমানী করলে কমে যায়।

২-আর 'আমলে সালেহ দ্বারা ঐ 'আমলকে বুঝায়, যা মহান আল্লাহর কাছে গৃহীত। আর এর জন্য শর্ত হলো ইখলাসলিল্লাহ বা স্রেফ আল্লাহকে রাজী-খুশী করার বিশুদ্ধ নিয়্যাতে 'আমল করা এবং তা রাসূলের ﷺ ত্বরিকায় আদায় করা। তাই কোন 'আমল করার আগে জেনে নেয়া দরকার, তার প্রমাণ সহীহ হাদীছে আছে কি না এবং প্রিয় নাবী ﷺ সেটি কিভাবে আদায় করেছেন। না জেনে 'আমল করলে গোমরাহী ও জাহান্নাম আবশ্যক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। আর এ ক্ষেত্রে একান্তই সাবধান থাকতে হবে যে, বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়া কারো কোন কথার উপর 'আমল করা যাবে না। সাধারণতঃ 'আমল বলতে ফরজ, সুন্নাত ও নফল ইবাদত বুঝায়।

৩-দা'ওয়াতঃ অর্থ আহব্বান করা। এখানে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে হক্বের দা'ওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য। সঠিক পথের দা'ওয়াত দেয়া এ উম্মাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য জরুরী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেননা, আল্লাহর পথে দা'ওয়াত একটি পবিত্র আমানত। তাই বিশেষতঃ এমন ব্যক্তিই এগুরু দায়িত্ব পালন করবেন- যিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াত, ঈমান ও কুফুরী, সুন্নাত ও বিদ'আত-এর পার্থক্যজ্ঞান রাখেন এবং সঠিক দলিলের আলোকে যাবতীয় ফিকহী আহকামের হুকুম জানেন। নতুবা দা'ওয়াতের নামে বিদ'আত ও কুসংস্কারের প্রচলন ঘটার দোয়ার খুলে যাবে এবং সমাজ অজ্ঞদের সমাজে পরিণত হয়ে যাবে।

৪-সবরঃ অর্থ- আটকানো বা নিয়ন্ত্রণ করা। সবর তিন প্রকার, যথাঃ (ক) আল্লাহর আনুগত্যে সবর করা, (খ) আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াদি হতে সবর করা এবং (গ) কোন প্রকার বিপদ-মুসিবত আসলে সেক্ষেত্রে সবর করা। মূলতঃ এখানে সবর দ্বারা মরণ পর্যন্ত সে হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাকে বুঝায়।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-সূরা আল-'আসরের ফজীলত। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির পথ নির্দেশিত হয়েছে।

২-কাফেরের পরিণাম নির্ঘাত ধ্বংস।

৩-শিরক ও নাফরমানী হতে বেঁচে থাকা ঈমানদারদের সফলতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪-মুসলিমদের মাঝে পরস্পরে হক্বের ও সবরের দা'ওয়াত দেওয়া ফরজ।

তাফসীর সূরাহ আল-হুমাযাহ

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

هُمَزَةٍ 'হুমাযাহ': মানুষের সামনে তার দোষ বলা ও নিন্দাবাদ করা।

لُمَزَةٍ 'লুমাযাহ': অনুপস্থিতিতে কারো দুর্নাম করা। 'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' এ দুটির উদ্দেশ্য সমাজে ফাসাদ সৃষ্টি করা।

أَخْلَدَهُ 'আখলাদাহ': তার মাল তাকে চিরজীবন দান করবে; সে মরবে না।

لَيُنۢبَذَنَّ 'লায়ুম্বাযান্না': অবশ্যই তাকে ফেলে দেয়া হবে।

الْحُطَمَةِ 'আল্ হুত্বামাহ': ঐ আগুন, যা তাতে ফেলে দেয়া সকল কিছুকে পিষ্ট করে ফেলে। অর্থাৎ পিষে শেষ করে দেয়।

الْأَفْـِٔدَةِ 'আফইদাহ: এটি فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ হৃদয়সমূহ।

مُّؤْصَدَةٌ 'মু'সাদাহ': বন্দি বা বাঁধা অবস্থা।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত هُمَزَةٍ শব্দের আলোকে এ সূরাটির নাম রাখা হয় সূরাহ আল-হুমাযাহ।

অবতরণকালঃ সকলের নিকট এটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাহ।

বিষয়বস্তুঃ মানুষের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা ও বলে বেড়ানোকে অতি নিন্দনীয় অপরাধ আখ্যা দিয়ে ওয়েল বা জাহান্নামের ধমকী দেয়া হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ "যে মাল-সম্পদ একত্রিত করত এবং সেটি গণনা করত।" অর্থাৎ হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা না করে মাল-সম্পদ যোগাড় করত এবং সে অহংকারে ফেঁটে পড়ে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হত না। মাল-সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তোলাকেই সে বড় সম্মান ও মর্যাদা মনে করত। আর বার বার এ হিসেব করত যে, এ মাল তাকে চিরস্থায়ী করবে; কখনও সে মরবে না। মহান আল্লাহর বাণী: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ "আর তুমি জান হুত্বামাহ কি?" প্রজ্জ্বলিত আগুন। এ আগুন এতই ভয়াবহ যে, তাতে যা কিছু ফেলা হয়, তা পিষে ফেলে। আর এ আগুনে অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সময় অগ্নিকুণ্ডের মুখ বন্ধ করে তাতে শক্ত করে বেঁধে পুড়ে শাস্তি দেয়া হবে। শ্বাস ফেলার কোন জানালা বা পথ থাকবে না। এ ভয়াবহতা বুঝাতে রাসূলুল্লাহকে ﷺ সম্বোধন করে প্রশ্ন করা হয়েছে।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবস সম্পর্কে সহীহ আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রমাণ,
২-গীবত ও নামীমাহ হতে সতর্ক করা,
৩-মাল-সম্পদের মোহে যারা আচ্ছন্ন, তাদের নিন্দা করা হয়েছে,
৪-জাহান্নামের আযাবের কঠোরতা ও নিন্দনীয়তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তাফসীর সূরাহ আল-ফীল

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

أَصْحَابِ الْفِيلِ 'আসহা-বিল ফীল': হস্তীবাহিনী। এখানে ইয়ামানের সেসময়ের সান'আর শাসক আবরাহা আল-আশরুম বাহিনী উদ্দেশ্য।

كَيْدَهُمْ 'কাইদাহুম': তাদের চক্রান্ত। এখানে আবরাহা কর্তৃক কা'বা ধ্বংসের চক্রান্ত উদ্দেশ্য।

تَضْلِيلٍ 'তাজলীল': এটি ضَلِيلٌ থেকে تفعيل সাদৃশ শব্দ। অর্থ ধ্বংসে পরিণত করে দেয়া।

أَبَابِيلَ 'আবাবীল': ঝাঁকে ঝাঁকে। সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যে, আবাবীল এক শ্রেণীর পাখির নাম। আসলে তা নয়: বরং আবরাহাকে ধ্বংস করার জন্য পাখির যে ঝাঁক নেমে এসেছিল, সমষ্টিগতভাবে সেগুলোকে 'আবাবীল' বলা হয়।

سِجِّيلٍ 'সিজ্জীল': পোড়ানো মাটি, যামা ইট।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْفِيلِ শব্দের আলোকে নাম রাখা হয় সূরা আল-ফীল।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বি-মত নেই।

বিষয়বস্তু: হাতির পাল নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে আসা আবরাহার কঠিন ও মর্মান্তিক পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এ সূরাটি রাসূল ﷺ এর জন্মের ৫০/৫২ দিন পূর্বে ইয়ামানের গভর্নর আবরাহা আল-আশরুম কা'বা ধ্বংসের হীনমানসে যে হস্তীবাহিনী নিয়ে এসেছিল এবং কা'বার অনতিদূরে 'ওয়াদী মুহাস্‌সারে' আল্লাহর পক্ষ থেকে যে গজব নেমে এসে তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের মত নিঃশেষ করে দিয়েছিল, রাসূল ﷺ কে সে ঘটনা অবগত করাতে এ সূরাটি নাযিল হয়।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা

কা'বা ইবাদতের জন্য নির্মিত পৃথিবীর প্রথম ঘর। যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে হজ্ব মৌসুমে জমায়েত হয়ে থাকেন। তাই পৃথিবীর নাভীভূমি মক্কা নগরী হয়ে ওঠে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু বিদ্বেষদুষ্ট অপরিণাম দর্শি ইয়ামানের গভর্নর আবরাহা তা মেনে নিতে পারেনি। তাই সে ইয়ামানের রাজধানী সান'আয় কা'বার মত করে একটি উপাশনালয় নির্মাণ করে এবং সেখানে হজ্ব স্থানান্তরের ঘোষণা দেয়। পোড়াকপালী তাতে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। অবশেষে আল্লাহর ঘর কা'বা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেমতে সে বিশাল এক হাতীর পাল নিয়ে কা'বাকে গুঁড়িয়ে

দেয়ার হীনমানসে কা'বাভিমুখে রাওয়া হয়। প্রথমে সে মীনার নিকটবর্তী 'মুহাস্সার উপত্যকায় এসে অবস্থান নেয়। পরে পরিকল্পনা মোতাবেক কা'বা ভাঙ্গার জন্য অগ্রসর হতে উদ্যত হলে মহান আল্লাহর গজব নাযিল হয়। মেঘমালার মত আসমান কালো করে একঝাঁক পাখি ছোট ছোট কঙ্কর নিয়ে আসে এবং একের পর এক অবিরাম কঙ্কর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে আবরাহা বাহিনী মর্মান্তিকভাবে পর্যুদস্ত হয়। আবরাহার দেহ চিবানো ঘাসের মত হয়ে পড়ে। এভাবে খুব নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় কিছু দিন পড়ে থেকে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটাই সীমালঙ্ঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তি।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-কাফিরদের জুলুমের প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেয়া হয়,

২-অতীত ঘটনার বিবরণ দ্বারা কুরাইশদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়,

৩-আল্লাহর কুদরাতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর এবং তিনি যে, শত্রুর উপর পরাক্রমশালী তা জানিয়ে দেয়া হয়।

سورة قريش

بسم الله الرحمن الرحيم

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

سورة الماعون

بسم الله الرحمن الرحيم

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

১০৬তম সূরাহ কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৪

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. কুরাইশদের আসক্তির কারণে ২. তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে। ৩. অতএব, তারা যেন এ ঘরের রবের ইবাদত করে। ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

১০৭তম সূরাহ আল-মা-'উন

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৭

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. তুমি কি দেখেছ, যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে? ২. সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয় ৩. এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করে না।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

سورة الكوثر

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣

৪. অতএব, ওয়াইল সে সব মুসল্লীদের, ৫. যারা তাদের সালাত সম্পর্কে অলস, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য করে ৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

১০৮তম সূরাহ আল-কাউছার

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৩

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. আমি তোমাকে আল-কাউছার দান করেছি। ২. কাজেই তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। ৩. নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ।"

তাফসীর সূরাহ কুরাইশ

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত قُرَيْشٍ শব্দের আলোকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা কুরাইশ। আবার প্রথম শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ এটিকে সূরাহ 'ঈলা-ফ' বলে অভিহিত করেছেন।

অবতরণকাল: ইবনে আব্বাস (রাঃ)সহ অধিকাংশের মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাছাড়া বিষয়বস্তুও সেদিকে ইঙ্গিত করছে। অবশ্য কেউ কেউ এটিকে মাদানী সূরাও বলেছেন।

বিষয়বস্তু: কুরাইশদের প্রতি প্রদত্ত মহান আল্লাহর বিশেষ দু'টি নিয়ামত তথা নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের সু-ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানো এ সূরার বিষয়বস্তু।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

কুরাইশদের জীবিকার একমাত্র ব্যবস্থা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। শীতকালে তারা ইয়ামানে এবং গরমকালে সিরিয়ার শাম রাজ্যে বাণিজ্যিক সফর করত। এর মাধ্যমে যা কিছু রোজগার করত, তা দিয়ে তাদের বাকী সময় চলত। মরু ও পাহাড়ী পথের এ কঠিন সফরের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল নিরাপত্তার। মহান আল্লাহ তাদের জন্য সে ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের খাবার-দাবার সু-ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর তাদেরকে তাঁর ইবাদতের আহব্বান জানালেন। আর বললেনঃ এসব নি'য়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ তারা যেন কা'বার রবের ইবাদত করে!

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

২- নি'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।

৩- আল্লাহই একমাত্র যাবতীয় ইবাদত পাওয়ার হক্বদার।

৪- ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া একটি আদর্শ রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে রাষ্ট্রে এ দু'টি নি'য়ামত বিদ্যমান থাকবে– সেটিই হবে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ রাষ্ট্র।

তাফসীর সূরা আল-মা-'উন

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

يَدُعُّ 'ইয়াদুয়্যু': সে হক্ব বঞ্চিত করে গলাধাক্কা দিয়ে (এয়াতিমকে) বের করে দেয়।

لَا يَحُضُّ 'লা-ইয়াহুদ্দু': এটি حَضٌّ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত। অর্থ ভাল কাজে উৎসাহ দেয়া। তাই অর্থ দাঁড়ায়– মিসকীনদেরকে খাদ্য দিতে সে নিজে উৎসাহবোধ করে না বা অন্যকে উৎসাহ দেয় না।

سَاهُونَ 'সা-হুন': সালাতকে তার ওয়াক্ত হতে বিলম্ব কারীগণ। অথবা সালাতের ব্যাপারে অলসতাকারী বা অমনোযোগী ।

الْمَاعُونَ 'আল-মাঊন': নিত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক আসবাবপত্র। যেমনঃ ঘটি, বাটি ও পাতিলা ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: সূরাটির শেষ শব্দ الْمَاعُونَ -এর আলোকে এ সূরাটির নাম রাখা হয়– সূরা আল-মা'উন। কেউ এটিকে সূরা আদদ্বীন ও সূরা আল-ইয়াতীম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অবতরণকাল: ইবনে আব্বাস ও জাবের রাঃসহ অধিকাংশের মতে এ সূরহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তবে কাতাদাসহ কিছু সংখ্যক 'ওলামা এটিকে মাদানী সূরাহ বলেছেন।

বিষয়বস্তু: মক্কার কাফিরদের মিথ্যায়ণ ও দুশ্চরিত্রের চিত্র তুলে ধরে ক্বিয়ামতে কঠিন শাস্তির হুমকী দেয়া হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ "যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী" এ আয়াতে মুনাফিকদের সালাতের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে– নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় না করে ওয়াক্তের শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কাকের ঠোকরের মত কয়েকটি সিজদা দিয়ে দেয়া। আর এর উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশী করা নয়; বরং লোক দেখানোই মূখ্য।

মহান আল্লাহর বাণী: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ "আর তারা নিত্য ব্যবহার্য আসবাবপত্র দেয় না।" এখানে মুসলিমদের প্রতি মুনাফিকদের ঘৃণার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলিমগণ কোন প্রয়োজনে প্রতিবেশী মুনাফিকদের কাছে কোন প্রকার বাসন-পত্র হাওলাত চাইলে তারা তা দিত না। যদিও এতে তাদের কোন বিশেষ ক্ষতির আশংকা ছিল না। কিন্তু হিংসার ঝাল মিটাতে শুধু শুধু নিষেধ করত।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- মৃত্যুর পর পূণরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ।

২- ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎ করা এবং তাদের হক্ব থেকে বঞ্চিত করার প্রতি ঘৃণা জানানো হয়েছে।

৩- সালাতে অলসতার কঠিন পরিণতির কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪- নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পরস্পরে আদান-প্রদান হতে প্রতিবেশীদের নিষেধ করা মুনাফেকী আচরণ।

তাফসীর সূরাহ আল-কাউছার

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْكَوْثَرَ 'আল-কাউছার': বেহেশতের একটি নদী, যা শুধু মুহাম্মাদ ﷺ কেই প্রদান করা হবে।

وَانْحَرْ 'ওয়ান হার্': আর তুমি তোমার রবের নামে কুরবানী কর। কুরবানী শুকরিয়া আদায়ের অন্যতম মাধ্যম।

شَانِئَكَ 'শা-নিয়াকা': তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীগণ।

الْأَبْتَرُ 'আল্ আবতার': অতি লাঞ্ছিত, লেজ কাটা। অর্থাৎ যার শেষ পরিণাম অশুভ।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الْكَوْثَرَ শব্দের আলোকে এ সূরাটিকে সূরা আল-কাউছার বলা হয়।

অবতরণকাল: ইবনে আব্বাস, ইবনু যুবায়ের ও মা আয়েশা ﷺ প্রমুখদের বর্ণনা মতে এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। তবে কেউ কেউ এটিকে মাদানী সূরাও বলেছেন।

বিষয়বস্তু: রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেয়া এবং আল-কাউছার নামী বিশেষ ঝরণার সু-সংবাদ দেয়া।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

অবতরণের প্রেক্ষাপট: রাসূল ﷺ এর পুত্র আল-ক্বাসেম-এর যখন ওফাত হল, তখন মুশরিক আল-'আস ইবন ওয়াইল আস সাহমী তিরস্কার করে বলে উঠল: মুহাম্মাদ নির্বংশ। তখন মহান আল্লাহ এর জবাবে সূরাহ আল-কাউছার নাযিল করেন। এতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে সান্ত্বনা দেন ও আল-কাউছার-এর সুসংবাদ দান করেন।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ "কাজেই তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর" -এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে ﷺ বিশেষ নি'য়ামত আল-কাউছার দান করে তাঁকে তাঁর রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আর তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দু'টি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। একটি সালাত এবং অপরটি কুরবানী। এ দু'টির কোন একটিও কোন সৃষ্টির জন্য করা যাবে না; বরং তার একমাত্র হক্বদার মহান আল্লাহ। কাজেই কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে ভক্তির সিজদাহ করা প্রকাশ্য শিরক। ঠিক তেমনি কোন উরশ মাহফিলে কোন প্রকার গরু, ছাগল, মোরগী ও উট-মহিষ যবেহ করা বিলকুল হারাম। এধরণের যবেহ করা পশু খাওয়াও হারাম। আর এর পরিণাম জাহান্নাম। (সূরাহ আল-মায়েদা/৩)

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ "নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ" এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: "যারা তোমাকে নির্বংশ বলছে, তারাই প্রকৃত নির্বংশ।" তাদের নাম-গন্ধ দুনিয়াতে থাকবে না। কিন্তু তোমার নাম চিরদিন জেগে থাকবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার উম্মাতের সিলসিলা জারি থাকবে এবং তাঁরা অতি শ্রদ্ধাভরে তোমার নাম নিতে থাকবে।

আল-কাউছর কি?

আরবীতে অধিক কল্যাণ বুঝাতে আল-কাউছার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা কাউছার সম্বন্ধে জান কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূল ﷺ বলেন: এটি একটি নহর। যার ওয়াদা মহান আল্লাহ আমাকে করেছেন। এতে অনেক কল্যাণ আছে। সেটি একটি হাউজ, কিয়ামতের মাঠে যার নিকট আমার উম্মতকে পেশ করা হবে। এটি এমন এক নহর, যা স্বর্ণের প্রাচীর ঘেরা এবং শ্রোতসিনীসমূহ ইয়াকূত দ্বারা নির্মিত। এর মাটি মিশ্‌ক হতে অধিক সুগন্ধময়। এর পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়েও সাদা।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১- এ সূরাটিতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন।

২-আল-কাউছারের প্রমাণে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, এ সূরাটি তার দৃঢ়তা প্রমাণ করছে।

৩-প্রতিটি কাজে ইখলাস জরুরী। বিশেষ করে সালাত ও কুরবানীর ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

৪-এ সূরাটি জালেমের জন্য বদ্‌দু'আ করা জায়েজ প্রমাণ করে।

سورة الكافرون

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

১০৯তম সূরাহ আল-কা-ফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৮

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. বল, হে কাফিরগণ! ২. তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না। ৩. আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। ৪. আর তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদতকারী নই। ৫. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। ৬. তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্মফল আমার জন্য।"

তাফসীর সূরাহ আল-কা-ফিরূন

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

'আল্ কা-ফিরূণ' (الكافرون): কাফিরগণ। এখানে কাফিরদের আল-ওয়ালীদ, আল-'আস, ইবনু খালাফ ও আল-আসওয়াদ ইবনু আল-মুত্বালিব গং উদ্দেশ্য, যারা রাসূল ﷺ এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেছিল।

أعبد 'লা-আ'বুদু': আমি ইবাদত করি না। এখানে বর্তমান সময় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বর্তমানে তোমরা যে মূর্তির পূঁজা করছ, আমি তার ইবাদত করি না।

عابد 'আ-বিদুন': ইবাদতকারী। এর আগে নাবোধক (لا) সংযুক্ত হয়েছে। ফলে অর্থ দাঁড়ায়, আমি ভবিষ্যতের কোন দিন ইবাদত করব না।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটিরনামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الكافرون শব্দের আলোকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আল-কা-ফিরূণ।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মাক্কী। কেউ কেউ আবার মাদানী বলেছেন। তবে অবতরণের প্রেক্ষাপট ও বিষয়বস্তু প্রমাণ করছে যে এটি মাক্কী সূরা।

বিষয়বস্তু: মুশরিকদের সাথে চূড়ান্তভাবে আপোষ হীনতা ঘোষণা করা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মক্কার মুশরিকরা দ্রুত ইসলামের প্রসার দেখে রাসূলকে ﷺ দা'ওয়াত থেকে বিরত করার হীন মানসে নতুন করে ফন্দি আঁটল। সে মতে তাদের নেতৃস্থানীয় আল-ওয়ালীদ গং রাসূল ﷺ সমীপে হাজির হয়ে আপোষে সন্ধি করার প্রস্তাব দিল। বললঃ এক বছর তুমি আমাদের মূর্তির ইবাদত কর, আমরা এক বছর তোমার ইলাহের ইবাদত করব। তখনই মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেন যে, শিরকের সাথে কোন অবস্থাতেই আপোষ চলবে না।

আল্লাহর বাণী: لَكُمْ دِينُكُمْ 'লাকুম দ্বীনুকুম' "তোমাদের দ্বীন তোমাদের।" অর্থাৎ তোমাদের মরণ কুফুরীতে হবে। আমি কখনও তোমাদের এ শিরকী মতবাদের অনুসারী হব না।

আল্লাহর বাণী: وَلِيَ دِينِ 'ওয়া লিয়া দ্বীন: "আর আমার দ্বীন আমার জন্য।" অর্থাৎ আমি আমার দ্বীন তথা তাওহীদের উপরই থাকব। এ অবস্থায় আমার মরণ হবে, কিন্তু তোমরা তার অনুসারী হবে না।

সত্যিকার অর্থে দেখা যায় যে, এ সকল কাফির যারা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাসূলের ﷺ সমীপে হাজির হয়েছিল, তারা কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি।

সূরাটির সার-সংক্ষেপ

আরবের মুশরিকরা দ্বীনের দা'ওয়াত ও 'আক্বীদার বিষয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাসূলের কাছে আসল, তখন আল্লাহ তাঁর নাবীকে বললেন: ঐ সকল কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও! তোমাদের সাথে এ ব্যাপারে কোন আপোষ নেই। আমি কোন দিন কোন অবস্থাতে তোমাদের এ শিরিকী প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তোমাদের মরণ কুফুরীতে হবে এবং আমি আল্লাহর একনিষ্ঠ তাওহীদের উপর চির অবিচল থাকব।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-এ সূরাতে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ পেশ করা হয়।

২-আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ কাফিরদের বাতিল প্রস্তাব থেকে হিফাজত করলেন।

৩-ঈমান, কুফুরী ও শিরক-এর মধ্যকার পার্থক্য করা আবশ্যক, তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

سورة النصر

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

سورة لهب

بسم الله الرحمن الرحيم

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣)

১১০তম সূরাহ আন-নসর

মদীনায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৩

১.যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. আর তুমি দেখবে দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, ৩. তখন তুমি তোমার রবের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! নিশ্চয়ই তিনি অধিক তাওবা ক্ববুলকারী।

১১১তম সূরাহ লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৫

১. আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও। ২. তার মাল ও তার উপার্জণ তার কোন কাজে আসবে না। ৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

سورة الإخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

سورة الفلق

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

سورة الناس

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

৪. আর তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে। ৫. তার গলায় খেঁজুরের রশি ঝুলিয়ে।"

১১২তম সূরাহ আল-ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৪

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. বল! তিনিই আল্লাহ-একক। ২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। ৪. আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

১১৩তম সূরাহ আল-ফালাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৫

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. বল, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্টতা হতে।

৩. অন্ধকার রাতের অনিষ্টতা হতে, যখন তা সমাগত হয়। ৪. আর ঘিরায় ফুঁ দিয়ে যারা জাদু করে, সেকল জাদুকারিনীদের অনিষ্টতা হতে। ৫. আর হিংসুকের অনিষ্টতা হতে, যখন সে হিংসা করে।"

১১৪তম সূরাহ আন-না-স

মক্কায় অবতীর্ণ

রুকূ: ১ আয়াত: ৬

পরম করুণাময় অতীব দয়াশীল আল্লাহ'র নামে

১. বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের মা'বুদের, ৪. এবং তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। ৫. আর যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, ৬. জ্বিনের মধ্য থেকে ও মানুষের মধ্য থেকে।

তাফসীর সূরাহ আন-নসর

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

اَلْفَتْحُ 'আল-ফাত্হ': অর্থ বিজয়। এখানে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। যা অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়।

أَفْوَاجًا 'আফওয়া-জান': এটি فَوْجٌ এর বহু বচন। অর্থ ঃ দলে দলে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রথম আয়াতে উল্লেখিত نَصْرُ শব্দের আলোকে এ সূরার নাম রাখা হয় সূরা আন-নসর। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি বিদায়ী ইঙ্গিত থাকার কারণে এটিকে (سورة التوديع) সূরাতুদ তাওদী'আ বা বিদায়ী সূরাও বলা হয়।

অবতরণকালঃ সূরা নসর রাসূলের ﷺ শেষ জীবনে অবতীর্ণ হয়, যাতে রাসূল ﷺ এর মহাপ্রয়াণ নিকটবর্তী বলে ইঙ্গিত রয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর উক্তি দ্বারা জানা যায় যে, পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে এটি কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা।

বিষয়বস্তুঃ আল্লাহর সাহায্য ও মক্কা বিজয়ের সু-সংবাদ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে তাঁর গুণগান ও ইস্তেগফার করার জন্য নাবীর ﷺ প্রতি আল্লাহর নির্দেশ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে"-এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কাফিরদের মুকাবেলায় সকল যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য সাহায্য করার প্রতি ইঙ্গিত করেন। আর সাহায্যের পর বিজয় বলতে মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শিঘ্রই মক্কা নগরী জয় হবে, তখন আর সেটি কাফিরদের রাজ্য থাকবে না; বরং এটি দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে যাবে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র দলবেঁধে এসে ইসলামে প্রবেশ করবে।

মহান আল্লাহর বাণীঃ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ "অতঃপর প্রশংসাসহ তোমার রবের তাসবিহ পাঠ কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও!" এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দেন যে, দুনিয়া থেকে তোমার বিদায়ের সময় নিকটে এসেগেছে। তাই তুমি তোমার রবের প্রশংসায় গভীর মনোনিবেশ কর। আর ইস্তেগফার বা ক্ষমা চাওয়া বান্দার নৈতিক দায়িত্ব। বলা যায় এটি উলুহিয়্যাতের একান্ত দাবী। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, মহা নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ছিলেন। তাই তিনি সবচেয়ে বেশী ইস্তেগফার করতেন। মা আয়েশা رضي الله عنها বলেনঃ এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সালাতে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। (দু'আটি এইঃ) "সুবহা-নাকা রাব্বানা- ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী। -বুখারী হা/৪৯৬৭

অপর বর্ণনায় উল্লেখিত আছে যে, এ সূরাটি নাযিলের পর থেকে রাসূল সাঃ রুকূ ও সিজদায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। দু'আটি এই– "সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।" বুখারী হা/৪৯৬৮

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছেঃ (এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশী বেশী বলতেনঃ "সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী, আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।" -মুসলিম

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-নিয়ামতপ্রাপ্ত হলে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আর এর অন্তর্ভুক্ত হল সিজদায়ে শুকর।

২-রুকূতে "সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী" বলা বিধিসম্মত।

৩-তাওবা ও ইস্তেগফারের জন্য ত্রুটি থাকা জরুরী নয়; বরং বান্দাহ হওয়ার দাবী হল সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৪-নাবীর ﷺ প্রতি ভুল-ত্রুটির ইলজাম লাগানো বড়ই গর্হিত কাজ। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁকে মা'সূম বা নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।

তাফসীর সূরা লাহাব

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

أَبِي لَهَبٍ 'আবি লাহাব'ঃ এটা তার ডাক নাম। লাহাব অর্থ অগ্নি শিখা। সে অতি লাল বর্ণের হওয়ায় তাকে এ উপনামে ডাকা হয়। কোন কোন বিদ্বান বলেনঃ আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী এ নামকরণ করা হয়। কেননা, আল্লাহর ফায়সালায়

সে লাহাব বা জাহান্নামের অগ্নি শিখায় জ্বলবে। আসল নাম আব্দুল 'উজ্জা। সে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। রাসূলের জন্য ধ্বংসের দু'আ করায় মহান আল্লাহ তার উপর ধ্বংস নাযিল করেন। সে এমন ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় যে, তাকে গোসল দেওয়াও সম্ভব হয়নি; বরং গায়ে পানি ছিটিয়ে তাকে সমাধিত করা হয়।

وَامْرَأَتُهُ 'ওমরাআতুহু': অর্থ তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবু লাহাবের স্ত্রী। তার নাম উম্মে জামীল। সে ছিল অন্ধ। কারণ, একদা রাসূল ﷺ আবু বকরকে সাথে নিয়ে কা'বার পাশে বসা ছিলেন। সে সময় আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলকে ﷺ মারতে আসে। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টি কেড়ে নেন। ফলে সে আর রাসূলকে ﷺ দেখতে পায়নি।

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 'হাম্মা-লাতাল হাত্বাব': ইন্ধন বহনকারীনি। সে হলো আবুলাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল। রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায়ে কা'বায় যাওয়ার পথে সে কাঁটা বিছিয়ে দিত, যাতে রাসূলের কষ্ট হয়। এটিকে ইন্ধন বলা হয়েছে।

'জী-দুন' অর্থ ঘাড় বা গর্দান। আবু লাহাবের স্ত্রীর গলায় খেঁজুরের রশি পেঁচিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত لَهَبٍ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে এ সূরাটিকে সূরা লাহাব বলা হয়। আবার শেষ শব্দ مَسَدٍ এর প্রতি লক্ষ্য রেখে এটিকে সূরা আল-মাসাদ ও বলা হয়।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়।

অবতরণের প্রেক্ষাপট: প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার হুকুম পেয়ে প্রিয় নাবী ﷺ যখন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে কুরাইশদের ডেকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তাঁর চাচা আবুলাহাব রাসূলের ধ্বংস কামনা করে বলেছিল: তুমি কি এজন্য আমাদেরকে জমায়েত করেছ? তোমার ধ্বংস হোক! তখন মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। যাতে আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ধ্বংস কামনা করা হয়। -বুখারী হা/৪৯৭১

অবশ্য ইবনে আব্বাস ﷺ -এর অপর বর্ণনায় সাফা পাহাড়ের পরিবর্তে বাত্বহা উপত্যাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। -বুখারী হা/৪৯৭২

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১) এ সূরায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আবুলাহাবের ধ্বংসের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে রাসুলের জন্য তার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ বলে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে।

২) মাল ও সন্তান আল্লাহর আযাবের মোকাবালায় কোন কাজে আসবে না।

৩) মু'মিনদেরকে কষ্ট দেয়া সাধারণতঃ হারাম।

৪) শিরক ও কুফুরী থাকলে নিকটাত্মীয় কোন কাজে আসবে না। যেমন, আবুলাহাব রাসূলের চাচা হওয়া সত্বেও সে জাহান্নামী।

তাফসীর সূরাহ আল-ইখলাস

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

''أَحَدٌ আহাদঃ মূলত وَحَدٌ ছিল। و কে হামযাহ দ্বারা পরিবর্তন করে أَحَدٌ করা হয়। অর্থ- এক বা অদ্বিতীয় স্বত্ত্বা।

الصَّمَدُ 'আস্‌সামাদ': ঐ স্বত্ত্বাকে বলা হয়, যাবতীয় প্রয়োজনে যার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সর্বদা প্রয়োজন পূরণে তিনিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

كُفُوًا 'কুফুওয়ান': সমকক্ষ। অর্থাৎ আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণঃ প্রায় সকল সূরাহ কোন বিশেষ উপলক্ষ্য কিংবা প্রথম আয়াতে উল্লেখিত কোন শব্দের আলোকে সেটির নাম করা হয়। কিন্তু এ সূরাটি তার ব্যতিক্রম। নিম্নের দু'টি কারণের কোন একটির জন্য এ সূরাটির নাম রাখা হয় সূরা আল-ইখলাস। এক-খালিস বা বিশুদ্ধভাবে এ সূরায় একমাত্র মহান আল্লাহর পরিচয় তথা তাওহীদের বর্ণনা এসেছে। তাই এ সূরাকে সূরা আল-ইখলাস বলা হয়। দুই- এ সূরায় বর্ণিত খাঁটি তাওহীদের বিশ্বাস মানুষকে জাহান্নাম থেকে খালাস বা মুক্ত করে দেয়। তাই এটিকে সূরা আল-ইখলাস বলা হয়।

অবতরণকাল: অধিকাংশের বর্ণনা মতে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য কেউ কেউ আবার মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সকল বর্ণনার আলোকে একথা বলা যায় যে, এ সূরাটি মক্কাতেই নাযিল হয়। কিন্তু মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই মহান আল্লাহ জবাবস্বরূপ এ সূরাটি নাযিল করতেন। সে জন্য কেউ কেউ এটিকে মাদানী সূরা বলেছেন।

বিষয়বস্তু: খাঁটি তাওহীদের বর্ণনা করা এবং আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলদের অবান্তর ধারণার জবাব এ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অবতরণের প্রেক্ষাপট

উবাই ইবনু কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত. মুশরিকগন রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলল, আমাদেরকে তোমার রবের বংশ পরিচয় দাও! তখনই মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। -তিরমিযী

অপর বর্ণনায় এসেছে- ইয়াহুদী কা'আব ইবনে আশরাফ ও হুয়াই বিন আখত্বাব নাবীর সাঃ কাছে এসে বলল: হে মুহাম্মাদ! যে রব তোমাকে নাবী করে প্রেরণ করেছেন, তুমি তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দাও! তখনই মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।-বায়হাক্বী

সূরাটির ফজীলত

এ সূরাটির ফজীলত সম্পর্কে হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এটি কুরআনের এক-তৃতিয়াংশ। আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোট যুদ্ধ কাফেলায় একজন লোককে নিযুক্ত করলেন। ঐ লোক কাফেলার সকলের সালাতের ইমামতি করতেন এবং সূরা ইখলাস দ্বারা সালাত সমাপ্ত করতেন। অতঃপর কাফেলা ফিরে এসে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবগত করালেন। তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ লোকটিকে জিজ্ঞেস কর, কেন সে উহা করত? তাঁরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল। প্রত্যুত্তরে লোকটি বললঃ এ জন্য যে, এ সূরাটিতে দয়াময় আল্লাহর সিফাত বা গুণ বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি এ সূরাটি পাঠ করতে ভালোবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন: লোকটিকে জানিয়ে দাও যে, মহান আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।" -বুখারী ও মুসলিম হা/?

কুরআনের একতৃতীয়াংশ কেন?

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ "কুল হুয়াল্লা-হু আহাদ" এ সূরাটি কুরআনের একতৃতীয়াংশ।" -বুখারী হা/৫০১৩, মুসলিম হা/১৮৮৬

রাতে একবার সূরাটি পড়লে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের ন্যায় ছাওয়াব মিলে। -বুখারী হা/৫০১৫

কিন্তু কেন? মূলতঃ কুরআনের বিষয়বস্তু ৩টি। তাওহীদ, আহকাম ও বিশুদ্ধ ঘটনাবলী। আর এ সূরাতে এককভাবে তাওহীদের বর্ণনা এসেছে। তাই এটিকে কুরআনের একতৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

أَحَدٌ 'আহাদ' অর্থাৎ একক স্বত্ত্বা। তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া উলুহিয়্যাত আর কারো জন্য শুভনীয় নয়। তিনি তাঁর জাত, সিফাত ও কর্মে একক ও অদ্বিতীয়। যাবতীয় প্রকারের ইবাদতের একমাত্র হক্বদার তিনিই।

الصَّمَدُ 'আস্‌সামাদ': অর্থ- অমূখাপেক্ষী। তিনি সকল সৃষ্টি হতে অন্যনিরপেক্ষ; বরং সকল সৃষ্টি তাঁর দিকে মূখাপেক্ষী।

لَمْ يَلِدْ 'লাম ইয়ালিদ': অর্থ- তিনি জনক নন। অর্থাৎ তাঁর কোন সন্তান নেই যে তাঁর বংশ হবে। এটি মহান আল্লাহর শানে নিষিদ্ধ। তাঁর মত কেউ নেই।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১) আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ।

২) তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের প্রমাণ।

৩) আল্লাহর দিকে সন্তানের সম্বন্ধ করা বাত্বিল বলে ঘোষণা।

৪) এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা। সকল সৃষ্টির উপর তিনিই উলুহিয়্যাতের একচ্ছত্র মালিক।

তাফসীর সূরা আল-ফালাক্ব
কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

الْفَلَقِ 'ফালাক্ব' অর্থ প্রভাত।

غَاسِقٍ 'গাসিকিন ইযা ওয়াকাব': রাত যখন অন্ধকার হয় অথবা চাঁদ যখন অনুপস্থিত হয়।

النَّفَّاثَاتِ 'আন্ নাফ্ফাছাত': জাদুকারিনী মহিলা, যারা ফুঁ দিয়ে জাদু করে।

الْعُقَدِ আল-'উকাদ: এটি عُقْدَةٌ এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থিসমূহ।

حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'হাসিদিন ইযা হাসাদ': যখন হিংসাকারীর হিংসা প্রকাশ পায়।

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: প্রথম আয়াতে উল্লেখিত الفلق শব্দের আলোকে এ সূরার নাম করা হয় সূরা আল-ফালাক্ব। অবশ্য এ সূরাহ ও তার পরবর্তী সূরাহ আন-নাস -এ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। তাই এ দু'টি সূরাকে একত্রে 'মু'আওয়্যাযাতুইন' বলা হয়।

অবতরণকাল: এ সূরাটি মাদানী। তবে কেউ কেউ মক্কীও বলেছেন। বিশুদ্ধ মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। মুসলিম শরীফের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, ওক্ববা ইবনে 'আমের ﷺ এ সূরাটি নাযিল হওয়ার হাদীছটি বর্ণনা করেন। আর এটা খুব পরিষ্কার যে, উক্ত সাহাবী মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

অবতরণের প্রেক্ষাপট

নাস ও ফালাক্ব সূরাদ্বয় মদীনায় নাযিল হয়। যখন লাবিদ বিন আ'সাম নামক জনৈক ইয়াহুদী রাসূল ﷺ কে জাদু করেছিল, তখন এ সূরাদ্বয় মহান আল্লাহ নাযিল করেন। অতঃপর জিব্রীল (আঃ) তা দ্বারা ফুঁ দিলে রাসূল ﷺ কে আল্লাহ তায়ালা শেফা দান করেন।

সূরাহ নাস-ফালাক্ব ও চিকিৎসা

আয়েশা ﷺবলেন: রাসূল ﷺ অসুস্থবোধ করলে সূরাহ নাস ও ফালাক্ব পড়ে নিজে নিজে ফুঁ দিতেন। কিন্তু যখন তাঁর ব্যাথা বেড়ে যেত, তখন আমি নিজে সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর ﷺ উপর ফুঁ দিতাম। -বুখারী হা/৫০১৬

মা আয়েশা ﷺ থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ ঘুমাবার পূর্বে সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে সমস্ত শরীরে ফুঁ দিয়ে ঘুমাতেন। -বুখারী হা/৫০১৭

বিশেষ জ্ঞাতব্য

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ "মিন শার্‌রি মা খালাক্ব": এখানে সৃষ্টি বলতে সকল প্রকার সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। চাহে তা মানুষ, জ্বিন, প্রাণীজগৎ কিংবা জড়পদার্থ হোক না কেন।

মহান আল্লাহর বানী: ﴿ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ "গাসিকিন ইযা ওয়াক্বাব": এখানে রাতের অন্ধকারে যেসব অঘটন ও অনিষ্টকর ঘটনাবলী ঘটে, তা উদ্দেশ্য। যেমন: চুরি-ডাকাতী, ফাসাদ ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমন ইত্যাদি।

মহান আল্লাহর বানী: (النفاثات): "আন নাফ্ফাছাত": যার অর্থ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর হাসাদ অর্থ হিংসা। তবে তা কারো নি'য়ামত বিলুপ্তির কামনাসহ হয়ে থাকে। প্রভাতের রবের কাছে এ সবের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন!

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-সকল ভীতিকর অবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

২- গ্রন্থিতে ফুঁ দেয়া হারাম। কেননা, ইহা জাদু। আর জাদু কুফুরী এবং জাদুকরের শাস্তি তলোয়ার দ্বারা মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা।

৩-হাসাদ বা হিংসা সর্বোতভাবে হারাম। এটি এমন এক হাতিয়ার, যা আদম সন্তান তার ভাইকে হত্যা করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। যেভাবে ইউসুফ (আঃ)- এর ভায়েরা তাঁর বেলায় করেছিল।

৪-তবে বিদ্যা অর্জন ও নেকীর প্রতিযোগিতা করার মাঝে কোন হিংসা নেই।

নোট: জিব্রাইল (আঃ) রাসূল সাঃকে ঝাড়-ফুঁ করার সময় যে দু'আটি পড়েছিলেন, তা হল-

(بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شرّ حاسد و عين والله يشفيك .)

(বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাই ইন য়ুযীক, মিন শার্‌রি হা-সিদিন ওয়া 'আইনিন, ওয়াল্লা-হু ইয়াশ ফী-ক।)

তাফসীর সূরাহ আন্ না-স

কুরআনিক বিশেষ শব্দাবলীর অর্থ

إله *'ইলাহ: অর্থ- মালুহ বা মা'বুদ। অর্থাৎ ঐ স্বত্ত্বা যার প্রতি সমস্ত সৃষ্টি ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ঝুঁকে পড়ে। আর তিনি হলেন একমাত্র আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন হক ইলাহ নেই।*

الخناس *আল-খান্নাস': ঐ কুমন্ত্রণাদাতাকে বলে, যে সুবিধামত কুমন্ত্রণা দেয় এবং বান্দাহ যখন আল্লাহর যিক্‌র করে, তখন সে আত্মগোপন করে।*

প্রাসঙ্গিক জ্ঞাতব্য

সূরাটির নামকরণ: *প্রথম আয়াতে উল্লেখিত* الناس *শব্দের আলোকে এ সূরাটির নাম রাখা হয় সূরাহ আন-নাস।*

অবতরণকাল: *পূর্বোক্ত সূরাহ আল-ফালাক্বের সাথে এ সূরাটিও নাযিল হয়।*

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এ সূরাটিতে একটি বিষয়ের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এটির অনিষ্টতা বড়ই ভয়াবহ। কেননা, এর সম্পর্ক আত্মার সাথে। যার মাঝে বিভ্রাট ঘটলে সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে কাল্‌ব বা আত্মা যদি ঠিক থাকে তাহলে সব কিছুই ঠিক থাকে।

শয়তান মানুষের চির শত্রু। সে নীচু স্বরে শব্দ করে মানুষের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি করে, মানুষ তখন আল্লাহর যিক্‌র হতে গাফেল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষের অনিষ্টতা আরও মারাত্মক। কেননা, আ'উযুবিল্লাহ দ্বারা শয়তানের অনিষ্ট হতে বাঁচা যায়। কিন্তু মানুষের অনিষ্টতা হতে বাঁচতে হলে তার সংশ্রব পরিত্যাগ করতে হয় এবং অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

সূরাটির শিক্ষাসমূহ

১-জ্বিন, ইনসান ও শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

২-আল্লাহর রূবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

৩-আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার সহীহ হাদীছে বর্ণিত বাক্য হল: 'আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

আল্লাহর মেহেরবানীতে
আম্মা পারার তাফসীর
সমাপ্ত হল।

ⓒ المكتب التعاوني للدعوة و الارشاد و توعية الجاليات بالطائف ، ١٤٣٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

حسين ، محمد هارون
مصباح القرآن في تفسير كلام الرحمن : جزء عم مع الفاتحة. /
محمد هارون حسين .- الرياض ، ١٤٣٠هـ

..ص ؛ ..سم

ردمك: ٩-١-٩٠٠٨٠-٦٠٣-٩٧٨

(الكتاب باللغة البنغالية)

١- القرآن - التفسير الحديث ٢- القرآن - جزء عم - تفسير
أ.العنوان

ديوي ٢٢٧,٦ ١٤٣٠/٢٣٩٩

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٢٣٩٩
ردمك: ٩-١-٩٠٠٨٠-٦٠٣-٩٧٨

مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالسلي
هاتف: ٢٤١٤٤٨٨ ـ ٢٤١٠٦١٥ تحويلة ناسوخ ٢٣٢

مصباح القرآن

في تفسير كلام الرحمن

تأليف محمد هارون حسين

كتب الجاليات ١٤٨/١٣

بنغالي ١٤٠١٠٧٩